প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা

বাজেট বক্তৃতা ২০১৬-১৭

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
২ জুন ২০১৬

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় **সূচনা ও প্রেক্ষাপট**	
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পদার্পণ, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার	1-5
দ্বিতীয় অধ্যায় **সফলতার আরও একটি বছর: বাস্তবায়ন অগ্রগতি**	
আর্থ-সামাজিক অবস্থা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী ও শিশু উন্নয়ন, শিশু বাজেট, সামাজিক সুরক্ষা, পরিবেশ ও জলবায়ু, শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ	6-12
তৃতীয় অধ্যায় **চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট**	
সংশোধিত রাজস্ব আয়, সংশোধিত ব্যয়, বাজেট ঘাটতি	13-14
চতুর্থ অধ্যায় **বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি**	
বিশ্ব ও এশীয় অর্থনীতির গতিধারা, অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, মূল্যস্ফীতি, মুদ্রা ও ঋণ, সুদের হার, আমদানি ও রপ্তানি, প্রবাস আয়, লেনদেন ভারসাম্য, রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হার	15-18
পঞ্চম অধ্যায় **আগামী ২০১৬–১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা** **এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো**	
২০১৬–১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা, জিডিপি প্রবৃদ্ধি, মূল্যস্ফীতি, ২০১৬–১৭ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো, রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন, ব্যয় প্রাক্কলন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বাজেট ঘাটতি, সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো	19-26

বিষয়	পৃষ্ঠা
ষষ্ঠ অধ্যায় **প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায়** **আমাদের ভাবনা ও কৌশল**	
শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ, শ্রমশক্তির দক্ষতা, মূলধন মজুদ, কাঠামো রূপান্তরে বৃহৎ প্রকল্প, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা, সামগ্রিক চাহিদা, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নিরাপদ অভিবাসন, আয়ের সুষম বন্টন, পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা	২৭-৩৬
সপ্তম অধ্যায় **আগামীর পথে অগ্রযাত্রা: খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা**	
মানব সম্পদ উন্নয়ন	
শিক্ষা: প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ, টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ, বিদ্যালয় নির্মাণকাজে ব্যক্তি উদ্যোগ, জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কার, শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ, উচ্চশিক্ষার প্রসার, শিক্ষা সহায়তা	৩৭-৩৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ: কমিউনিটি ক্লিনিক ও টেলিমেডিসিন সেবা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি	৩৯
ভৌত অবকাঠামো	
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি: বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার, বিদ্যুৎ আমদানি, বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ, গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম, এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ	৩৯-৪১
যোগাযোগ অবকাঠামো: সড়ক-সেতু অবকাঠামো উন্নয়ন, যানজট নিরসন, আইনি কাঠামো হালনাগাদকরণ, রেলপথ উন্নয়ন, বন্দর ও নৌপথ উন্নয়ন, বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৪১-৪৩
পানিসম্পদ: নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা	৪৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
জনকল্যাণ	
সামাজিক সুরক্ষা, শিশু উন্নয়ন, প্রতিবন্ধী কল্যাণ, খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, প্রবীণ কল্যাণ, নারী উন্নয়ন, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ, প্রবাসী কল্যাণ	48-47
ডিজিটাল বাংলাদেশ	
অবকাঠামো উন্নয়ন, ইন্টারনেট সেবা, সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন	47-48
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন	
কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	4৯
শিল্পায়ন ও বাণিজ্য	
শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন, কর্ম পরিবেশ সুরক্ষা, পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, বস্ত্র ও পাট শিল্প, বাণিজ্য সম্প্রসারণ	৫০-51
আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্ব সম্মেলন	51
জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ	
জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বনায়ন ও বনভূমি সংরক্ষণ, পরিবেশবান্ধব ইটভাটা সম্প্রসারণ	5২-5৩
আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ন	
পরিকল্পিত নগরায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন, আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ	53
তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ক্রীড়া	
তথ্য ও প্রচারণা, ধর্ম, সংস্কৃতি, ই-বুক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, যুব ও ক্রীড়া	54-55
নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা	55-56
আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারসহ আইকনিক টাওয়ার	৫৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
অষ্টম অধ্যায় **সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন**	
সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পেনশন, জনপ্রশাসন, আইনের শাসন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ, আর্থিক খাত, পুঁজিবাজার, বীমা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা	57-63
নবম অধ্যায় **রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম: জনকল্যাণে রাজস্ব**	
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর	
ন্যূনতম কর, কোম্পানি করহার, কোম্পানি ও ফার্মের ন্যূনতম কর, উৎস কর, সমতা ও ন্যায্যতা-সারচার্জ, প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা-তৈরি পোশাক শিল্প, আবাসন খাত, সামাজিক দায়িত্ব পালন-প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কর সুবিধা, কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ-কর দিবস, আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা, সহজীকরণ-প্রান্তিক করদাতার সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা	64-73
মূল্য সংযোজন কর (মূসক)	73-81
আমদানি শুল্ক	
কৃষিখাত, শিল্পখাত, ভৌত অবকাঠামোখাত, অন্যান্য শিল্প, ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	81-88
দশম অধ্যায় **উপসংহার**	
উপসংহার	89-90
পরিশিষ্ট ক	91-100
পরিশিষ্ট খ	101-118

পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নামে

প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রযাত্রা

মাননীয় স্পীকার

১। আমি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট এবং ২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এ মহান সংসদে উপস্থাপনের জন্য আপনার সানুগ্রহ অনুমতি প্রার্থনা করছি।

প্রথম অধ্যায়: সূচনা ও প্রেক্ষাপট

২। শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সেই সকল বীর শহীদদের যাঁরা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মাহুতি দিয়েছেন। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতাসহ পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গবন্ধুর স্বজন ও অন্যান্য শহীদদের। স্মরণ করছি স্বৈরাচার বিরোধী ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন এবং সাম্প্রতিককালে অগ্নিসন্ত্রাসে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদেরকে। গভীর সমবেদনা জানাই মৌলবাদি অপশক্তির কাপুরুষোচিত ও গুপ্ত হামলায় নিহত ব্যক্তিবর্গের স্বজনদের প্রতি।

মাননীয় স্পীকার

৩। প্রথমেই একটি সুসংবাদ দিয়ে শুরু করতে চাই। আমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টার ফলে চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছয় শতাংশের বৃত্ত ভেঙ্গে সাত শতাংশের মাইলফলক স্পর্শ করতে যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, বৈশ্বিক প্রতিকূলতার মধ্যেও গত সাত বছরে আর্থ- সামাজিক খাতে ঘটেছে অভূতপূর্ব উন্নয়ন। এ সময়ে মাথাপিছু আয় বাড়ার সাথে সাথে দারিদ্র্য কমেছে উল্লেখযোগ্য হারে। পাশাপাশি, ঈর্ষণীয় উন্নতি হয়েছে সামাজিক বিভিন্ন সূচকে। বিশেষ করে, যেসব দেশের মাথাপিছু আয় আমাদের দ্বিগুণ, মানব উন্নয়ন সূচকে আমরা তাদের অনেকেরই সমকক্ষতা অর্জন করেছি। আয়- বৃদ্ধির এ ধারাবাহিকতায় আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন- মধ্যম আয়ের দেশে

উন্নীত হয়েছি। এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে। সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম, ত্যাগ- তিতিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা যে উন্নয়ন দর্শন লালন করেন, তা বস্তুত বাংলার সর্বস্তরের জনগণেরই আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডিতে ভেঙ্গে না পড়ে একে শক্তিতে রূপান্তরিত করার দৃঢ়তা তাঁকে একজন গণমুখী ও জনকল্যাণে নিবেদিত মানব উন্নয়নের নেতা হিসেবে আন্তর্জাতিক মডেলে পরিণত করেছে। বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে তিনি পেয়েছেন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। বিশ্বকে বদলে দিতে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, এমন ৫০ জন নেতার যে তালিকা 'ফরচুন ম্যাগাজিন' সম্প্রতি প্রকাশ করেছে, তাতেও বিশেষ স্থান পেয়েছেন আমাদের মহান নেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

৪। স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মতো এবারও আমরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাননীয় সদস্য, দেশের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী সংগঠন, এনজিও নেতৃবৃন্দ, তৃণমূলের কৃষকবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ ও সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিবদের মতামত নিয়েছি। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ও পরামর্শের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বাজেট প্রণয়নের বিশাল ও শ্রমসাধ্য কর্মযজ্ঞের সঙ্গে বরাবরই সম্পৃক্ত থাকেন অর্থ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মচারী। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ও অব্যাহত সহযোগিতার জন্য জানাচ্ছি অশেষ ধন্যবাদ। সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রাজ্ঞ অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে বাজেট প্রণয়নে আমাকে সানুগ্রহ সহায়তা করেছেন। আমার উপরে অব্যাহত আস্থা রাখায় আমি তাঁর প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৫। গত জানুয়ারি মাসে আমি ৮৩ বছরে পদার্পণ করেছি এবং আজকের প্রস্তাবিত বাজেটটিসহ আমি এ দেশের মোট ১০টি বাজেট উপস্থাপন করছি, যা ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য অত্যন্ত খুশি ও গৌরবের বিষয়। এর মধ্যে ৮টিই হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের সরকারের সময়ে। এজন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এ ছাড়া, ৩৪ বছর আগে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ আমাকে দু'টি বাজেট উপস্থাপনের সুযোগ দিয়েছেন বলে তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় পদার্পণ

মাননীয় স্পীকার

৬। আপনি জানেন, গত বছর ছিল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনের শেষ বছর। আনন্দের বিষয় হল, এসব লক্ষ্য অর্জনে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে আমরা উল্লেখযোগ্য সফলতা পেয়েছি। বিশেষ করে, দারিদ্র্য হার ও এর ব্যবধান হ্রাস, অপুষ্ট শিশুদের আধিক্য কমানো, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতা অর্জন, পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশু- মৃত্যুহার হ্রাস, এইচআইভি, যক্ষ্মাসহ বিভিন্ন রোগ- ব্যাধি দমন ইত্যাদি পুরোপুরিই অর্জন করেছি। অন্যদিকে, প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তি, শিশু ও মাতৃ- মৃত্যুহার হ্রাস, টিকাদান কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি ও সংক্রামক ব্যাধি হ্রাসের ক্ষেত্রে হয়েছে লক্ষণীয় অগ্রগতি।

৭। এমডিজি'র ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে বাংলাদেশসহ ১৯৩টি সদস্য দেশ ২০১৫ পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডা হিসেবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অনুমোদন করেছে, যাতে ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্য (goals) এবং ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা (targets) সন্নিবেশ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এসব অভিষ্ট লক্ষ্য ও লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে আমাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ- এর নেতৃত্বে আমাদের প্রতিনিধি দলই প্রথম ১১টি অভিষ্ট লক্ষ্যের ধারণা দেয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেখান থেকেই ১৭টি অভিষ্ট লক্ষ্যের উদ্ভব হয়। আমরা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এসডিজি'র এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইতোমধ্যে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগসংশ্লিষ্ট এসডিজি লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এর বাস্তবায়নে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মকৌশল প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব এসডিজি বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক হিসেবে কাজ করছেন। আমি মনে করি, সম্পদ সঞ্চালন ও এর কার্যকারিতা পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর অন্তর্গত কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের মাঝে যোগসূত্র স্থাপন করা জরুরি। এসব কর্মকৃতি নির্দেশকের প্রতিফলন থাকবে মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকার

৮। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। মূলত তিনটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে এ দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রথমেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে প্রবৃদ্ধির গতিশীলতা, কর্মসৃজন ও দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে সকল স্তরের জনগণকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণের পাশাপাশি এর সুফল ভোগে ব্যাপকভিত্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল গ্রহণের উপর। সবশেষে, গ্রহণ করা হয়েছে টেকসই উন্নয়নের এমনি পথ, যাতে গুরুত্ব পাবে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জন।

মাননীয় স্পীকার

৯। আপনি জানেন, অভিঘাত মোকাবেলা করে স্থিতিশীল অবস্থায় প্রত্যাবর্তনে বাস্তবেই বাংলাদেশের অসাধারণ পারদর্শিতা আছে। বাংলাদেশের জন্মলগ্নে দেশে ও বিদেশে প্রচারিত নানা রকম নিরাশাকে অমূলক প্রমাণ করে আমরা এগিয়ে চলেছি। বাংলার মানুষের অপরিসীম প্রাণশক্তি, কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিকূল অবস্থা হতে উত্তরণের সক্ষমতাই এসব নিরাশাকে অমূলক প্রমাণ করেছে। ব্যক্তিখাতের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ এবং যোগ্য নেতৃত্বের কৌশল ও কার্যক্রম অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। প্রতি দশকেই আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেড়েছে প্রায় ১.০ শতাংশ বিন্দু (percentage point) হারে। এর ফলে বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ আজ এক ‘উন্নয়ন বিস্ময়’।

১০। প্রবৃদ্ধির এ গতিকে সুসংহত ও ত্বরান্বিত করার সময় হচ্ছে এখনই। এজন্য প্রথমেই নিশ্চিত করতে হবে যে, আমাদের গতিশীলতা যেন কোন মতেই শিথিল না হয়। স্থিতিশীল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মপরিবেশ এবং চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারলেই আমরা এগিয়ে যাব। আমাদের অপর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সমস্যা মোকাবেলায় উচ্চতর হারে প্রবৃদ্ধি অর্জনই হবে প্রধান হাতিয়ার। একই সঙ্গে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে হবে। এ কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ নয়। এ লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তার দিকে সবিশেষ নজর দিতে হবে। এ ছাড়া, আর একটি অপরিহার্য কৌশল হচ্ছে পরিবেশ দূষণ রোধ ও এর সংরক্ষণ, যা উন্নয়নকে টেকসই

করবে। এসব বিষয় নিয়ে আমি একটু পরেই বিস্তারিত আলোচনা করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এসব কর্মকৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে পণ্য ও সেবা উৎপাদনে প্রবৃদ্ধি হাসিল করা যাবে এবং একই সঙ্গে কর্মপরিবেশকে উন্নত রেখে ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে সংরক্ষণ করে আমরা এগিয়ে যেতে পারব। অপরিসীম প্রাণশক্তিতে ভরপুর এ উদ্যমী জাতি অচিরেই পৌঁছে যাবে সম্ভাবনার এক নতুন দিগন্তে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সফলতার আরও একটি বছর: বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মাননীয় স্পীকার

১১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের দ্বিতীয় বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। বরাবরের মত বিগত বছরের বাজেটেও আমরা বেশ কিছু কার্যক্রম বাস্তবায়নের ঘোষণা দিয়েছিলাম। এসব বিষয়ের বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমি এখন মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

১২। আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে দারিদ্র্য বিমোচনই আমাদের সকল কর্মকান্ডের মূল লক্ষ্য। এজন্য আমরা সব সময় অভ্যন্তরীণ চাহিদা বাড়াতে চেষ্টা করছি। কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি এ চাহিদা বাড়ানোর সুযোগ করে দিয়েছে। তার সঙ্গে তাল রেখে আমরা বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য এবং সেবা সরবরাহ বাড়াতে সচেষ্ট থেকেছি। অবশেষে, আমরা ছয় হতে সাড়ে ছয় শতাংশের বলয় অতিক্রম করে চলতি অর্থবছরে ৭.০৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করব বলে আশা করছি। এর ফলে মাথাপিছু আয় উন্নীত হবে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে। কাঙ্ক্ষিতহারে না হলেও গতি এসেছে বিনিয়োগে। অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সূচকেও আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি, দারিদ্র্য, অসমতা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্যানিটেশন, মাতৃমৃত্যু ও শিশুমৃত্যুর হার, গড় আয়ুষ্কাল, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, শিক্ষা ইত্যাদি সামাজিক সূচকে আমাদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

১৩। কৃষি খাতে ভর্তুকি, স্বল্প সুদে ঋণ, উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ, সার সহজলভ্যকরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ, কৃষি বিপণন ও প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন, শস্য বহুমুখীকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি, ব্যবস্থাপনাগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এতে বিগত অর্থবছরের তুলনায় কৃষিতে প্রকৃত উৎপাদন বেড়েছে ২.৬ শতাংশ। এ ছাড়া, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে

নগদ সহায়তা ও অন্যান্য প্রণোদনা সরাসরি কৃষকের নিকট পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছি। উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭২৭টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষকগণ বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সেবা পাচ্ছেন। খুশির খবর হল, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা বাংলাদেশের ভাসমান সব্জি চাষ পদ্ধতিকে Globally Important Agricultural Heritage System হিসেবে ঘোষণা করেছে।

১৪। স্বাদু পানির মৎস্য উৎপাদনে বাংলাদেশের ৪র্থ অবস্থান চলতি অর্থবছরেও বজায় রয়েছে। অন্যদিকে দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন এবং জনপ্রতি প্রাপ্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদাও মেটানোর প্রচেষ্টা চলছে। সরকারি পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ক্ষমতা ২০১৬ এর শুরুতে ২০ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। খাদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নয়নের পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি এলাকাকে উদ্বৃত্ত এলাকায় পরিণত করতে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

১৫। আমরা যখন ক্ষমতায় আসি তখন দেশে ছিল দারুণ বিদ্যুৎ সংকট। আমরা ৩ বছরে এ সংকট সমাধানে অঙ্গীকার ব্যক্ত করি এবং সাফল্যের সাথে তার বাস্তবায়ন করি। তারপরেই আমরা দৃষ্টি দিই বিদ্যুৎ সরবরাহে নিশ্চয়তা বিধান এবং চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত সরবরাহের ব্যবস্থা করার বিষয়ে। বিভিন্ন মেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা মে ২০১৬ নাগাদ ১৪ হাজার ৫৩৯ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। এতে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন দাঁড়িয়েছে ৩৭১ কিলোওয়াটে। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে আসছে ৪৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। এ ছাড়া, ভারত থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে।

১৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে চাহিদার তুলনায় বেশি। তথাপি জনগণের বিদ্যুৎ প্রাপ্তি এখনও নিশ্চিত করা যায় নি। কারণ, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ এখনও যথোপযুক্ত নয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের যে ক্ষমতা আছে ভোক্তা পর্যায়ে তার মাত্র ৭০ শতাংশ সরবরাহ করা যায়। এ অবস্থার উন্নতির জন্য বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা যেমন উন্নত করতে হবে, বিদ্যুৎ চুরি ও সিস্টেম লসও তেমনি হ্রাস

করতে হবে। মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ করে যথাক্রমে ৯ হাজার ৭৮৯ সার্কিট কিলোমিটার ও ৩ লক্ষ ৭২ হাজার কিলোমিটারে উন্নীত করা হয়েছে। এ ছাড়া, সিস্টেম লস হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে এ পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। বিল পরিশোধ, অভিযোগ নিষ্পত্তি, সংযোগ ও নিয়োগ আবেদন এবং মিটারিং কাজকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। একই সাথে, সিস্টেম লস ২০০৮ সালের ১৫.৬ শতাংশ হতে মার্চ ২০১৬ শেষে ১০.৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো

১৭। আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হলো পরিবহন ও যোগাযোগ। চলতি অর্থবছরে এ খাতের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির মধ্যে রয়েছে- পূর্বাঞ্চলে ১১৮টি সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, দক্ষিণাঞ্চলে শেখ কামাল, শেখ জামাল ও শেখ রাসেল সেতু নির্মাণ, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ককে ৪ লেনে উন্নীতকরণের সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়নের কাজ সমাপ্তকরণ। অন্যদিকে, ঢাকা-চট্টগ্রাম এক্সপ্রেসওয়ের সমীক্ষা ও নকশা প্রণয়ন প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া, মেট্রোরেল-৬ এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে এবং ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করেছি। পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজেও এ সময়ে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। নির্মাণাধীন মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের ৬৫ শতাংশ কাজ শেষ করে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ- মায়ানমারের মধ্যে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। রেলখাতেও আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মাসে চালু হয়েছে ৬৪ কি.মি. দীর্ঘ টঙ্গী-ভৈরববাজার ডাবল লাইন। এ ছাড়া, চলতি অর্থবছরে এ পর্যন্ত মোট ১৫৬ কি.মি. নতুন রেলপথ নির্মাণ ও পুনর্বাসন করা হয়েছে। উপরন্তু, এ সময়ে ১২টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ এবং ৫৮টি রেলসেতু পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি

১৮। চলতি অর্থবছরে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং ইন্টারনেট সেবার গুণগত মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে আমরা অনেকখানি অগ্রসর হয়েছি।

এপ্রিল ২০১৬ শেষে দেশে মোবাইল ও ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ১৩ কোটি ২০ লক্ষ ও ৬ কোটি ২০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথও ১৮০ জিবিএস- এ উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, সারাদেশে এ পর্যন্ত ৫ হাজার ২৭৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নে এ যাবত সন্নিবেশিত হয়েছে জেলা, উপজেলা, বিভাগ, দপ্তর, অধিদপ্তরসহ ২৫ হাজারেরও বেশি ওয়েবসাইট। সাইবার নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও অপরাধমূলক কর্মকান্ডে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার রোধে আমরা শুরু করেছি SIM/RIM রেজিস্ট্রেশন এর কাজ।

শিক্ষা

১৯। শিক্ষার সুযোগ বাড়াতে চলতি অর্থবছরেও বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণসহ নানা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যালয়বিহীন ১ হাজার ১২৫টি গ্রামে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু করে কারিকুলাম প্রণয়ন, বই মুদ্রণ ও শিক্ষক নিয়োগের কাজ সম্পন্ন করেছি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই উদ্দেশ্যে নিয়োগ করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৮৯৫ জন শিক্ষক। মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫ হাজার ১৭টি বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও মেরামতের ফলে বিদ্যালয়/শিক্ষার্থী অনুপাত হ্রাস পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় উপবৃত্তিভোগীর সংখ্যা ১ কোটি ৩০ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে, চলতি অর্থবছরে ৬ষ্ঠ শ্রেণি হতে স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত ৩৮ লক্ষ ১৬ হাজার শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৭৫ শতাংশই ছাত্রী। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ইতোমধ্যে ৭ হাজার ৫০০ তে উন্নীত হয়েছে।

স্বাস্থ্য

২০। স্বাস্থ্য অবকাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আমরা ২০১১-১৬ মেয়াদে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি। পাশাপাশি, এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ১২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক আমরা চালু করেছি। সকল জেলায় ও ৪৮২টি উপজেলা হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনলাইন রিপোর্টিং এর আওতায় আনা হয়েছে। ‘স্বাস্থ্য বাতায়ন’-এর মাধ্যমে ২৪ ঘন্টা বিনামূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

২১। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াতে কর্মোপযোগী পরিবেশ সৃজন, সামাজিক সচেতনতা তৈরি এবং নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ, হোস্টেল কাম ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন, তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছি। চলতি অর্থবছরে গার্মেন্টস এলাকা ও ৬৪টি জেলা শহরে ১ লক্ষ ২০ হাজার কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাকে ভাতা প্রদান করছি। গার্মেন্টস কর্মীদের জন্য আশুলিয়ায় ১২তলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০টি উপজেলা কমপ্লেক্সে স্থাপিত ৬০টি ওয়ান-স্টপ-ক্রাইসিস সেলের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার নারীদের সেবা প্রদান করা হচ্ছে। দুস্থ, এতিম ও পথশিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য বিভাগীয় শহরগুলোতে পরিচালনা করছি ৬টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। শিশুদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানেও পরিচালিত হচ্ছে বিভিন্ন কার্যক্রম।

শিশু বাজেট

২২। নারীর পাশাপাশি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে আমরা সমভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। ইতোমধ্যে আমরা জাতীয় শিশু নীতি, শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। গত অর্থবছরে পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের শিশু সংশ্লিষ্ট কাযর্ক্রমসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রথমবারের মত ‘শিশুদের নিয়ে বাজেট ভাবনা’ শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলাম। এর ধারাবাহিকতায় সাতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের শিশু সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমসমূহে প্রকৃত বরাদ্দ চিহ্নিত করে ‘বিকশিত শিশু: সমৃদ্ধ বাংলাদেশ’ শিরোনামে একটি পুস্তিকা উপস্থাপন করছি।

সামাজিক সুরক্ষা

২৩। দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির লক্ষাভিমুখী সম্প্রসারণ এবং এর স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের উপর আমরা প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এর ধারাবাহিকতায় সমাজের সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নানা ধরনের ভাতা প্রদান অব্যাহত রেখেছি। দেশব্যাপী প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ ইতোমধ্যে আমরা সম্পন্ন করেছি। এর আওতায় ২ মার্চ ২০১৬ পর্যন্ত মোট ১৪ লক্ষ ৯০ হাজার ১০৫ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়েছে। শনাক্তকৃত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য Disability Information System Database - এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু

২৪। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনের বিস্তৃতি ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। চলতি অর্থবছরে জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৬ এর খসড়া চূড়ান্ত করেছি। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় Bangladesh Climate Change Stragtegy and Action Plan এর আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বায়ু দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে ৪ হাজার ইটভাটায় আধুনিক প্রযুক্তি প্রবর্তন করেছি। এক হাজারের উপর শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে এবং আরো ৫ শতাধিক মিল- কারখানায় ইটিপি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, ট্যানারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) স্থাপনপূর্বক সাভারে স্থানান্তর এবং মুন্সীগঞ্জে ঔষধ শিল্পের জন্য সিইটিপিসহ শিল্পপার্ক স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ

২৫। এ পর্যায়ে একটি বিষয় বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করতে চাই। গত সাত বছরে বিভিন্ন খাতে আমরা যেসব উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি, তার মধ্যে অনেকগুলো উদ্যোগই আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চিন্তা- প্রসূত, যা ইতোমধ্যে 'শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে একটি বাড়ি একটি খামার, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, আশ্রয়ণ, শিক্ষা সহায়তা, ডিজিটাল বাংলাদেশ, পরিবেশ সুরক্ষা ও বিনিয়োগ বিকাশ। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস, এগুলোর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ- সামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একটি নতুন মাইলফলক রচিত হবে।

২৬। প্রকৃত খাতের কতিপয় সূচক আমাদের সাম্প্রতিক অর্জনকে সহজভাবে সারণি- **১** এ তুলে ধরবে। এ ছাড়া, অন্যান্য খাতে অগ্রগতির চিত্র **পরিশিষ্ট 'ক'** এ সন্নিবেশিত রয়েছে।

সারণি ১: প্রকৃতখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০০৫- ০৬	৬.৬৭	৫.৫৬	২০.৫৮	২৬.১৪	৫৪৩	৫,২৪৫	২৭২.৭	-
২০০৬- ০৭	৭.০৬	৫.০৯	২১.০৮	২৬.১৮	৫৯৮	৫,২০২	২৮০.৬	৯.৪
২০০৭- ০৮	৬.০১	৪.৫০	২১.৭০	২৬.২০	৬৮৬	৫,৩০৫	৩৫২.৯	১২.৩
২০০৮- ০৯	৫.০৫	৪.৩২	২১.৮৯	২৬.২১	৭৫৯	৫,৭১৯	৩৪৭.১	৭.৬
২০০৯- ১০	৫.৫৭	৪.৬৭	২১.৫৭	২৬.২৫	৮৪৩	৫,৮২৩	৩৫৮.১	৬.৮
২০১০- ১১	৬.৪৬	৫.২৬	২২.১৬	২৭.৪২	৯২৮	৭,২৬৪	৩৬০.৭	১০.৯
২০১১- ১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২- ১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩- ১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪- ১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৭	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫- ১৬সা	৭.০৫	৭.৬০	২১.৭৮	২৯.৩৮	১,৪৬৬	১৪,৪২৯	৩৯০.০	৬.০ক

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিদ্যুৎ বিভাগ, সা. = সাময়িক, ক এপ্রিল পর্যন্ত

তৃতীয় অধ্যায়

চলতি ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পীকার

২৭। আপনি জানেন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীনে করনীতিসহ প্রশাসনিক সংস্কার বিবেচনায় নিয়ে আমরা এনবিআর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু সংস্কার কার্যক্রমসমূহ আশানুরূপভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে না বলে ধারণা করছি। এ প্রেক্ষাপটে এনবিআর- এর লক্ষ্যমাত্রা বর্তমান অর্থবছরে প্রায় ৮ শতাংশ কমাতে হয়েছে। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি, বিশেষ করে প্রকল্প সহায়তার ব্যবহারে সক্ষমতার ঘাটতিসহ নানাবিধ কারণে সরকারি ব্যয় বাজেট প্রাক্কলন থেকে কম হবে। এসব বিবেচনায় নিচের সারণিতে ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত সংশোধিত বাজেট উপস্থাপন করছি।

সারণি ২: ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের মূল ও সম্পূরক বাজেট

(কোটি টাকায়)

খাত	সংশোধিত ২০১৫-১৬	২০১৫-১৬ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত	বাজেট ২০১৫- ১৬
মোট রাজস্ব আয়	**১,৭৭,৪০০ (১০.৩)**	**১,১৯,৩২৫ (৬.৯)**	**২,০৮,৪৪৩ (১২.১)**
এনবিআর রাজস্ব	১,৫০,০০০	১,০১,২১১	১,৭৬,৩৭০
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	৫,৪০০	৪,০৬৬	৫,৮৭৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,০০০	১৪,০৪৭	২৬,১৯৯
মোট ব্যয়	**২,৬৪,৫৬৫ (১৫.৩)**	**১,২৫,২৬৮ (৭.২)**	**২,৯৫,১০০ (১৭.২)**
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৫০,৩৭৯ (৮.৭)	৮৫,০৯১ (৪.৯)	১,৬৪,৫৭১ (৯.৬)
উন্নয়ন ব্যয়	৯৫,৯০৮ (৫.৫)	২৮,৯৬৪ (১.৭)	১,০২,৫৫৯ (৬.০)
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯১,০০০ (৫.৩)	২৮,৭৪৫ (১.৭)	৯৭,০০০ (৫.৭)
অন্যান্য ব্যয়	১৮,২৭৮ (১.১)	১১,২১৩ (০.৬)	২৭,৯৭০ (১.৬)
বাজেট ঘাটতি	**৮৭,১৬৫ (৫.০)**	**৫,৯৪৪ (০.৩)**	**৮৬,৬৫৭ (৫.০)**
অর্থায়ন	**৮৭,১৬৫**	**৫,৯৪৪**	**৮৬,৬৫৭**
বৈদেশিক উৎস	২৪,৯৯০ (১.৪)	২,৩৫৯ (০.১)	৩০,১৩৫ (১.৮)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৬২,১৭৫ (৩.৬)	৩,৫৮৫ (০.২)	৫৬,৫২২ (৩.৩)
তন্মধ্যে, ব্যাংক উৎস	৩১,৬৭৫ (১.৮)	-৫,৭০৮ (০.৩)	৩৮,৫২৩ (২.২)
জিডিপি	**১৭,২৯,৫৬৭[খ]**	**১৭,২৯,৫৬৭[খ]**	**১৭,১৬,৭০০[ক]**

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; [ক] বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; [খ] নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব; উৎস: অর্থ বিভাগ।

২৮। **সংশোধিত রাজস্ব আয়:** ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মূল বাজেটে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৪৪৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১২.১ শতাংশ)। অর্থবছরের জুলাই- মার্চ সময়ে রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৩ শতাংশ) প্রাক্কলন করা হয়েছে। এনবিআর রাজস্বের ক্ষেত্রে আয় ও মুনাফার উপর কর এবং স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজন কর আদায় আশানুরূপ হয়নি। অন্যদিকে, কর- বহির্ভূত রাজস্বের আওতায় বিটিআরসি'র উদ্বৃত্ত ও বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে লভ্যাংশ কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় পাওয়া যাবে না বলে ধারণা করছি।

২৯। **সংশোধিত ব্যয়:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে মোট সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয় ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ১০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.২ শতাংশ)। সংশোধিত বাজেটে ব্যয়ের পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৩৫ কোটি টাকা কমিয়ে মোট ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৫৬৫ কোটি টাকায় প্রাক্কলন করা হয়েছে (জিডিপি'র ১৫.৩ শতাংশ)। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ২৩ হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা হ্রাস করে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। অন্যদিকে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার কিছুটা হ্রাস করে ৯১ হাজার কোটি টাকায় নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও কর্পোরেশনের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত প্রকল্পের বরাদ্দসহ সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়াচ্ছে ৯৩ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৪ শতাংশ)।

৩০। **বাজেট ঘাটতি:** চলতি অর্থবছরের বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয় ৮৬ হাজার ৬৫৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। অন্যদিকে, সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি প্রাক্কলন দাঁড়িয়েছে ৮৭ হাজার ১৬৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ)। মূল প্রাক্কলনে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়নের পরিমাণ ৩০ হাজার ১৩৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ) নির্ধারণ করা হয়। সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক উৎস হতে অর্থায়ন কিছুটা কমিয়ে ২৪ হাজার ৯৯০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৪ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে অর্থায়ন ৬২ হাজার ১৭৫ কোটি টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক- বহির্ভূত উৎস, বিশেষ করে সঞ্চয়পত্র বিক্রি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধির সম্ভাবনায় ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণ কিছুটা হ্রাস পাবে। প্রকৃতপক্ষে, চলতি অর্থবছরে ১৫ হাজার কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে এপ্রিল পর্যন্ত সঞ্চয়পত্র বিক্রি হয়েছে ২৬ হাজার ৪৯২ কোটি টাকার কিছুটা বেশি।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

মাননীয় স্পীকার

৩১। এখন আমি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আমাদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরব।

৩২। **বিশ্ব ও এশীয় অর্থনীতির গতিধারা:** প্রথমেই বিশ্ব অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতিধারা সম্পর্কে দু'টি কথা বলব। বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের গতি এখনও দুর্বল। মূলত উদীয়মান ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি গত পাঁচ বছর ধরে একটানা হ্রাস পাওয়ায় এমনটি হয়েছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা হ্রাস, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ধীরগতি ও আর্থিক সংকটের কারণে উন্নত দেশসমূহেও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড খুব একটা গতি পায়নি। পাশাপাশি, বিশ্ববাণিজ্য ও মূলধন প্রবাহে দুর্বলতা এবং পণ্যমূল্যের নিম্নগতি বিশ্ব উৎপাদন প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তবে, সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি বাজারসমূহে প্রবৃদ্ধি গতিশীল হওয়ার সম্ভাবনা আমাদের অর্থনীতির জন্য শুভ বার্তাই বয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

৩৩। এবার ২০১৬ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রক্ষেপণ নিয়ে কিছু বলতে চাই। আইএমএফ এর হিসাব অনুযায়ী এ সময়ে বিশ্ব উৎপাদন বাড়বে ৩.২ শতাংশ। উন্নত দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি ১.৯ শতাংশ হলেও উন্নয়নশীল ও উদীয়মান এশীয় দেশসমূহে প্রবৃদ্ধি হবে ৬.৪ শতাংশ। চীনে কাঠামোগত পরিবর্তনে সবিশেষ দৃষ্টিদানের ফলে বর্তমান বছরে বিশ্ব অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হারে কিছুটা নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া অবশ্যি হবে। তথাপি তেলের মূল্য হ্রাসের কারণে সর্বত্র অভ্যন্তরীণ চাহিদা কিছুটা চাঙ্গা হবে। একই কারণে আগামী বছরেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ নির্বিশেষে ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আরও কমতে পারে।

অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

৩৪। **জিডিপি প্রবৃদ্ধি:** এবার অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করতে চাই। বিবিএস- এর চূড়ান্ত হিসেবে গত ২০১৪- ১৫ অর্থবছরে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৫৫ শতাংশ, যা সমপর্যায়ের দেশগুলোর তুলনায়

বেশি। চলতি অর্থবছরে আমরা প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম ৭.০ শতাংশ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো চলতি অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির সাময়িক হিসাব প্রকাশ করেছে, যাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭ শতাংশের কিছু বেশি। এ ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ২.৬, ১০.১ ও ৬.৭ শতাংশ।

মাননীয় স্পীকার

৩৫। **বিনিয়োগ:** আপনি জানেন, চলতি অর্থবছরের শুরুতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগে কিছুটা স্থবিরতা ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক তথ্য- উপাত্ত হতে দেখা যায়, ব্যক্তিখাতে ঋণ প্রবাহ, আমদানি- রপ্তানি, মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি ঋণপত্র খোলা ও নিষ্পত্তি এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ অনেকখানি বেড়েছে। এটি ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করছে। এ ছাড়া, রাজনৈতিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিদ্যুৎ-জ্বালানি-পরিবহনসহ ভৌত অবকাঠামো খাত উন্নয়নে আমাদের চলমান উদ্যোগ ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ ক্রমশ ত্বরান্বিত করছে বলে আমার মনে হয়।

৩৬। **মূল্যস্ফীতি:** চলতি অর্থবছরের এপ্রিল শেষে বার মাসের গড়ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.০ শতাংশে, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ৬.৬ শতাংশ। একই সময়ে পয়েন্ট- টু- পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হারও ৬.৩ শতাংশ হতে ৫.৬ শতাংশে নেমে এসেছে। মূলত সন্তোষজনক কৃষি উৎপাদন, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য হ্রাস, সামষ্টিক অর্থনীতির দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশে পণ্য সরবরাহ স্বাভাবিক থাকায় মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়েছে। আমার বিশ্বাস, মূল্যস্ফীতি বছরশেষে ৬.২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩৭। **মুদ্রা ও ঋণ:** চলতি অর্থবছরের মার্চ শেষে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের (M2) প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৬ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম। অন্যদিকে, একই সময়ে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৫.৮ শতাংশ, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে সামান্য বেশি। একই সময়ে ব্যক্তিখাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে ১৫.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। কৃষিতে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে এ খাতে ঋণ প্রদানে আমরা বরাবরই গুরুত্ব দিয়ে আসছি। চলতি

অর্থবছরে মোট ১৬ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিলাম। এর বিপরীতে এপ্রিল পর্যন্ত মোট ১৪ হাজার ১২৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, গতবছরে একই সময়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৯.০ শতাংশ।

৩৮। **সুদের হার:** আর্থিক খাতে দক্ষতা ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন পলিসি রেট হ্রাসের মাধ্যমে আমানত ও ঋণের সুদ এবং সুদের হারের ব্যবধান কিছুটা কমাতে আমরা সক্ষম হয়েছি। আমানত ও ঋণের সুদের হারের ব্যবধান চলতি অর্থবছরের মার্চ শেষে ৪.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। অন্যদিকে, একই সময়ে আমানত ও ঋণের সুদের হার যথাক্রমে ৫.৯ ও ১০.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আমার বিশ্বাস, ঋণের সুদের হারের এ নিম্নগতি বিনিয়োগ বাড়াতে সহায়তা করবে।

৩৯। **আমদানি ও রপ্তানি:** চলতি অর্থবছরের জুলাই-এপ্রিল সময়ে আমাদের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ২৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। একই সময়ে ওভেন গার্মেন্টস্ ও নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি আয় বেড়েছে যথাক্রমে ১২.৭ ও ৭.৩ শতাংশ। এখানে উল্লেখ্য, প্রধান রপ্তানি বাজারগুলোর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ উভয় অঞ্চলেই আমাদের রপ্তানি বেড়েছে। অন্যদিকে, জুলাই- মার্চ সময়ে আমদানি ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, গত অর্থবছরের একই সময়ে যা ছিল ২৯.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে আমদানি ঋণপত্র নিষ্পত্তির পরিমাণ বৃদ্ধিসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ঋণপত্র খোলা খানিকটা বেড়েছে, যা দেশের উৎপাদন সক্ষমতা সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিদ্যমান উৎপাদন সক্ষমতার ব্যবহার বৃদ্ধিরও আভাস দিচ্ছে।

৪০। **প্রবাস আয়:** চলতি অর্থবছরের প্রথম ১০ মাসে দেশে প্রবাস আয় এসেছে ১২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় কিছুটা কম। তবে, শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, দক্ষতা উন্নয়ন, নিরাপদ অভিবাসনসহ আমাদের নানামুখী পদক্ষেপ ও কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রবাস নিয়োগ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আমার বিশ্বাস, অচিরেই প্রবাস আয়ের প্রবাহে গতিশীলতা আসবে।

৪১। **লেনদেন ভারসাম্য, রিজার্ভ ও মুদ্রা বিনিময় হার:** চলতি অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত রয়েছে ২.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পাশাপাশি, মূলধন ও আর্থিক হিসাব অনুকূলে থাকায় সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত রয়েছে, যা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিতে ভূমিকা পালন করেছে। ২৫ মে ২০১৬ তারিখে আমাদের রিজার্ভ ছিল ২৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দিয়ে ৭ মাসের অধিক আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। অন্যদিকে, মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

মাননীয় স্পীকার

৪২। এ পর্যায়ে আমি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সম্ভাবনা এবং প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর উপর আলোকপাত করব।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা

মাননীয় স্পীকার

৪৩। **জিডিপি প্রবৃদ্ধি:** আপনি জানেন, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূচকে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আমি মনে করি, অবকাঠামো উন্নয়নে আমাদের চলমান প্রচেষ্টার ফলে এ ধারা ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও বজায় থাকবে। সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ও বাস্তবায়ন বাড়বে। অন্যদিকে, নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীগণ বেতন ও ভাতা দুটোই পাবেন, যা ভোগ-ব্যয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। রপ্তানি বাজারসমূহে, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের অর্থনীতিতে গতিশীলতার সম্ভাবনা আমাদের রপ্তানি আয় বাড়াবে। এ ছাড়া, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে প্রবাস নিয়োগের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অচিরেই প্রবাস আয়ে গতিশীলতা আসবে। পাশাপাশি, ক্রমহ্রাসমান মূল্যস্ফীতির সাথে প্রকৃত মজুরি ও প্রবাস আয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিখাতে ভোগ ব্যয় বাড়াবে। সর্বোপরি, চলমান রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে বলে আশা করছি। এসব বিবেচনায় আমরা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৭.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

৪৪। **মূল্যস্ফীতি:** আগামী বছরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলসহ পণ্যমূল্য কমার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতোমধ্যে অভ্যন্তরীণ বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য কিছুটা কমানো হয়েছে, যা খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। জ্বালানি তেলের মূল্যে নিম্নমুখী সমন্বয়ের কাজটি অব্যাহত রয়েছে। অন্যদিকে, কৃষিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও অভ্যন্তরীণ সরবরাহ পরিস্থিতির ধারাবাহিক উন্নয়ন খাদ্য-

মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখবে বলে ধারণা করছি। পাশাপাশি, সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সমন্বয় সাধন আমরা অব্যাহত রাখব। এ প্রেক্ষাপটে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৫.৮ শতাংশ মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট কাঠামো

৪৫। আমি ভেবেছিলাম বিদ্যমান বাজেট কাঠামোটিকে আমূল পরিবর্তন করব। কিন্তু সেই উদ্যোগ এবারে নেয়া সম্ভব হলো না। কিন্তু আগেভাগেই আমি আগামীতে যে কাঠামো অনুসরণ করব, তার একটি ধারণা দিতে চাই এবং এ বিষয়ে জনমতও পরখ করতে চাই।

৪৬। ভবিষ্যতের বাজেট কাঠামোতে মোট আয়ের একটি দিক থাকবে এবং আরেকটি দিক হবে মোট ব্যয়ের। এ দু'টি ক্ষেত্রেই সরকার এবং এর অধীনস্ত স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের আয় ও ব্যয়ের হিসাব দেয়া হবে। উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই যে, আয়ের দিকে থাকবে এনবিআর-এর আদায়কৃত কর-রাজস্ব, এনবিআর বহির্ভূত কর-আয়, কর ব্যতীত প্রাপ্তি ও কর্পোরেশন থেকে প্রাপ্ত উদ্বৃত্ত। বৈদেশিক উৎস হতে অনুদান ও ঋণ, অন্যান্য সূত্রে বৈদেশিক ঋণ যেমন সরবরাহকারী প্রদত্ত ঋণ, সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ ও ব্যাংক হতে সরকারি ঋণ-এসবও প্রাপ্তির হিসাবে থাকবে। অন্যদিকে, ব্যয়ের দিকে থাকবে রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে ব্যয়, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ব্যয় এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধ। এ কাঠামোগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়-ব্যয়ের হিসাবটি সহজভাবে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়া। অন্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, উন্নয়ন বাজেট নিয়ে প্রায়ই কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। যেমন-সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব অর্থায়নে যে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে তা বাজেট প্রাক্কলনে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয় না। আমার মনে হয়, স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে আয় ও ব্যয়ের খাতগুলো সহজভাবে সকলের কাছে তুলে ধরা আমাদের একটি কর্তব্য। এক সময়ে বাজেট নিয়ে ভাবনা সুধী সমাজে বা জনসাধারণে তেমন স্থান পেত না। কিন্তু, বর্তমানে বাজেট প্রস্তাবে ও বাজেটভিত্তিক কর্মসূচির উপর জনগণের উৎসাহ ও আগ্রহ অনেকখানি বেড়েছে। এ ক্ষেত্রে সহজভাবে আয়-ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপনা খুবই কার্যকর হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

৪৭। এবার আমি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র তুলে ধরব।

সারণি ৩: ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫
মোট রাজস্ব আয়	**২,৪২,৭৫২ (১২.৪)**	**১,৭৭,৪০০ (১০.৩)**	**২,০৮,৪৪৩ (১২.১)**	**১,৪৫,৯৬৫ (৯.৬)**
এনবিআর কর	২,০৩,১৫২	১,৫০,০০০	১,৭৬,৩৭০	১,২৩,৯৭৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	৭,২৫০	৫,৪০০	৫,৮৭৪	৪,৮২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩২,৩৫০	২২,০০০	২৬,১৯৯	১৭,১৬৭
মোট ব্যয়	**৩,৪০,৬০৫ (১৭.৪)**	**২,৬৪,৫৬৫ (১৫.৩)**	**২,৯৫,১০০ (১৭.২)**	**২,০৪,৩৭৬ (১৩.৫)**
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৮৮,৯৬৬ (৯.৬)	১,৫০,৩৭৯ (৮.৭)	১,৬৪,৫৭১ (৯.৬)	১,১৮,৯৯২ (৭.৯)
উন্নয়ন ব্যয়	১,১৭,০২৭ (৬.০)	৯৫,৯০৮ (৫.৫)	১,০২,৫৫৯ (৬.০)	৬৩,৬৭৬ (৪.২)
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১,১০,৭০০ (৫.৬)	৯১,০০০ (৫.৩)	৯৭,০০০ (৫.৭)	৬০,৩৭৬ (৪.০)
অন্যান্য ব্যয়	৩৪,৬১২ (১.৮)	১৮,২৭৮ (১.১)	২৭,৯৭০ (১.৬)	২১,৭০৮ (১.৪)
বাজেট ঘাটতি	**৯৭,৮৫৩ (৫.০)**	**৮৭,১৬৫ (৫.০)**	**৮৬,৬৫৭ (৫.০)**	**৫৮,৪১১ (৩.৯)**
অর্থায়ন	**৯৭,৮৫৩**	**৮৭,১৬৫**	**৮৬,৬৫৭**	**৫৮,৪১১**
বৈদেশিক উৎস	৩৬,৩০৫ (১.৯)	২৪,৯৯০ (১.৪)	৩০,১৩৫ (১.৮)	৭,২৮০ (০.৫)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৬১,৫৪৮ (৩.১)	৬২,১৭৫ (৩.৬)	৫৬,৫২২ (৩.৩)	৫১,১৩১ (৩.৪)
তন্মধ্যে, ব্যাংক উৎস	৩৮,৯৩৮ (২.০)	৩১,৬৭৫ (১.৮)	৩৮,৫২৩ (২.২)	৫১৪ (০.০)
জিডিপি	**১৯,৬১,০১৭**	**১৭,২৯,৫৬৭[খ]**	**১৭,১৬,৭০০[ক]**	**১৫,১৫,৮০২**

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; [ক] বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; [খ] নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব; উৎস: অর্থ বিভাগ।

৪৮। **রাজস্ব আয়ের প্রাক্কলন:** ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১২.৪ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে আসবে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৪ শতাংশ)। মূসক আদায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী। তদুপরি, অটোমেশন, কর অব্যাহতির পরিমাণ হ্রাস, কর প্রশাসনের বিস্তৃতি, করের আওতা ও ভিত্তি সম্প্রসারণ প্রভৃতি চলমান সংস্কার কার্যক্রম আরও জোরদার করব। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত রাজস্ব আদায় সম্ভব হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এনবিআর বহির্ভূত কর

আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ৭ হাজার ২৫০ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ। কর- বহির্ভূত রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি ৩২ হাজার ৩৫০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৬ শতাংশ)। সাম্প্রতিক সময়ে ফি/রেটসমূহ পুন:নির্ধারণের উদ্যোগ এবং মনিটরিং জোরদার করার প্রেক্ষাপটে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব বলে আমি মনে করি।

৪৯। **ব্যয় প্রাক্কলন:** ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার ৬০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৭.৪ শতাংশ)। অনুন্নয়নসহ অন্যান্য খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৫৭৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১১.৪ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ধার্য করা হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ)। বিদ্যুৎ খাতে ইসিএ এর ৩ হাজার কোটি টাকাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প ব্যয় ১২ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা। এর ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়াবে মোট ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৬.৩ শতাংশ)।

৫০। **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি:** ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়ার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক সমতা, মানবসম্পদ ও অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সর্বোপরি ব্যয়ের গুণগত মানোন্নয়নসহ ফলাফল অর্জনের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ সারণি ৪ এ তুলে ধরা হয়েছে। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মানবসম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৪.৬ শতাংশ, সার্বিক কৃষিখাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৪.৫ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ১৩.৫ শতাংশ, যোগাযোগ (সড়ক, রেল, সেতু ও যোগাযোগসংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৫.৮ শতাংশ এবং অন্যান্য খাতে ১১.৬ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সারণি ৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(টাকায় কোটি)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬- ১৭	সংশোধিত ২০১৫- ১৬	বাজেট ২০১৫- ১৬	প্রকৃত ২০১৪- ১৫	প্রকৃত ২০১৩- ১৪	প্রকৃত ২০১২- ১৩	প্রকৃত ২০১১- ১২
ক) মানব সম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭,৭১০ (৭.০)	৫,২৪৭ (৫.৮)	৫,৫৪২ (৫.৭)	৩,৯৭৩ (৬.৬)	৪,৩৩৮ (৭.৬)	৩,৬৮৬ (৭.৪)	২,৪১০ (৬.৪)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬,২৩৫ (৫.৬)	৫,১২১ (৫.৬)	৫,৩৩১ (৫.৫)	৩,৬৬৭ (৬.১)	৩,৪২৪ (৬.০)	৩,৩১৬ (৬.৭)	২,৬১২ (৬.৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬,১৬৭ (৫.৬)	৪,২৫৭ (৪.৭)	৪,১৯৭ (৪.৩)	৪,০৮৮ (৬.৮)	৩,০৪৩ (৫.৩)	২,২০৬ (৪.৪)	১,৮৭৩ (৫.০)
৪. অন্যান্য	৭,০৯১ (৬.৪)	৪,৯৩০ (৫.৪)	৬,২৩৮ (৬.৪)	৪,৪৬৩ (৭.৪)	৩,৩৬৫ (৫.৯)	২,২১২ (৪.৪)	১,৬৮২ (৪.৫)
উপ-মোট	**২৭,২০৩** (২৪.৬)	**১৯,৫৫৫** (২১.৫)	**২১,৩০৮** (২২.০)	**১৬,১৯১** (২৬.৮)	**১৪,১৭০** (২৪.৯)	**১১,৪২০** (২২.৯)	**৮,৫৭৭** (২২.৭)
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮,৫৪৮ (১৬.৮)	১৬,৭৩৬ (১৮.৪)	১৬,৬৫০ (১৭.২)	১৩,৪৮২ (২২.৩)	১০,৯৭৮ (১৯.৩)	১০,৭৩৫ (২১.৫)	৮,০০০ (২১.২)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,৭৫৯ (৩.৪)	২,৮৬১ (৩.১)	৩,০৬২ (৩.২)	২,০৬১ (৩.৪)	১,৯৯৮ (৩.৫)	১,৭৮২ (৩.৬)	১,৪৪২ (৩.৮)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১,৮৪১ (১.৭)	১,৮১১ (২.০)	১,৮২৪ (১.৯)	১,৪০৬ (২.৩)	১,২৮২ (২.২)	১,১১১ (২.২)	৯৯৭ (২.৬)
৮. অন্যান্য	২,৯৪৬ (২.৭)	২,৭৯৩ (৩.১)	২,৯৮৫ (৩.১)	২,৫৮১ (৪.৩)	২,৩০৯ (৪.০)	১,৯৯৪ (৪.০)	১,৮৭৪ (৫.০)
উপ-মোট	**২৭,০৯৪ (২৪.৫)**	**২৪,২০১ (২৬.৬)**	**২৪,৫২১ (২৫.৩)**	**১৯,৫৩০ (৩২.৩)**	**১৬,৫৬৭ (২৯.১)**	**১৫,৬২২ (৩১.৩)**	**১২,৩১৩ (৩২.৬)**
গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩,০৪০ (১১.৮)	১৫,৪৭৬ (১৭.০)	১৬,৪৮৫ (১৭.০)	৪,৬৯৩ (৭.৮)	৮,৩৪৮ (১৪.৬)	৮,৮৪০ (১৭.৭)	৭,২৪৮ (১৯.২)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১,৯১১ (১.৭)	১,০৬৮ (১.২)	১,৯৯৪ (২.১)	১,১৫১ (১.৯)	১,৮৮১ (৩.৩)	১,২৯৫ (২.৬)	৬৭৯ (১.৮)
উপ-মোট	**১৪,৯৫১ (১৩.৫)**	**১৬,৫৪৪ (১৮.২)**	**১৮,৪৭৯ (১৯.১)**	**৫,৮৪৪ (৯.৭)**	**১০,২২৯ (১৭.৯)**	**১০,১৩৫ (২০.৩)**	**৭,৯২৭ (২১.০)**
ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯,১১৫ (৮.২)	৪,৬৩০ (৫.১)	৫,৬৫০ (৫.৮)	৩,১৫৮ (৫.২)	২,৯০৪ (৫.১)	২,৯৯৩ (৬.০)	০ (০.০)
১২. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	৮,১৬১ (৭.৪)	৬,৩৪৯ (৭.০)	৫,৬৭৫ (৫.৯)	৪,০৭৭ (৬.৮)	৩,৬৮২ (৬.৫)	৩,৬০৫ (৭.২)	৪,৪৭৫ (১১.৯)
১৩. সেতু বিভাগ	৯,২৫৮ (৮.৪)	৬,২৫৩ (৬.৯)	৮,৯২১ (৯.২)	৫,২৯৯ (৮.৮)	৩,২৯৭ (৫.৮)	৭৮৫ (১.৬)	৪১৮ (১.১)
১৪. অন্যান্য	২,০২০ (১.৮)	১,৮৫২ (২.০)	১,৪১৩ (১.৫)	৭৫৭ (১.৩)	৮৫০ (১.৫)	৫৩২ (১.১)	২৮৫ (০.৮)
উপ-মোট	**২৮,৫৫৪ (২৫.৮)**	**১৯,০৮৪ (২১.০)**	**২১,৬৫৯ (২২.৩)**	**১৩,২৯১ (২২.০)**	**১০,৭৩৩ (১৮.৮)**	**৭,৯১৫ (১৫.৯)**	**৫,১৭৮ (১৩.৭)**
মোট	**৯৭,৮০২ (৮৮.৩)**	**৭৯,৩৮৪ (৮৭.২)**	**৮৫,৯৬৭ (৮৮.৬)**	**৫৪,৮৫৬ (৯০.৯)**	**৫১,৬৯৯ (৯০.৭)**	**৪৫,০৯২ (৯০.৪)**	**৩৩,৯৯৫ (৯০.১)**
১৫. অন্যান্য	**১২,৮৯৮** (১১.৬)	**১১,৬১৬** (১২.৮)	**১১,০৩৩** (১১.৪)	**৫,৫১৭** (৯.১)	**৫,৩২১** (৯.৩)	**৪,৭৬২** (৯.৬)	**৩,৭৩৭** (৯.৯)
মোট এডিপি	**১১০,৭০০**[ক]	**৯১,০০০**[খ]	**৯৭,০০০**	**৬০,৩৭৩**	**৫৭,০২০**	**৪৯,৮৫৪**	**৩৭,৭৩২**

বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে; [ক] বিদ্যুৎ খাতে ইসিএ এর ৩ হাজার কোটি টাকাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে বাজেটে অবদান হবে ১২ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা, যার ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা; [খ] স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে সংশোধিত বাজেটে অবদান হবে ২ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা, যার ফলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ৯৩ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা; উৎস: অর্থ বিভাগ।

৫১। **বাজেট ঘাটতি:** বাজেট ঘাটতি দাঁড়াবে ৯৭ হাজার ৮৫৩ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক উৎস হতে ৩৬ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.৯ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস হতে ৬১ হাজার ৫৪৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ)। অভ্যন্তরীণ উৎসের মধ্যে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ৩৮ হাজার ৯৩৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.০ শতাংশ) এবং সঞ্চয়পত্র ও অন্যান্য ব্যাংক- বহির্ভূত উৎস হতে ২২ হাজার ৬১০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.১ শতাংশ) আসবে।

৫২। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** এ পর্যায়ে আমি প্রস্তাবিত বাজেটের সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো (উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন) সম্পর্কে বলব। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সম্পাদিত কাজের শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী কাজগুলোকে আমরা ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করেছি। এগুলো হলো সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো ও সাধারণ সেবা খাত।

৫৩। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে বরাদ্দের প্রস্তাব করছি মোট বরাদ্দের ২৮.৩ শতাংশ, যার মধ্যে মানবসম্পদ খাতে (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত) বরাদ্দ ২৫.২ শতাংশ। অন্যদিকে, ভৌত অবকাঠামো খাতে প্রস্তাব করছি মোট বরাদ্দের ২৯.৭ শতাংশ, তার মধ্যে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতে ১৩.৬ শতাংশ; যোগাযোগ অবকাঠামো খাতে ১০.২ শতাংশ ও বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে ৪.৪ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতের জন্য প্রস্তাব করছি মোট বরাদ্দের ২৪.৫ শতাংশ। সরকারি- বেসরকারি অংশীদারিত্ব (PPP), বিভিন্ন শিল্পে আর্থিক সহায়তা, ভর্তুকি, রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগের জন্য প্রস্তাব করছি ২.২ শতাংশ। এ ছাড়া, সুদ পরিশোধ বাবদ প্রস্তাব করা হয়েছে ১১.৭ শতাংশ। নিট ঋণদান (Net lending) ও অন্যান্য ব্যয় খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে অবশিষ্ট ৩.৫ শতাংশ। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সারণি ৫- এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

সারণি ৫: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
ক) সামাজিক অবকাঠামো	**৯৬,৩৬৫ (২৮.২৯)**	**৭৬,২৬৭ (২৮.৮৩)**	**৬৯,১৮২ (২৩.৪৪)**	**৫৫,৮৩২ (২৭.৩২)**	**৫২,৭৫৬ (২৬.৫৬)**	**৪২,৯৮৫ (২৪.৬৪)**	**৩৮,৬৮৫ (২৫.৩৪)**
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬,৮৪৭ (৭.৮৮)	২০,২৫৯ (৭.৬৬)	১৭,১০৩ (৫.৮০)	১৬,১২৫ (৭.৮৯)	১৪,৮৪১ (৭.৪৭)	১১,৩৩৪ (৬.৫০)	১০,৫৮৫ (৬.৯৩)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,১৬২ (৬.৫১)	১৬,৮৪৭ (৬.৩৭)	১৪,৫০১ (৪.৯১)	১১,৮৭৫ (৫.৮১)	১১,৪২২ (৫.৭৫)	৯,৪১৭ (৫.৪০)	৮,১৫৯ (৫.৩৪)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৭,৪৮৭ (৫.১৩)	১৪,৮১১ (৫.৬০)	১২,৬৯৫ (৪.৩০)	১০,৪১৬ (৫.১০)	৯,৭৫৪ (৪.৯১)	৮,৫৪৯ (৪.৯০)	৭,৬৬৭ (৫.০২)
৪. অন্যান্য	১৯,৪২২ (৫.৭০)	১৫,০৮০ (৫.৭০)	১৫,৭৭২ (৫.৩৪)	১১,৯১৭ (৫.৮৩)	৯,৬৩৯ (৪.৮৫)	৭,৬৩৪ (৪.৩৮)	৬,৮৭০ (৪.৫০)
উপ-মোট	**৮৫,৯১৮ (২৫.২৩)**	**৬৬,৯৯৭ (২৫.৩২)**	**৬০,০৭১ (২০.৩৬)**	**৫০,৩৩৩ (২৪.৬৩)**	**৪৫,৬৫৬ (২২.৯৯)**	**৩৬,৯৩৪ (২১.১৭)**	**৩৩,২৮১ (২১.৮০)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	২,৪৪২ (০.৭২)	১,৫০০ (০.৫৭)	১,৬৭১ (০.৫৭)	৭৪৩ (০.৩৬)	৯২৪ (০.৪৭)	৮১৪ (০.৪৭)	১,১২২ (০.৭৩)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮,০০৫ (২.৩৫)	৭,৭৭০ (২.৯৪)	৭,৪৪০ (২.৫২)	৪,৭৫৬ (২.৩৩)	৬,১৭৬ (৩.১১)	৫,২৩৭ (৩.০০)	৪,২৮২ (২.৮০)
উপ-মোট	**১০,৪৪৭ (৩.০৭)**	**৯,২৭০ (৩.৫০)**	**৯,১১১ (৩.০৯)**	**৫,৪৯৯ (২.৬৯)**	**৭,১০০ (৩.৫৭)**	**৬,০৫১ (৩.৪৭)**	**৫,৪০৪ (৩.৫৪)**
খ) ভৌত অবকাঠামো	**১,০১,২৯২ (২৯.৭৪)**	**৮৬,৭৬৭ (৩২.৮০)**	**৯০,৪২২ (৩০.৬৪)**	**৬০,৭৯৯ (২৯.৭৫)**	**৬০,৮৬৩ (৩০.৬৪)**	**৫৯,৩৯৮ (৩৪.০৫)**	**৪৪,৫৪৩ (২৯.১৮)**
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩,৬৭৫ (৪.০১)	১১,১৩৯ (৪.২১)	১২,৬৯৯ (৪.৩০)	১০,৩৪৫ (৫.০৬)	১২,২৩০ (৬.১৬)	১৪,৮২২ (৮.৫০)	৯,৭৬৪ (৬.৪০)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪,৭১৩ (১.৩৮)	৩,৭৯১ (১.৪৩)	৩,৮৮৬ (১.৩২)	২,৮৪৩ (১.৩৯)	২,৭৪৩ (১.৩৮)	২,৫০৮ (১.৪৪)	২,১৩৪ (১.৪০)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	২১,৩২২ (৬.২৬)	১৯,২১৭ (৭.২৬)	১৮,৮৬৮ (৬.৩৯)	১৫,৫৬১ (৭.৬১)	১২,৯০০ (৬.৪৯)	১২,৬৭৩ (৭.২৬)	৯,৪৫৯ (৬.২০)
১০. অন্যান্য	৬,৫৩৬ (১.৯২)	৫,৮২০ (২.২০)	৫,৫২৩ (১.৮৭)	৫,০০৯ (২.৪৫)	৪,৬৭১ (২.৩৫)	৪,২৪৪ (২.৪৩)	৪,৩৯১ (২.৮৮)
উপ-মোট	**৪৬,২৪৬ (১৩.৫৮)**	**৩৯,৯৬৭ (১৫.১১)**	**৪০,৯৭৬ (১৩.৮৯)**	**৩৩,৭৫৮ (১৬.৫২)**	**৩২,৫৪৪ (১৬.৩৮)**	**৩৪,২৪৭ (১৯.৬৩)**	**২৫,৭৪৮ (১৬.৮৭)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	**১৫,০৩৬ (৪.৪১)**	**১৬,৬১৪ (৬.২৮)**	**১৮,৫৪১ (৬.২৮)**	**৫,৮৯৩ (২.৮৮)**	**১০,২৬৬ (৫.১৭)**	**১০,২৮১ (৫.৮৯)**	**৭,৯৬৯ (৫.২২)**
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	১০,৯১০ (৩.২০)	৮,৮১৫ (৩.৩৩)	৭,৯১১ (২.৬৮)	৬,২২৩ (৩.০৪)	৫,৬৩১ (২.৮৪)	৫,৩৬৮ (৩.০৮)	৭,২৭৮ (৪.৭৭)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১১,৯৫০ (৩.৫১)	৭,২৬১ (২.৭৪)	৭,৭১৭ (২.৬২)	৪,৯৬৯ (২.৪৩)	৪,৫৯২ (২.৩১)	৪,৫৫৭ (২.৬১)	১ (০.০০)
১৩. সেতু বিভাগ	৯,২৮৯ (২.৭৩)	৬,২৮৫ (২.৩৮)	৮,৯৫৩ (৩.০৩)	৫,২৯৯ (২.৫৯)	৩,২৯৭ (১.৬৬)	৭৮৫ (০.৪৫)	৪১৮ (০.২৭)
১৪. অন্যান্য	২,৬০৩ (০.৭৬)	২,৩১৬ (০.৮৮)	১,৭৪৮ (০.৫৯)	১,০৩৬ (০.৫১)	১,১১৭ (০.৫৬)	৭৯৭ (০.৪৬)	৫৫৯ (০.৩৭)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
উপ-মোট	**৩৪,৭৫২ (১০.২০)**	**২৪,৬৭৭ (৯.৩৩)**	**২৬,৩২৯ (৮.৯২)**	**১৭,৫২৭ (৮.৫৮)**	**১৪,৬৩৭ (৭.৩৭)**	**১১,৫০৭ (৬.৬০)**	**৮,২৫৬ (৫.৪১)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৫,২৫৮ (১.৫৪)	৬,০০৯ (২.২৭)	৪,৫৭৬ (১.৫৫)	৩,৬২১ (১.৭৭)	৩,৪১৬ (১.৭২)	৩,৩৬৩ (১.৯৩)	২,৫৭০ (১.৬৮)
গ) সাধারণ সেবা	৮৩,৫০৮ (২৪.৫২)	৫৮,১১০ (২১.৯৬)	৮২,৫৫৯ (২৭.৯৮)	৩৯,১১৯ (১৯.১৪)	৩৯,৯২৯ (২০.১০)	২৭,৩৯৪ (১৫.৭০)	২৭,১১৬ (১৭.৭৬)
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**২১,০৬২ (৬.১৮)**	**১৭,৪১৯ (৬.৫৮)**	**১৩,৬৩০ (৪.৬২)**	**১৩,১৫৮ (৬.৪৪)**	**১২,৩৪৭ (৬.২২)**	**৯,৬৫৫ (৫.৫৩)**	**৮,৭৩৭ (৫.৭২)**
১৬. অন্যান্য	৬২,৪৪৬ (১৮.৩৩)	৪০,৬৯১ (১৫.৩৮)	৬৮,৯২৯ (২৩.৩৬)	২৫,৯৬১ (১২.৭০)	২৭,৫৮২ (১৩.৮৯)	১৭,৭৩৯ (১০.১৭)	১৮,৩৭৯ (১২.০৪)
মোট	**২,৮১,১৬৫ (৮২.৫৫)**	**২,২১,১৪৪ (৮৩.৫৯)**	**২,৪২,১৬৩ (৮২.০৬)**	**১,৫৫,৭৫০ (৭৬.২১)**	**১,৫৩,৫৪৮ (৭৭.৩১)**	**১,২৯,৭৭৭ (৭৪.৩৯)**	**১,১০,৩৪৪ (৭২.২৮)**
ঘ) সুদ পরিশোধ	৩৯,৯৫১ (১১.৭৩)	৩১,৬৬৯ (১১.৯৭)	৩৫,১০৯ (১১.৯০)	৩০,৯৭৩ (১৫.১৫)	৩০,৯৮৭ (১৫.৬০)	২৩,৯১৫ (১৩.৭১)	২০,৩৫১ (১৩.৩৩)
ঙ) পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়	৭,৫০৯ (২.২০)	৪,১৫৯ (১.৫৭)	৬,৫০৯ (২.২১)	৪,১৩২ (২.০২)	৪,০০১ (২.০১)	২,৪২৭ (১.৩৯)	৫,২১১ (৩.৪১)
চ) নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয়	১১,৯৮১ (৩.৫২)	৭,৫৯৩ (২.৮৭)	১১,৩২১ (৩.৮৪)	১৩,৫২৫ (৬.৬২)	১০,০৮৫ (৫.০৮)	১৮,৩২৯ (১০.৫১)	১৬,৭৫৮ (১০.৯৮)
মোট বাজেট	**৩,৪০,৬০৫**	**২,৬৪,৫৬৫**	**২,৯৫,১০২**	**২,০৪,৩৮০**	**১,৯৮,৬২১**	**১,৭৪,৪৪৮**	**১,৫২,৬৬৪**

বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ।

৫৪। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব **পরিশিষ্ট 'ক'** এর সারণি ৬- এ সংযুক্ত করা হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রবৃদ্ধি, উন্নয়ন ও সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের ভাবনা ও কৌশল

মাননীয় স্পীকার

৫৫। আপনি জানেন, গত সাত বছর ধরে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধির ধারা আমরা অব্যাহত রেখেছি। একই সাথে নিশ্চিত করেছি এ প্রবৃদ্ধির সুষম বণ্টন। আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন সূচকেও পেয়েছি অভূতপূর্ব সাফল্য। আমাদের এ সফলতা আজ দেশে- বিদেশে সবার কাছে স্বীকৃত। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের এ ধারা আমরা অব্যাহত রাখতে চাই। আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যেই ঘোষণা করেছেন। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আমরা একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশের পর্যায়ে উন্নীত করতে চাই। এ লক্ষ্য অর্জনে আমরা চারটি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি, যা হলো জিডিপিসহ মাথাপিছু জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, উচ্চতর আয়ের সুফল সার্বজনীন করা, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন নিশ্চিত করা, এবং সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

৫৬। প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হচ্ছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রমশক্তির অধিকতর অংশগ্রহণ ও মূলধন-মজুদ বৃদ্ধি। এ ক্ষেত্রে আরও ভূমিকা রাখে উৎপাদন-উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন-নৈপুণ্যের উৎকর্ষ সাধন। পাশাপাশি, কার্যকর চাহিদা বৃদ্ধি উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করে। অন্যদিকে, উচ্চতর আয়ের সুফল সার্বজনীন করতে লক্ষ্যভিত্তিক পুনর্বণ্টনমূলক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য আবাসভূমি তৈরির লক্ষ্যে আমাদের সকল কর্মকাণ্ড হতে হবে পরিবেশবান্ধব। সর্বোপরি, ভোক্তা ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আস্থা ও কর্মোদ্যম সৃষ্টির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা জরুরি। এসব বিষয়ে যেসব নীতি- কৌশল আমরা অনুসরণ করব তার বিবরণ, এবার আমি এ মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই।

৫৭। **শ্রমশক্তির অংশগ্রহণ:** শুরুতেই আমাদের শ্রমশক্তির হালচিত্র ও কর্মসংস্থান সম্পর্কে বলব। বিবিএস-এর হিসেবে ২০১০ হতে ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে শ্রমশক্তিতে

নতুনভাবে যুক্ত হয়েছে প্রায় ৪৭ লক্ষ নারী- পুরুষ। আপনি জেনে খুশি হবেন, এদের প্রায় ৯৮ শতাংশেরই কমর্সংস্থান হয়েছে। এ সময়ে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে অনেকখানি। পাশাপাশি কমেছে নারী- পুরুষের মজুরি ব্যবধান। তবে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কর্মক্ষম জনশক্তির অংশগ্রহণের হার এখনও অনেক কম। বিশেষ করে, পুরুষের অংশগ্রহণের হার আশানুরূপ হলেও কর্মক্ষম নারীর অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম। বর্তমানে মাত্র ৩৪.১ শতাংশ নারী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত আছেন। নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেলে প্রবৃদ্ধি অনেকখানি ত্বরান্বিত হবে। আমাদের এক হিসেবে দেখা গেছে, আগামী পাঁচ বছরে নারীদের অংশগ্রহণ ১০.০ শতাংশ বাড়ানো গেলে এ থেকেই প্রতিবছরে অতিরিক্ত জিডিপি প্রবৃদ্ধি হবে প্রায় ১.০ শতাংশ বিন্দু (percentage point)।

মাননীয় স্পীকার

৫৮। আপনি জানেন, শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ প্রেক্ষাপটে দক্ষতা উন্নয়নে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি নীতি- কৌশল বাস্তবায়নে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিতে পারি, যাতে আমাদের নারীরা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হন। ইতোমধ্যে আমরা ‘বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫’ প্রণয়ন করেছি। এতে নারী শ্রমিকদের জন্য অন্তর্ভুক্ত করেছি বিভিন্ন ধরনের কল্যাণমূলক ব্যবস্থা যেমন প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা, স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, শিশু কক্ষ, সুনির্দিষ্ট কাজের ঘণ্টা ও ছুটি, যথাসময়ে মজুরি পরিশোধ, কল্যাণ তহবিল ইত্যাদি। এ ছাড়াও অনুমোদন করেছি ‘গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি, ২০১৫’। নারীর জন্য উপযুক্ত কর্মপরিবেশ সৃজন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সামাজিক সচেতনতা তৈরির বিষয়ে চলমান রয়েছে আমাদের নানামুখী কার্যক্রম, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আমরা এসব কার্যক্রম আরও জোরদার করব।

মাননীয় স্পীকার

৫৯। **শ্রমশক্তির দক্ষতা:** আপনি জানেন, মোট জনসংখ্যায় কর্মক্ষম জনশক্তির সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে, যা ২০৪৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থনীতির সম্প্রসারণের জন্য এ ধরনের সুযোগ একবারই আসে। এ জনমিতিক সুবিধা (demographic dividend) পেতে শ্রমশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমরা নতুনভাবে যুক্ত হওয়া শ্রমিকদের পাশাপাশি দেশে-

বিদেশে বিভিন্ন খাতে কর্মরত শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করছি। একই সাথে, যাঁরা শ্রমশক্তিতে নতুন করে যুক্ত হবেন, তাঁদের জন্য প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি চাহিদাভিত্তিক বৃত্তিমূলক শিক্ষার কার্যক্রমও বাস্তবায়ন করছি।

৬০। আমাদের দেশে শিল্প-ব্যবস্থাপনায় মধ্যম ও উচ্চ পর্যায়ে দক্ষ জনবলের অভাব থাকায় বিদেশি জনবল নিয়োগ করতে হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে দেশিয় ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিচ্ছি। পাশাপাশি, এ খাতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ার লক্ষ্যে স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বাজারের চাহিদা মোতাবেক প্রশিক্ষণ প্রদানের কথাও ভাবছি। এসব বিবেচনায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পরীক্ষামূলকভাবে Incubator ও Enterprise Development Centre গঠনের বিষয়টি আমাদের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে। বিভিন্ন শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে জাহাজ নির্মাণ শিল্প খাতে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের অন্যান্য কর্মপরিকল্পনা হচ্ছে সকল উপজেলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন, কারিকুলাম উন্নয়ন ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ, ট্রেডভিত্তিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি।

৬১। আমাদের প্রচেষ্টা কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই; বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশী অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। বিশেষ করে, যেসব দেশে অধিক সংখ্যক অদক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছেন, তাঁদেরকে আমাদের দূতাবাস, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও আন্তর্জাতিক অভিবাসী সংস্থার সহায়তায় দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করব। এ ছাড়া, আমাদের দেশের বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সনদের আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের কার্যক্রমও চলবে। একই সঙ্গে, উন্নতমানের ব্যবস্থাপক সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতে ব্যবস্থাপনা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

৬২। গতবারের বাজেট বক্তৃতায় দক্ষতা উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তহবিল গঠনের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেছিলাম। এ বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হয়েছে। আশা করছি, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের শুরুতেই National Human Resource

Development Fund (NHRDF) শীর্ষক তহবিলটি কার্যকর করতে পারব। এ ছাড়া, এবছরই National Skills Development Authority (NSDA) গঠনের কার্যক্রম সম্পন্ন করব। দক্ষতা উন্নয়নে সকল কার্যক্রম ও আমাদের চিন্তা- ভাবনা সম্পর্কে বক্তৃতার স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা দুরূহ। তাই আমি উদ্যোগ নিয়েছি এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশের, যাতে সবাই এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে পারেন। এ প্রেক্ষাপটে 'দক্ষতা উন্নয়ন- উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের অগ্রাধিকার' শীর্ষক একটি পুস্তিকা উপস্থাপন করছি।

মাননীয় স্পীকার

৬৩। **মূলধন মজুদ:** আপনি জানেন, মূলধন মজুদ বাড়াতে হলে প্রতিবছরই বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ এ মজুদ বাড়াতে ভূমিকা রাখে। বর্তমানে জিডিপির অনুপাতে মোট বিনিয়োগ ২৯.৪ শতাংশ। কিন্তু, মধ্যমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত ৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির জন্য এ পরিমাণ বিনিয়োগ যথেষ্ট নয়। আমরা প্রতিবছরই সরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর চেষ্টা করেছি, যদিও সক্ষমতার ঘাটতির কারণে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি আশানুরূপ বাস্তবায়ন করতে পারিনি। বিশেষ করে, বিদেশি সাহায্য ব্যবহারের হার বেশ কম। এর প্রেক্ষাপটে প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনার কাজ শুরু করেছি, যেমন প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বেই প্রকল্পসংশ্লিষ্ট প্রস্তুতিমূলক কাজ আগেই সম্পন্ন করার নীতি ও পদ্ধতি প্রণয়ন। এসব প্রস্তুতিমূলক কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি, প্রকল্প বাস্তবায়ন নির্দেশিকা প্রণয়নের কথাও ভাবছি। এ ছাড়া, প্রকল্পসংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করব। আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, প্রতিটি প্রকল্পের জন্য একজন স্বতন্ত্র প্রকল্প পরিচালক থাকবেন এবং একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রকল্পের পরিচালক হতে পারবেন না। উপরন্তু, তাঁর নিয়োগ প্রকল্প প্রণয়নকালেই করা হবে। এজন্য অনেক আগেই প্রকল্প পরিচালক পুল গঠনের যে কথা বলা হয়েছিল, তা আগামী অর্থবছরেই বাস্তবায়ন করা হবে।

৬৪। কার্যকর মূলধন মজুদ তৈরিতে সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ানোই যথেষ্ট নয়, এর গুণগত মান বৃদ্ধির দিকেও নজর দিতে হয়। কিন্তু, আমরা বরাবরই দেখেছি, অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে তড়িঘড়ি ব্যয় প্রবণতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে

সরকারি অর্থের অপচয় হয়, যা প্রকৃত মূলধন সৃষ্টিতে আশানুরূপ ভূমিকা রাখে না। এসব বিবেচনায়, প্রকল্পের সময়ানুগ বাস্তবায়ন এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা ডিজিটালাইজড করার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। এ কাজ সম্পন্ন হলে চলমান প্রকল্পের হালনাগাদ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুতসহ প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ সম্ভব হবে। এতে একনেক সদস্যবৃন্দ সপ্তাহান্তেই প্রকল্পের হালনাগাদ অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং তদনুযায়ী নির্দেশনা দিতে পারবেন। এ ছাড়া, আমরা এ বছর থেকে রেজাল্ট-বেইজড পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করব। এ ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণের সাথে সাথে এর গুণগত মান ও ফলাফলের লক্ষ্যমাত্রা কতটা অর্জিত হচ্ছে, এ বিষয়টি আমরা গুরুত্ব দিয়ে দেখব। আশা করছি, আমাদের এ উদ্যোগের সাথে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পৃক্ত হবেন। অন্যদিকে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রকল্পসংশ্লিষ্ট তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ ও সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি সম্প্রসারণ করব। এসব পদক্ষেপের ফলে প্রকল্পের বাস্তবায়ন গতিশীল ও সময়ানুগ হবে এবং ব্যয়ের গুণগত মান বৃদ্ধি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

৬৫। **কাঠামো রূপান্তরে বৃহৎ প্রকল্প:** প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী ৮টি বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়ন দ্রুত এগিয়ে নিতে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে পদ্মা রেল সেতু সংযোগ এবং কক্সবাজার-দোহাজারি-রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প। সামনে আরও যুক্ত হবে মাতারবাড়ি কয়লা বন্দর, ভোলা গ্যাস পাইপলাইন ও উপকূলীয় অঞ্চলে একটি পেট্রোকেমিকেলস্ কারখানা স্থাপন প্রকল্প। এসব প্রকল্পের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হবে। 'কাঠামো রূপান্তরে বৃহৎ প্রকল্প: প্রবৃদ্ধি সঞ্চারে নতুন মাত্রা' শিরোনামে একটি পুস্তিকা উপস্থাপন করছি, যাতে প্রকল্পগুলোর সামাজিক ও অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে এদের প্রভাব বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকল্পগুলোর অর্থায়নে অনমনীয় বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। তবে, আমাদের অর্থনীতির ঋণ সামর্থ্যের পরিকল্পিত রূপরেখার মধ্যেই এসব কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকবে। এ লক্ষ্যে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ সামর্থ্য নির্ধারণের বিষয়ে কাজ চলছে।

৬৬। এবার বৃহৎ প্রকল্পগুলোর হালনাগাদ বাস্তবায়ন অবস্থা সংক্ষেপে তুলে ধরছি। পদ্মা সেতুর সংযোগ সড়কের নির্মাণ কাজের সিংহভাগ এবং এর মূল সেতু ও নদীশাসন কাজের এক-পঞ্চমাংশ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। রূপপুর

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আইন প্রণয়নসহ এর পরিচালনার জন্য একটি কোম্পানি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চারটি চুক্তির মধ্যে দু'টির শতভাগ এবং অপর একটির ৭০ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে। মেট্রোরেল স্থাপনের জন্য রাজউক হতে প্রাপ্ত জমি রেজিস্ট্রেশনসহ জিওটেকনিক্যাল ও রাইট অব ওয়ে সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছি। আশা করছি, এর ডিটেইল ডিজাইনের কাজ আগামী আগস্টে সমাপ্ত হবে।

৬৭। সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর স্থাপনে জি টু জি ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশ বা সংস্থা অনুসন্ধানের কাজ চলছে। পায়রা বন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং মূল বন্দর নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ চলছে। রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্পের ক্ষেত্রে ভূমি উন্নয়ন, সীমানা প্রাচীর ও ঢাল সুরক্ষা নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কাজও এগিয়ে চলেছে।

৬৮। **ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি:** মূলধন মজুদ তৈরিতে বাজার ব্যবস্থায় ব্যক্তিখাতের ভূমিকাই প্রধান। তবে, আমার স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ গত কয়েক বছর ধরে জিডিপির ২১-২২ শতাংশের মধ্যেই সীমিত রয়েছে। অথচ মধ্যমেয়াদে কাঙ্ক্ষিত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য এ হার জিডিপি'র ২৭ শতাংশে উন্নীত করা প্রয়োজন। তবে, আশার বিষয় হচ্ছে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিনিয়োগের সঙ্গে সম্পৃক্ত কতিপয় সূচকে ইতিবাচক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এতে ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ স্থবিরতা কেটে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়।

৬৯। ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগের প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে আমাদের চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে এবার সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই। গ্যাসের সমস্যা সমাধানে এর উৎপাদন বৃদ্ধি ও অনুসন্ধান কার্যক্রম গ্রহণসহ জ্বালানি ঘাটতি পূরণে এলএনজি আমদানির উদ্যোগ নিয়েছি। বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। যোগাযোগের ক্ষেত্রে ২০১৯ সালের মধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সেতু ও ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করব। বর্তমানে মেট্রোরেল-৬ বাস্তবায়িত

হচ্ছে। অন্যদিকে, সংশোধিত 'স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান' অনুযায়ী আরও মেট্রো লাইন, বিআরটি ও সার্কুলার রোড যুক্ত হবে। রেলখাতে গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে করিডোরগুলোকে ডাবল লাইনে উন্নয়নের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া, ঢাকা হতে পদ্মা সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। এসব বিষয় নিয়ে বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা '৭ম অধ্যায়ে' আলোচনা করব। আমি মনে করি, দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসহ এসব কার্যক্রম পরিকল্পনামাফিক বাস্তবায়িত হলে সামনের দিনগুলোতে ব্যক্তিখাতের বিনিয়োগ নির্বিঘ্ন ও গতিশীল হবে।

৭০। আমরা ইতোমধ্যে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আইন, ২০১৫ অনুমোদন করেছি, যার ফলে পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নে কিছুটা গতিশীলতা এসেছে। বস্তুত, এর মধ্যেই প্রায় ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের ৬টি পিপিপি প্রকল্পের চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর শেষে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আশা করছি, এ বছরে আরও ৫টি প্রকল্পের চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদিত হবে। অন্যদিকে, ৪৬টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন আমরা দিয়েছি। বেশ কয়েকটি অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। আশা করছি, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রথম সাবজোন এবং মংলা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ চলতি অর্থবছরেই সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া, ভারত, চীন ও জাপানের জন্য সংরক্ষিত অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর স্থান আমরা ইতোমধ্যে চিহ্নিত করেছি।

মাননীয় স্পীকার

৭১। **সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা:** আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে উৎপাদনশীলতার অবদান এখনও আশানুরূপ নয়। অথচ সামগ্রিক উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন ব্যতিরেকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। আপনি জানেন, উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার, উপকরণ ও ব্যবস্থাপনায় নতুনত্ব, সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এসব বিষয় বিবেচনায় কৃষিখাতে উন্নত বীজ ও নতুন জাত উদ্ভাবনে উৎসাহ প্রদান, উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উত্তম চর্চা জনপ্রিয়করণ, ই-সেবা সম্প্রসারণ, শিল্প ও সেবা খাতে তথ্যসহ উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম আরও জোরদার করব। বিদেশি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এ বছর থেকে যে অগ্রগতি হচ্ছে, তা আরও গতিশীল রাখতে

প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। আমি মনে করি, এতে বিভিন্ন খাতে উন্নত ও নতুন প্রযুক্তির হস্তান্তর এবং দক্ষ জনবল সৃষ্টি হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে এবছরও কিছু নতুন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছি, যা পরবর্তীতে 'সংস্কার ও সুশাসন' অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

৭২। **সামগ্রিক চাহিদা:** দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদার ক্ষেত্রে ভোগ-বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এবার বহিঃবাজারে দ্রব্য ও সেবার চাহিদা সম্প্রসারণ কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। রপ্তানি পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণসহ অভ্যন্তরীণ মূল্য সংযোজন বাড়াতে বর্তমানে ১৬টি খাতে ৩ হতে ২০ শতাংশ হারে নগদ সহায়তা দিচ্ছি। এ বছর থেকে আসবাবপত্র, প্লাস্টিক দ্রব্য, পটেটো স্টার্চ এর মত পণ্যসমূহকে এ সুবিধার আওতায় এনেছি। পাশাপাশি, রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের আকার ১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। এ ছাড়া, সফটওয়্যার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পে সমমূলধন উন্নয়ন (ইইএফ) তহবিল থেকে সহায়তা দিচ্ছি।

৭৩। **শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও নিরাপদ অভিবাসন:** শ্রমবাজার সম্প্রসারণ, নিরাপদ অভিবাসন, অভিবাসীদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে আইনি কাঠামো যুগোপযোগীকরণের পাশাপাশি নানা কার্যক্রম চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে প্রবাস আয় বাড়ানোই আমাদের উদ্দেশ্য। এবছরও সরকারিভাবে স্বল্প ব্যয়ে বিদেশে কর্মী প্রেরণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশী রয়েছে এরূপ দেশে প্রবাসী কল্যাণ উইং চালুর বিষয় বিবেচনা করছি। আমরা স্থির করেছি, জি টু জি প্লাস পদ্ধতিতে আগামী ৫ বছরে মালয়েশিয়ায় ৫ লক্ষ কর্মীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেব। আশা করছি, এসব পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে প্রবাস আয়ে আশাব্যঞ্জক উন্নতি হবে। তবে বিদেশে মহিলা শ্রমিক প্রেরণের কার্যক্রমটি পুনর্বিবেচনা করা হবে।

৭৪। আমাদের রয়েছে ভূমির স্বল্পতা, অথচ উদ্যমী জনগোষ্ঠী। অন্যদিকে, বিশ্বের অনেক দেশেই ভূমি ও অবকাঠামোগত প্রাচুর্য থাকলেও জনশক্তির স্বল্পতা রয়েছে। এসব দেশে আমাদের শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগ সুবিধা সৃষ্টি করতে পারলে আমরা উভয় পক্ষই লাভবান হতে পারি। এ প্রেক্ষাপটে শর্তসাপেক্ষে বিশেষ কিছু খাতে আমাদের উদ্যোক্তাদের বিদেশে বিনিয়োগ

উৎসাহিত করার মাধ্যমে উপকরণ আয়ের পরিমাণ অনেকখানি বাড়ানো সম্ভব। এ বিষয়ে আমরা কাজও শুরু করেছি। আমরা লক্ষ্য করছি, তৈরিপোশাকসহ বিভিন্ন খাতে কর্মরত বিদেশিরা প্রতিবছরই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয় স্বদেশে প্রেরণ করেন। দেশিয় ব্যবস্থাপকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে এদের প্রতিস্থাপন করা গেলে উপকরণ আয়ের এ বহিঃপ্রবাহও হ্রাস পাবে। পাশাপাশি, পেশাজীবী ছাড়াও পর্যটন, তথ্যপ্রযুক্তি ইত্যাদি খাতে সেবা রপ্তানির বিষয়ে প্রচেষ্টা জোরদার করা হবে। আমার বিশ্বাস, এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে নিট উপকরণ আয়ের বৃদ্ধি মাথাপিছু জাতীয় আয় বাড়াবে, যা জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাবে।

মাননীয় স্পীকার

৭৫। **আয়ের সুষম বণ্টন:** আপনি জানেন, একটি দেশের অর্থনৈতিক উত্তরণকালে প্রবৃদ্ধির সাথে সচরাচর অসমতা পরিস্থিতির অবনতি হয়ে থাকে। আমরা এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছি। আমাদের অনুসৃত ক্রমবর্ধমান প্রগতিশীল করনীতির পাশাপাশি সমাজের অনগ্রসর ও সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির অনুকূলে নানা ধরনের সহায়তা সুষম আয়-বণ্টনে ভূমিকা রাখছে। বস্তুত, সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বর্তমানে জিডিপি'র প্রায় ২.২ শতাংশ, যা মোট বাজেটের প্রায় ১৩ শতাংশ।

৭৬। সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মধ্যম আয়ের দেশের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' প্রণয়ন করেছি। এ কৌশলের আওতায় দরিদ্র ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জীবনব্যাপী ঝুঁকি মোকাবেলায় আয় হস্তান্তর ব্যবস্থাকে আমরা ঢেলে সাজাব। এ ব্যবস্থায় করভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক সামাজিক বীমা প্রবর্তন করা হবে। আমি মনে করি, এ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত হলে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো লক্ষ্যভিত্তিক হবে। একই সাথে, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বাড়বে। এ ছাড়া, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয়, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষিতে প্রণোদনা, ক্ষুদ্র ঋণসহ আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

৭৭। **পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন:** পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় আইনি কাঠামো যুগোপযোগীকরণ ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের প্রাক্কালে এর পরিবেশগত মূল্যায়ন সম্পন্ন করছি। পরিবেশ দূষণ রোধ, দূষণকারী শিল্পসমূহকে পরিবেশবান্ধব জায়গায় স্থানান্তর ও পরিবেশবান্ধব পণ্যে অর্থায়নে অব্যাহত রেখেছি

বিভিন্ন কার্যক্রম, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে। এ ছাড়া, টেকসই পরিবেশ সৃষ্টিতে নতুন বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ, উপকূল জুড়ে সবুজ বেষ্টনি স্থাপন, সামাজিক বনায়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, ইকো- ট্যুরিজম উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও সুরক্ষার জন্য নিজ সম্পদের ব্যবহারে আমরা কার্পণ্য করছি না এবং এ ক্ষেত্রে আমরা একটি বিশ্ব মডেলের মর্যাদা লাভ করেছি। গত সাত বছরে এ উদ্দেশ্যে আমরা জলবায়ু ট্রাস্ট ফাণ্ডের আওতায় ৩ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। ২০১৬- ১৭ অর্থবছরে এ ফান্ডে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৭৮। **সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা:** আমরা রাজস্ব ও মুদ্রা নীতির সমন্বয়ের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি, বিনিময় ও সুদের হার অনুকূলে রাখতে সক্ষম হয়েছি। মধ্যমেয়াদেও এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাই। এ ক্ষেত্রে বাজেটের আকার, রাজস্ব আয়, ঘাটতি ও অর্থায়ন এমনভাবে নির্ধারণ করছি, যাতে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট না হয়। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ব্যয়ের আকার জিডিপির ১৫.৩ শতাংশ। এর আকার বাড়িয়ে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা মেয়াদশেষে ২১.১ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। এজন্য প্রয়োজন হবে রাজস্ব আদায় ও বৈদেশিক সহায়তার ব্যবহার বৃদ্ধি এবং স্বশাসিত সংস্থাগুলোর উদ্বৃত্ত আদায়।

৭৯। এ লক্ষ্যে রাজস্ব- জিডিপি অনুপাত বর্তমানের ১০.৩ শতাংশ হতে একই সময়ে ১৬.১ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। রাজস্ব খাতে করনীতি ও প্রশাসনিক সংস্কার অব্যাহত রেখে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাই। এসব সংস্কার নিয়ে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করব। কর- বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর আওতা বৃদ্ধি এবং হারসমূহ যুক্তিযুক্ত করব। এতে বাজেট ঘাটতি জিডিপির ৫.০ শতাংশেই সীমিত থাকবে। বর্তমানে অর্থায়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎস, বিশেষ করে সঞ্চয়পত্রের দিকে আমরা কিছুটা ঝুঁকে পড়েছি। এরূপ চলতে থাকলে সুদবাবদ ব্যয় বেড়ে উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়ন বাধাগ্রস্ত হতে পারে। তাই অভ্যন্তরীণ ব্যয়বহুল অর্থায়নের উপর নির্ভরতা কমিয়ে পাইপলাইনে থাকা বিদেশি সহায়তার ব্যবহার বৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট হতে হবে। একই সাথে, সহজ শর্তের বহুপাক্ষিক ঋণ গ্রহণে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

সপ্তম অধ্যায়

আগামীর পথে অগ্রযাত্রা: খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

মাননীয় স্পীকার

৮০। আমাদের বিগত বছরগুলোর অর্জনকে সুসংহত করার পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। এ লক্ষ্যে আমরা ২০১৬-১৭ অর্থবছরসহ আগামীতে বিভিন্ন খাতে নানামুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এসব কর্মপরিকল্পনার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আমি আপনার মাধ্যমে এ মহান সংসদে উপস্থাপন করছি।

(১) মানব সম্পদ উন্নয়ন

শিক্ষা

৮১। শিক্ষা ও মানব সম্পদ উন্নয়নকে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আসছি। তাই সামগ্রিক শিক্ষা খাতের ব্যয়কে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করে এ খাতের উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছি।

৮২। **প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা:** সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক- প্রাথমিক শিক্ষা চালু করাসহ কারিকুলাম প্রণয়ন, বই মুদ্রণ এবং প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষক নিয়োগের কথা পূর্বেই বলেছি। আরো প্রায় ৩ হাজার শিক্ষক নিয়োগ এবং তাঁদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

৮৩। **প্রাথমিক শিক্ষা:** ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করছি। এরই মধ্যে ৭৬০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শ্রেণি চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণসহ আমাদের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। উপরন্তু, ভর্তির হার বৃদ্ধি ও শিক্ষার্থীদেরকে স্কুলে ধরে রাখার লক্ষ্যে উপবৃত্তির পাশাপাশি স্কুল ফিডিং কার্যক্রমের সম্প্রসারণ এবং এতে বেসরকারি ও ব্যক্তিখাতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য 'জাতীয় স্কুল ফিডিং নীতিমালা' প্রণয়ন করা হচ্ছে।

৮৪। **নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ:** ১৫-৪৫ বছর বয়সি নিরক্ষর জনগণকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবনদক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে একটি সেক্টর কর্মসূচি প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৫। **টেকসই ও মানসম্মত মাধ্যমিক শিক্ষার সম্প্রসারণ:** মানসম্পন্ন শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করে গড়ে তুলতে অব্যাহত রাখতে চাই সৃজনশীল প্রশ্নভিত্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি। এর পাশাপাশি অব্যাহত থাকবে উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং, রিসোর্স সেন্টার ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের মত চলমান কার্যক্রমসমূহ।

৮৬। **বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে ব্যক্তি উদ্যোগ:** সব রকমের বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে প্রায় ৬৩ হাজার শ্রেণিকক্ষ নির্মাণের প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সামর্থ্যের ঘাটতি থাকায় আমাদের কার্যক্রম এখনও সীমিত। তাই বিদ্যালয় নির্মাণ কাজে ব্যক্তিখাতে উদ্যোগ বাঞ্ছনীয়।

৮৭। **জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কার:** প্রাথমিক থেকে সব পর্যায়ের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। এ ছাড়া, শিক্ষা প্রসারের স্বার্থে কোথাও কোথাও কুঁড়েঘরেও বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব জরাজীর্ণ বিদ্যালয় সংস্কারের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এজন্য একটি নীতিমালা শীঘ্রই প্রণয়ন করা হবে।

৮৮। **শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য দূরীকরণ:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড হতে বৃত্তি প্রদানসহ গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী এবং দুস্থ শিক্ষকদের এককালীন অনুদান প্রদান অব্যাহত থাকবে। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য আমরা অটিস্টিক একাডেমি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া, শিক্ষা অবকাঠামোর ডিজাইনে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়ে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।

৮৯। **উচ্চশিক্ষার প্রসার:** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইতোমধ্যে কয়েকটি বিশেষায়িত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে আরও কারিগরি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কাজ।

৯০। **শিক্ষা সহায়তা:** ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে বেসরকারি শিক্ষকদের কল্যাণে 'বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধা বোর্ড' এর অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার এনডাওমেন্ট ফান্ড এবং ১০০ কোটি টাকা এককালীন অনুদান প্রস্তাব করছি। এ ছাড়া, 'বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট' এর অনুকূলে এককালীন ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব করছি।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

৯১। **কমিউনিটি ক্লিনিক ও টেলিমেডিসিন সেবা:** আগেই উল্লেখ করেছি যে, আমরা এ পর্যন্ত ১৩ হাজার ১২৬টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করেছি। দরিদ্র গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে এর অতিরিক্ত আরও ২৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক পর্যায়ক্রমে চালুর পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ ছাড়া, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের টেলিমেডিসিন সেবা কেন্দ্র এবং ভিডিও কনফারেন্সিং- এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

৯২। **স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি:** পাইলট ভিত্তিতে আমরা ইতোমধ্যে শুরু করেছি সামাজিক স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচি। এর আওতায় প্রাথমিকভাবে দরিদ্র জনসাধারণ স্বাস্থ্যকার্ডের মাধ্যমে বিনামূল্যে উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা পাবেন। এ কর্মসূচি সফল হলে পর্যায়ক্রমে তা সারা দেশে চালু করব। পাশাপাশি, চালু থাকবে গরীব, দুস্থ ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি।

৯৩। **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি:** স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত উন্নয়ন বিষয়ক একটি কর্মসূচি আমরা বাস্তবায়ন করেছি। এর ধারাবাহিকতায় নতুন সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণের লক্ষ্যে ধারণাপত্র প্রণয়ন এবং কৌশলগত বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৯৪। দেশিয় ঔষধ উৎপাদনে যে সুযোগ সরকার করে দিয়েছে, ঔষধ উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তার খানিকটা অপব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। একই সঙ্গে, উৎপাদিত ঔষধের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দাবিও উঠেছে। আমরা এ বিষয়ে সজাগ রয়েছি এবং প্রয়োজনে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

(২) ভৌত অবকাঠামো

মাননীয় স্পীকার

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৯৫। **বিদ্যুৎ উৎপাদন:** ২০২১ সাল নাগাদ আরও ১৬ হাজার ৮৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আমাদের রয়েছে। বর্তমানে ৭ হাজার ২৯৬ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২৯টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে, ৬ হাজার ৬৮১ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২০টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দরপত্র প্রক্রিয়াধীন এবং ৪ হাজার ৪৩৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন পরিকল্পনাধীন রয়েছে। এ ছাড়া, ব্যক্তিখাতে মহেশখালিতে আরও বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চিন্তা- ভাবনা চলছে।

৯৬। **বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার:** গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি কয়লা, ডিজেল ও ফার্নেস অয়েল, নিউক্লিয়ার এনার্জি এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর আমরা জোর দিচ্ছি। ইতোমধ্যে কয়লাকে মূল জ্বালানি হিসেবে বিবেচনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা আমরা চূড়ান্ত করেছি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে ২০২১ সালের মধ্যে ৩ হাজার ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন, ১০ হাজার কি.মি. সঞ্চালন লাইন, ১ লক্ষ ৫০ হাজার কি.মি. বিতরণ লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

৯৭। **বিদ্যুৎ আমদানি:** উপ- আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় ২০৩০ সালের মধ্যে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে ৬ হাজার ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ভারত থেকে ৬০০ মেগাওয়াটের অতিরিক্ত আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির কার্যক্রম চলছে।

৯৮। **বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ:** বেসরকারি বিনিয়োগে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ছাড়াও পুরাতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো রিপাওয়ারিং এবং সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি। আইপিপির পাশাপাশি উদ্ভাবনী অর্থায়নের আওতায় Export Credit Agency (ECA) এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও আমরা কাজ করছি।

৯৯। **গ্যাস মজুদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম:** অনুসন্ধান কার্যক্রম তরান্বিত করে গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির কার্যক্রম আমরা গ্রহণ করেছি। ২০২১ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক ৫৩টি অনুসন্ধান কূপ, ৩৫টি উন্নয়ন কূপ এবং ২০টি ওয়ার্কওভার কূপ খনন করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এসব কূপ হতে দৈনিক ৯৪৩ হতে ১ হাজার ১০৫ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন হবে বলে আশা করছি।

১০০। **এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ:** দেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে আমরা এলএনজি আমদানি করব। আমদানিকৃত এলএনজি সংরক্ষণের জন্য কক্সবাজারের মহেশখালীতে প্রায় ১ লক্ষ ৩৮ হাজার ঘনমিটার ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি Floating Storage and Re-gasification Unit (FSRU) ভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ছাড়া, কক্সবাজারের মহেশখালী ও পটুয়াখালীর পায়রায় আরও ২টি Land–based এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এলএনজি আমদানির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২০১৮ সাল থেকে গ্যাস সংযোগ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে।

যোগাযোগ অবকাঠামো

১০১। **সড়ক-সেতু অবকাঠামো উন্নয়ন:** দেশের মহাসড়ক নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পশ্চিমাঞ্চলে ৬০টি সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, পায়রা নদীর উপর লেবুখালী সেতু এবং মধুমতি নদীর উপর কালনা সেতু নির্মাণ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। কচা নদীর উপর বেকুটিয়া পয়েন্টে অষ্টম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চীনের সাথে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। জয়দেবপুর-চন্দ্রা-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা পর্যন্ত ৭০ কি.মি. মহাসড়কে ধীরগতিসম্পন্ন যানবাহনের জন্য পৃথক লেন স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং এলেঙ্গা-হাটিকুমরুল-রংপুর পর্যন্ত অংশে ১৯০ কি.মি. মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি।

১০২। **যানজট নিরসন:** ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরের যানজট নিরসনে আমরা অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছি। ইতোমধ্যে, ঢাকা মহানগরের যানজট নিরসনে Bus Rapid Transit (BRT)-এর ডিপো নির্মাণের পূর্ত কাজ শুরু হয়েছে। শীঘ্রই শুরু হবে ডেডিকেটেড লেন নির্মাণের কাজ। Strategic Transport

Plan (STP)-কে হালনাগাদ করে এর আওতায় ৩টি তিনস্তর বিশিষ্ট সার্কুলার রুট, ৫টি এমআরটি লাইন ও ২টি বিআরটি লাইন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া, গণপরিবহন ব্যবস্থায় স্বাচ্ছন্দ্য আনার লক্ষ্যে BRTC বহরে ৬০০টি বাস ও ৫০০টি ট্রাক সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যানজট নিসরনে চট্টগ্রাম সিটিতে আউটার রিং রোড, ইউলুপ ও ফ্লাইওভার নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, লালখান বাজার হতে চট্টগ্রাম শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের উদ্যোগও আমরা গ্রহণ করেছি।

১০৩। পূর্বাচল জলসিঁড়ি এলাকায় নবনির্মিতব্য মহানগরসহ রাজধানী ঢাকা এবং এর নিকটস্থ নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী এলাকার যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য মনে হয়। মহানগরের যানজটের কারণ শুধু রাস্তা এবং উড়াল সেতুর অভাবই নয়, যানজট নিয়ন্ত্রণ ও নিরসনে পরিকল্পিত এবং সমন্বিত ব্যবস্থার দুর্বলতাও এর অন্যতম কারণ। এজন্য একটি স্বতন্ত্র মেট্রোপলিটন যোগাযোগ কর্তৃপক্ষ গঠনের চিন্তা- ভাবনা আমাদের রয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন, যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, যানবাহনের লাইসেন্সিং ও পরীক্ষা- নিরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের পরিচালনায় সমন্বয় সাধন এবং একই সাথে উড়াল সেতু বা পাতাল রেল স্থাপনের মধ্যে সমন্বয় সাধন হবে এ কর্তৃপক্ষের প্রধান দায়িত্ব। আশা করা যায় যে, আগামী অর্থবছরের মধ্যেই এ প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর হবে।

১০৪। **আইনি কাঠামো হালনাগাদকরণ:** যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনি কাঠামো হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট (বিআরটি) আইন ২০১৬, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৬, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ আইন ২০১৬ ও মেট্রোরেল বিধিমালা ২০১৬ প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। আশা করছি, অনুমোদনের জন্য অচিরেই এগুলো মহান সংসদে উপস্থাপন করা যাবে।

১০৫। **রেলপথ উন্নয়ন:** বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ি ও পরিবেশবান্ধব গণপরিবহনে রূপান্তরে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে ২০১৬- ১৭ অর্থবছরে নতুন রেললাইন নির্মাণ, ডাবল লাইনে রূপান্তরকরণ, পুনর্বাসন, নতুন রেলসেতু/আন্ডারপাস/ওভারপাস নির্মাণ, বিভিন্ন স্টেশনের

সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ ও পুনর্বাসন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

১০৬। **বন্দর ও নৌপথ উন্নয়ন:** পায়রা বন্দরকে একটি পূর্ণাঙ্গ বন্দর হিসেবে উন্নীত করার লক্ষ্যে একটি মহা- পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, সোনাহাট ও তামাবিলে স্থল বন্দর স্থাপনে আরও দু'টি প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। দেশের নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণে চলমান ড্রেজিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখার পাশাপাশি এ কাজের পরিধি সম্প্রসারণে আরও ড্রেজার সংগ্রহের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ ছাড়া, চীন সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং জি- টু- জি ভিত্তিতে নতুন জাহাজ সংগ্রহের বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রয়েছে।

১০৭। **বিমানবন্দর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে যাত্রী ও কার্গো পরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে দেশের ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ অন্যান্য বিমানবন্দরের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ ছাড়া, কক্সবাজার বিমানবন্দরের আধুনিকায়ন এবং সকল বিমানবন্দরের সেইফটি ও সিকিউরিটি ব্যবস্থার উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। মাদারীপুর, দোহার অথবা মুন্সীগঞ্জে 'বঙ্গবন্ধু বিমানবন্দর' নামে একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হয়েছে।

পানি সম্পদ

১০৮। **নদীর নাব্যতা পুনরুদ্ধার ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ:** বৃহৎ নদীসমূহের নাব্যতা ও ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর চারপাশের নদীগুলোতে বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি নদীগুলোর প্রশস্ততা ফিরিয়ে আনতে চাই। এ লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়া, ঢাকার পূর্বাঞ্চলকে বন্যামুক্ত রাখার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। বন্যামুক্ত বা বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পে সম্পূরক ড্রেজিং কার্যক্রম ব্যতীত বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ একান্তই অনুচিত হবে বলে আমি মনে করি।

১০৯। **উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা:** সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পিত কার্যক্রমের মধ্যে আছে- সন্দ্বীপ- উড়িরচর- নোয়াখালী ক্রস- ড্যাম নির্মাণ, চর আলেকজান্ডারের চারিদিকে বেড়িবাঁধ ও ক্রস- ড্যাম নির্মাণ, লবণাক্ত

পানির অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং গাণিতিক মডেল সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণ। পাশাপাশি, সমন্বিত উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার আওতায় উপকূলীয় অঞ্চল নীতি, উন্নয়ন কৌশল ও অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগ কর্মসূচি প্রণয়নের কাজ আমরা হাতে নিয়েছি।

(৩) জনকল্যাণ

মাননীয় স্পীকার

১১০। **সামাজিক সুরক্ষা:** দুস্থ, দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে আমরা বয়স্ক ভাতা, মাতৃত্বকালীন ভাতা, বিধবা- স্বামী নিগৃহীতা- দুস্থ মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, শিক্ষা উপবৃত্তি, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, টিআর, জিআর, দুস্থ মাতাদের জন্য খাদ্য সহায়তা (ভিজিডি) ও চর জীবিকায়নসহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছি, যা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এ ছাড়া, দ্বৈততা পরিহার এবং এগুলোকে আরও লক্ষভিত্তিক করতে বাস্তবায়ন শুরু করেছি National Social Security Strategy (NSSS)।

১১১। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতা নিম্নরূপে বাড়ানোর প্রস্তাব করছি:

- বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৩১ লক্ষ ৫০ হাজারে এবং ভাতার হার ১০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা;
- বিধবা স্বামী নিগৃহীতা, দুস্থ মহিলা ভাতার হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৫০০ টাকা এবং ভাতাভোগীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১১ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত করা;
- ভিজিডি কর্মসূচি'র উপকারভোগী দুস্থ মহিলার সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার বাড়িয়ে ১০ লক্ষে উন্নীত করা;
- মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫ লক্ষে উন্নীত করা;
- দেশের সকল পৌরসভায় কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের মাধ্যমে মোট ১ লক্ষ ৮০ হাজার ৩০০ জন দরিদ্র মা'কে এ ভাতার আওতায় আনা;
- অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় এবং

ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ৭ লক্ষ ৫০ হাজারে উন্নীত করা;

- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের তহবিলে আরও ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে তাদের বিশেষ ভাতা ৫০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা;
- বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে তাদের ভাতা ৪০০ টাকা হতে বাড়িয়ে ৫০০ টাকায় উন্নীত করা;
- চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা হতে বাড়িয়ে ১৫ কোটি টাকায় উন্নীত করা;
- ক্যান্সার,কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি বরাদ্দ ২০ কোটি টাকা হতে বাড়িয়ে ৩০ কোটি টাকায় উন্নীত করা।

এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত সুবিধাভোগীদের ভাতা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সরাসরি প্রদান করা হবে, যার মাধ্যমে দ্রুত ও সঠিক সময়ে ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং আর্থিক খাতে অন্তর্ভুক্তি বাড়বে।

১১২। **শিশু উন্নয়ন:** বিভিন্ন হিসাবে বলা হয়েছে যে, ১৪ বছরের কম বয়সের প্রায় ১৫ থেকে ২০ লাখ শিশু নানাভাবে শ্রমিকের কাজ করে। বেশির ভাগই পারিবারিক ব্যবসা অথবা অনানুষ্ঠানিক খাতে এ শ্রম দান করে। অনেক সংগঠিত খাতেও আইন অমান্য করে শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা হয়। এজন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে:

- প্রথমেই শিশু শ্রমিকের উপর একটি জরিপ দ্রুত সম্পাদন;
- প্রত্যেক শিশুর জন্য কিছু খাদ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- এসব শিশুকে শ্রম দানের পরিবর্তে শিক্ষা গ্রহণে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ।

১১৩। **প্রতিবন্ধী কল্যাণ:** বর্তমানে প্রতিবন্ধীদের সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বলে দাবী করা হয়। সম্ভবত তাতে অক্ষম, বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলারা অন্তর্ভুক্ত আছেন। আমরা আগামী বছর হতে তাঁদের সুবিধার জন্য যানবাহনে যেমন রেলগাড়িতে, নৌযানে বা মহানগরের বাসে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করব। ইতোমধ্যে নিউরো-

ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। সরকারি স্থাপনা ও গণ- শৌচাগারে প্রতিবন্ধীদের জন্য কিছু বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি করব। এসব অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ১০০ কোটি টাকার থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১৪। **খাদ্য নিরাপত্তা:** খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে আমরা খাদ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থা উন্নয়নের উপর জোর দিয়েছি। ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের জন্য খাদ্যশস্যের ন্যূনতম সমাপনী মজুদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার মে. টনে, যা পর্যায়ক্রমে উন্নীত করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিটি ৫০ হাজার মে. টন ধারণক্ষমতাসম্পন্ন ৬টি চিল্ড স্টিল সাইলো নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। টিআর ও ভিজিএফ এর পরিবর্তে পল্লী রেশনিং কর্মসূচি চালু করার কথা ভাবছি। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বর্তমান খাদ্য বিতরণের পরিবর্তে সার্বজনীন খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। বর্তমানে ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবার খাদ্য সহায়তা পায়। এ সহায়তা নতুন ব্যবস্থায় অব্যাহত থাকবে। মহানগর ও অন্যান্য শহরেও হতদরিদ্র পরিবারে খাদ্য বিতরণ করার উদ্যোগ নেয়া হবে। তবে আমি আশা করছি, এসব পরিবারের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসবে।

১১৫। **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ:** দুর্যোগ- পরবর্তী সাড়া প্রদান ও ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি জানমালের ঝুঁকি হ্রাসে সার্বিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো শক্তিশালী করার উপর আমরা গুরুত্ব প্রদান করছি। সমন্বিতভাবে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬- ২০২০', 'দুর্যোগ পরবর্তী ধ্বংসস্তূপ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' এবং 'দুর্যোগ পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা' প্রণয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়া দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলা এবং ঘূর্ণিঝড়- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণসহ অন্যান্য নিয়মিত কার্যক্রম চলমান থাকবে।

১১৬। **প্রবীণ কল্যাণ:** অসহায় ও দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত প্রবীণদের কল্যাণে প্যালিয়েটিভ কেয়ার সেন্টার স্থাপন, সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য সার্ভিস পুল গঠন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবনমুখী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রবীণ উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠন এবং হাসপাতাল ও সমাজসেবা কার্যালয়সমূহে প্রবীণ সেবা কর্নার চালুর উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

১১৭। **নারী উন্নয়ন:** নারীদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ তৈরি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ঢাকাসহ

বিভিন্ন শহরে কর্মজীবী হোস্টেল নির্মাণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন, সাতটি বিভাগীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডিএনএ পরীক্ষার জন্য বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা। দক্ষতা উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য আমরা বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণ ও অগ্রাধিকারভিত্তিক পল্লী ও কৃষিঋণ বিতরণ, 'জয়িতা'র কার্যক্রম সম্প্রসারণের মত উদ্যোগসমূহও অব্যাহত রাখতে চাই।

১১৮। বিগত কয়েক বছর ধরে আমরা ৪০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন প্রণয়ন করছি। আমাদের এ উদ্যোগ নারী উন্নয়নে কতটা ভূমিকা রাখছে তা মূল্যায়নের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনার কথা ভাবছি। এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে এ কার্যক্রমকে আরও লক্ষ্যভিত্তিক করা হবে।

১১৯। **মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ:** মুক্তিযোদ্ধাদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পোষ্যদের অনুকূলে বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ঘূর্ণায়মান তহবিল থেকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। এ ছাড়া, সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ভাতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাগণের ভাতা বৃদ্ধির ঘোষণাটি অতি সত্বর দেয়া হবে।

১২০। **প্রবাসী কল্যাণ:** অভিবাসন ব্যয় হ্রাস, রিক্রুটিং এজেন্সির কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা, অনিয়মিত অভিবাসন রোধ এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসীদের সার্বিক কল্যাণে শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬, রিক্রুটিং এজেন্ট আচরণ ও লাইসেন্স বিধিমালা ২০১৬, অভিবাসী কর্মী কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১৬ এবং অভিবাসী কর্মী নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৬ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। আশা করছি, অতি শীঘ্রই এগুলো চূড়ান্ত করা যাবে।

(৪) ডিজিটাল বাংলাদেশ

মাননীয় স্পীকার

১২১। **অবকাঠামো উন্নয়ন:** আপনি জেনে খুশি হবেন, ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে হাই-টেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইটি ভিলেজ স্থাপনের

ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মাণাধীন 'যশোর সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক' ২০১৬ সালের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে বলে আশা করছি। জাতীয় তথ্য সম্ভারকে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক করার লক্ষ্যে গাজীপুরের কালিয়াকৈরে Tier-4 ডাটা সেন্টার তৈরির কাজ আমরা শুরু করেছি। ই- গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য আমরা National Enterprise Architecture (NEA) উন্নয়নের কাজ করছি। পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটায় দেশের দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এর 'ক্যাবল ল্যান্ডিং স্টেশন' স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলছে।

১২২। **ইন্টারনেট সেবা:** দেশের সর্বত্র দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সকল মেট্রোপলিটন শহর, জেলা শহর ও উপজেলাগুলোতে Base Transmission Station (BTS) স্থাপন, ৩০০ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার এবং BTS - সমূহের আন্তঃসংযোগের জন্য দেশব্যাপী ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, দুর্গম ১২৮টি উপজেলার ১ হাজার ৫টি ইউনিয়ন পরিষদে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল নেটওয়ার্ক এবং ৫টি জেলার ১২টি দুর্গম উপজেলায় রেডিও লিংক স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। অধিকন্ত, মহাকাশে বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' প্রস্তুত, উৎক্ষেপণ ও গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপনে একটি বিদেশি কোম্পানির সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছি।

১২৩। **সাইবার অপরাধ প্রতিরোধ এবং গ্রাহকসেবার মানোন্নয়ন:** Cyberspace ও Internet ভিত্তিক সাইবার ক্রাইম পর্যবেক্ষণ ও প্রতিরোধসহ সকল প্রকার তথ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে Internet Safety Solution নামক একটি মনিটরিং ও রেগুলেটরি ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। যেভাবে আমরা সাইবার ক্রাইমের শিকার হয়েছি, তাতে এ বিষয়ে আমাদের সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। এ ছাড়া, গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন এবং গ্রাহকের ফোন নাম্বার সুরক্ষার লক্ষ্যে Mobile Number Portability (MNP) লাইসেন্স প্রদানের পরিকল্পনা আমাদের সরকারের রয়েছে। এ বিষয়ক একটি গাইডলাইন সম্প্রতি অনুমোদিত হয়েছে।

(৫) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১২৪। **কৃষি উন্নয়ন:** কৃষির ক্রমবর্ধমান উৎপাদনের ধারাকে অব্যাহত রাখতে আমরা উন্নত জাতের বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ, কৃষি উপকরণ প্রণোদনা প্রদান, সুষম সারের ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন ও কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট খোলা, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান, কৃষি গবেষণা, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর উপযুক্ত কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন, কৃষি গবেষণার জন্য এনডাউমেন্ট ফান্ড মঞ্জুর এবং উৎপাদন বৃদ্ধি ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষার্থে জৈব সারের ব্যবহার উৎসাহিতকরণের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছি, যা আগামীতেও অব্যাহত রাখব। সার ও সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণে প্রণোদনা বাবদ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ৯ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২৫। **মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন:** সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য ফিশিং গ্রাউন্ড চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পদের প্রজাতিভিত্তিক মজুদ নিরূপণ এবং সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ মাত্রা নির্ণয়ে আমাদের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে। বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মুক্ত জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপন এবং প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে যৌথ গবেষণা কার্যক্রমও আমরা ভবিষ্যতে অব্যাহত রাখব।

১২৬। **স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন:** পল্লী ও নগর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আগামী তিন বছরের মধ্যে ১৪ হাজার ৬৫০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা পাকাকরণ, ৩৪ হাজার ৫০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, পাকা সড়কে ৮৪ হাজার ৩০০ মিটার ব্রিজ, কালভার্ট নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ৫৭০টি হাট-বাজার, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, ১৭৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ও ৪৯৪টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ ছাড়া, ক্ষুদ্র সঞ্চয় উৎসাহিতকরণের মাধ্যমে দরিদ্র পরিবারের পুঁজি গঠনের লক্ষ্যে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পকে সম্প্রসারণের উদ্যোগ আমরা নিয়েছি।

(৬) শিল্পায়ন ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পীকার

১২৭। **শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি:** শিল্প সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন, বিধি, নীতি প্রণয়ন, পুরনো আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। ইতোমধ্যে জাতীয় শিল্পনীতি, ২০১৫ ও ট্রেডমার্কস বিধিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। এ ছাড়া, হস্ত ও কারুশিল্প নীতিমালা, ২০১৫ ও বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন, ২০১৫ যুগোপযোগী করে শীঘ্রই চূড়ান্ত করা হবে। চা শিল্পের উন্নয়ন ও এ শিল্পের শ্রমিকদের কল্যাণে চা আইন, ২০১৫ ও চা-শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০১৫ এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে। আশা করছি, অচিরে এগুলো চূড়ান্ত করা যাবে।

১২৮। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ: এসএমই উদ্যোক্তাদেরকে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। গার্মেন্টস্ শিল্পে নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি ও ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে আমরা 'আরবান বিল্ডিং সেইফটি প্রজেক্ট' ও 'ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট প্রমোশন প্রজেক্ট' নামে দু'টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছি।

১২৯। **নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন:** নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ প্রত্যেক ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ইউনিট খোলা হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ যাতে জামানতের অভাবে ব্যাংক ঋণ থেকে বঞ্চিত না হয়, সে লক্ষ্যে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালুর পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি। একই সাথে, গ্রামীণ জনপদের নারী ও সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তারা যাতে ঋণ পেতে পারে, সে লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তায় 'চ্যালেঞ্জ ফান্ড' গঠন এবং এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হবে। এ উদ্যোগের জন্য চলতি অর্থবছরের মত ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও ১০০ কোটি টাকার প্রতীকী বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

১৩০। **কর্ম পরিবেশ সুরক্ষা:** জাহাজ শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

১৩১। **পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ:** আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পর্যটন শিল্পের প্রচার ও বিপণন, স্থানীয় পর্যায়ে পর্যটন শিল্প সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি ও পর্যটন স্পটসমূহের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বছরটিকে পর্যটন বছর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সেজন্য এ বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। পিপিপি'র আওতায় কক্সবাজার পর্যটন ও বিনোদন ভিলেজ, আন্তর্জাতিক মানের ট্যুরিজম কমপ্লেক্স ও সিলেটে পাঁচ তারকা মানের হোটেলসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩২। **বস্ত্র ও পাট শিল্প:** বস্ত্র ও পাট খাতের উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। ইতোমধ্যে পাট আইন, ২০১৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটনীতি ২০১৬, বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠান আইন ২০১৬ ও বস্ত্রনীতি ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ আমরা ইতোমধ্যে গ্রহণ করেছি। আশা করছি, শীঘ্রই এসব আইন ও নীতি প্রণয়নের কাজ আমরা সম্পাদন করতে পারব। এ ছাড়া, তাঁত শিল্পের সুরক্ষা ও প্রসারে আমাদের চলমান কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৩৩। **বাণিজ্য সম্প্রসারণ:** বিশ্ববাজারে মন্দা সত্ত্বেও আমাদের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক রয়েছে। রপ্তানি পণ্য ও এর বাজার বহুমুখীকরণে আমরা প্রণোদনা অব্যাহত রেখেছি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে পাটজাত পণ্যে ৫০০ কোটি টাকাসহ রপ্তানি প্রণোদনা বাবদ মোট ৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

(৭) আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ও বিশ্ব সম্মেলন

মাননীয় স্পীকার

১৩৪। বহিঃবিশ্বের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কসহ দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতা উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য। উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় অষ্টাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে রেল ও সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। এ ছাড়া, সন্ত্রাসবাদ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধ ইত্যাদি বিষয়ে আঞ্চলিক পর্যায়ে বিভিন্ন কৌশল ও কাঠামো নির্ধারণে আমরা বরাবরের মত নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছি। আমাদের নেতৃত্বে ডিসেম্বর ২০১৬ এ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে

অভিবাসন ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বৈশ্বিক ফোরাম (GFMD)-এর নবম শীর্ষ সম্মেলন, যা আমাদের প্রতি বিশ্ব নেতৃবৃন্দের আস্থার প্রতিফলন।

১৩৫। সেপ্টেম্বর ২০১৬ এ ৬২তম কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলন এবং মার্চ ২০১৭ এ ১৩৬তম ইন্টার- পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। এসব সম্মেলন আয়োজনের জন্য প্রতীকী বরাদ্দ রাখা হয়েছে মোট ৫০ কোটি টাকা।

(৮) জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ

মাননীয় স্পীকার

১৩৬। **জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা:** জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে Road Map for National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করেছি। এ ছাড়া, Road Map for Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA) ও Third National Communication (TNC) প্রণয়নের কাজ চলছে। এসব কর্ম- পরিকল্পনার মাধ্যমেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আমরা সমন্বিতভাবে অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করব। এ কার্যক্রমের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় আন্তর্জাতিক পর্যায়েও আমাদের বলিষ্ঠ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে।

১৩৭। **জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ:** প্রতিবেশী ভারত, নেপাল ও ভূটানকে নিয়ে আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় অবৈধ বন্যপ্রাণী শিকার ও পাচার রোধে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ছাড়া, বরেন্দ্র ও হাকালুকি হাওর এলাকার প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজনের (Econsystem based Adaptation) জন্য নতুন উন্নয়ন প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ‘বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন’ এর খসড়া আমরা প্রণয়ন করেছি। আশা করছি, ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের মধ্যে এটা আমরা চূড়ান্ত করতে পারব।

১৩৮। **বনায়ন ও বনভূমি সংরক্ষণ:** বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে উৎপাদন ও সংরক্ষণমুখী বন ব্যবস্থাপনা কৌশল আমরা গ্রহণ করেছি। উপকূলে জেগে ওঠা চর বনায়নের মাধ্যমে আগামী ৫ বছরে ৫০০ কি.মি. এলাকাজুড়ে সবুজ বেষ্টনী স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, একই সময়ের মধ্যে

দেশের স্থলভাগের প্রায় ৫ শতাংশ এবং উপকূলীয় ও সামুদ্রিক এলাকার ৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আইচি লক্ষ্যমাত্রা (Aichi Goals) অর্জনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩৯। **পরিবেশবান্ধব ইটভাটা সম্প্রসারণ:** আমাদের দেশে ইটভাটাগুলোতে সনাতনী পন্থায় ইট পোড়ানোর কারণে উপরিস্থ ভূমির অত্যধিক ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ ও জ্বালানি অপচয় হয়ে থাকে। এসব ইটভাটার কর্ম পরিবেশও ঝুঁকিপূর্ণ ও অস্বাস্থ্যকর। এ প্রেক্ষাপটে সনাতনী পন্থার পরিবর্তে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রসার হলে এসব সমস্যার সমাধান অনেকাংশেই সম্ভব। কিন্তু উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহারে ইটভাটার মালিকদের আর্থিক সক্ষমতা ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় আধুনিক প্রযুক্তির জ্বালানি সাশ্রয়ি চুল্লি স্থাপন কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ প্রস্তাব করছি। এ অর্থ ব্যবহারের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

(৯) আবাসন ও পরিকল্পিত নগরায়ন

মাননীয় স্পীকার

১৪০। **পরিকল্পিত নগরায়ন ও সৌন্দর্যবর্ধন:** পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে আমরা উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিয়েছি। ঢাকার বিদ্যমান ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান (DAP)-কে পর্যালোচনা করে আরও বাস্তবসম্মত ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ড্যাপ (২০১৬-২০৩৫) প্রণয়নের কার্যক্রমও আমরা গ্রহণ করেছি। পরিবেশ সংরক্ষণ, পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অবৈধ দখল হতে পুনরুদ্ধার করে সৌন্দর্যবর্ধন ও বিনোদনমূলক কর্মকান্ড সৃষ্টির লক্ষ্যে গৃহীত গুলশান-বনানী-বারিধারা লেক এবং উত্তরা লেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

১৪১। **আবাসন সুবিধা সম্প্রসারণ:** আবাসন সুবিধার সম্প্রসারণ এবং নাগরিক সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ঢাকার পূর্বাচলে ২৪ হাজার ৬৯৭টি আবাসিক প্লট এবং অন্যান্য সুবিধাসহ প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ঢাকার উত্তরায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ১৮ হাজার ৭৩২টি ফ্ল্যাট নির্মাণের কাজও চলমান রয়েছে।

(১০) তথ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ক্রীড়া

মাননীয় স্পীকার

১৪২। **তথ্য ও প্রচারণা:** জেলা পর্যায়ের প্রেস ও মিডিয়ার কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক জেলায় 'তথ্য কমপ্লেক্স' নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া, বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করার লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচারণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। পাশাপাশি, বাংলাদেশ বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র শিল্পের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণে আমাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

১৪৩। **ধর্ম:** ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা বিকাশের মাধ্যমে উদার ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সার্বজনীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় আমাদের সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর মান-মর্যাদা সুরক্ষা এবং নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে চলমান নানামুখী কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

১৪৪। ধর্মীয় সম্প্রীতির পরিবেশ নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। দেশে এখন প্রায় ২৪ হাজার মন্দির আছে। এর মধ্যে ৫ হাজার ৫০০ মন্দিরে শিশু শিক্ষার প্রকল্প চালু থাকায় এদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে ভালো। বাকিগুলোতে অধিকতর মেরামত ও সংরক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে। একটি 'হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট' অনেকদিন আগেই প্রতিষ্ঠা করা হয় যার সামান্য আয় থেকে সীমিত পরিসরে মন্দিরগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এছাড়া, নারায়নগঞ্জের লাঙ্গলবন্দ হিন্দু সম্প্রদায়ের একটি তীর্থস্থান, যেখানে প্রতিবছর দেশ-বিদেশের অগণিত হিন্দু ধর্মাবলম্বী পুণ্যস্নান করে থাকেন। তীর্থস্থানটিতে পুণ্যার্থীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সম্প্রসারণের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়ে ২০১৬-১৭ বাজেটে ২০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১৪৫। **সংস্কৃতি:** বাংলাদেশের সংস্কৃতিই হলো এ জাতির অসাম্প্রদায়িক, ইহজাগতিকতা ও নান্দনিকতার ভিত্তিপ্রস্তর। এ সাংস্কৃতিক চেতনাই জাতির ঐতিহ্য সংরক্ষণ, সাহিত্য বিকাশ ও সুকুমারবৃত্তির বহি:প্রকাশে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আবহমান ধারায় আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সকল অঙ্গণে অবদান রাখতে সচেষ্ট আছি। ফেব্রুয়ারি মাসের ভাষা সংগ্রামের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা মাসব্যাপী সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মেলা আয়োজন করে থাকি। বাংলা

একাডেমি আয়োজিত মেলার পরিসর আমরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সম্প্রসারণ করেছি। এ ছাড়া, জাতীয় ঐতিহ্যের স্মৃতিচিহ্ন বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, বগুড়ার মহাস্থানগড়, নওগাঁর পাহাড়পুর ও দিনাজপুরের কান্তজিউ'র মন্দির সংলগ্ন পুরাকীর্তি সংরক্ষণ কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। আগামী দিনে ঐতিহাসিক এলাকা বা নিদর্শনের রক্ষণাবেক্ষণ অথবা মেরামত করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য সরকার প্রস্তুত থাকবে।

১৪৬। **ই-বুক:** সাধারণ মানুষকে বই পড়ার সুযোগ করে দেয়ার লক্ষ্যে ছয়টি জেলায় পাবলিক লাইব্রেরি নির্মাণের পাশাপাশি পুরাতন পত্র-পত্রিকার ডিজিটালাইজেশন এবং নির্বাচিত পুস্তকসমূহ ই-বুকে রূপান্তরের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করেছি।

১৪৭। **ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী:** ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে হালুয়াঘাট, দিনাজপুর ও নওগাঁতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক একাডেমি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, দেশিয় শিল্প ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ প্রকল্প আমরা গ্রহণ করেছি।

১৪৮। **যুব ও ক্রীড়া:** জাতি গঠনে যুব সমাজ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই এদের সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ কর্মী বাহিনীতে পরিণত করা এবং তাদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে। অন্যদিকে, তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া প্রতিভা অন্বেষণ এবং নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ খেলোয়াড় তৈরি ও ক্রীড়া উন্নয়নে যথাযথ অবকাঠামোগত সুবিধা সৃষ্টির চলমান কাজ অব্যাহত থাকবে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের জন্য ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

(১১) নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা

১৪৯। জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষা এবং নির্বিঘ্ন ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য দক্ষ, শক্তিশালী ও আধুনিক মন-মানসিকতা সম্পন্ন আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। পুলিশবাহিনীতে ৫০ হাজার পদ সৃজন ও নিয়োগের কাজ

এগিয়ে চলছে। এ ছাড়া, চলতি অর্থবছরে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'–এ প্রথম বারের মতো ১০০ জন মহিলা সদস্য নিয়োগ দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। এছাড়া, সেনা, নৌ, বিমান ও সীমান্ত রক্ষায় নিয়োজিত বাহিনীর সামর্থ্য ও কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এসব বাহিনীর আধুনিকায়নে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

(১২) আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারসহ আইকনিক টাওয়ার

১৫০। এবার আমি আমার একটি স্বপ্নের কথা বলতে চাই। আমার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নে প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ও জনবান্ধব একটি বিশেষ প্রকল্প সম্পর্কে সবাইকে বলব। আপনারা জানেন, পূর্বাচল ও এর নিকটস্থ এলাকা নিয়ে একটি স্বতন্ত্র মহানগর গড়ে তোলার উদ্যোগ ইতোমধ্যে নেয়া হয়েছে। এ মহানগরে পিপিপি'র আদলে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে চিন্তা- ভাবনা করছি। এর মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, একটি আধুনিক স্পোর্টস কমপ্লেক্স ও ১৪২তলা বিশিষ্ট আইকনিক টাওয়ার স্থাপন করা হবে। কনভেনশন সেন্টারের মূল মিলনায়তনে ৫ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা থাকবে এবং স্পোর্টস কমপ্লেক্সের মূল স্টেডিয়ামের ধারণ ক্ষমতা হবে ৫০ হাজার। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে এতদঞ্চলে কর্মসংস্থানসহ ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার হবে। অর্থনৈতিক কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হবে। প্রকল্পের সুফল পাবে সকল পর্যায়ের জনগণ। উপরন্তু, দেশি- বিদেশি সবার কাছেই স্থাপনাগুলো বিশেষভাবে আকর্ষণীয় ও দৃষ্টিনন্দন স্থান হিসেবে সমাদৃত হবে। এজন্য আমাদের ৭০ একর জমি ক্রয় করতে হবে এবং এ এলাকাকে জাতীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। এর সম্ভাব্য ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হবে। আশা করা যায় যে, ২০১৮ সালে এ প্রকল্পটি সম্পন্ন হবে।

অষ্টম অধ্যায়

সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন

মাননীয় স্পীকার

১৫১। বাজার ব্যবস্থায় জনগণের ব্যক্তিগত সম্পদ ও বিনিয়োগের প্রাপ্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং গণদ্রব্য ও সেবায় নির্বিঘ্ন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন জরুরি। এ লক্ষ্যে প্রচলিত বিধি-বিধান, কর্মপদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সক্ষমতা, জবাবদিহিতা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রেখেছি। এ ছাড়া, প্রতিবছরই আমরা কিছু নতুন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করি। এর একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র আপনার মাধ্যমে মহান সংসদের সামনে তুলে ধরছি।

১৫২। **সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়ার উদ্দেশ্যে Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) 2015- মূল্যায়ন সম্পন্ন করেছি। এ মূল্যায়ন এবং আমাদের পরিকল্পনা দলিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট পথনকশা বিবেচনায় নিয়ে শীঘ্রই চূড়ান্ত করতে যাচ্ছি 'সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল ২০১৬-২১'। ভবিষ্যৎ সংস্কার কার্যক্রম সুপরিকল্পিতভাবে বাস্তবায়নে এ কৌশল আমাদের সহায়তা করবে। এতে তিনটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছি, যা হল রাজস্ব আহরণের সক্ষমতা বাড়ানো, বাজেট ও হিসাবের নতুন শ্রেণিবিন্যাস কাঠামো (Budget and Accounts Classification System, BACS) বাস্তবায়ন, এবং বাজেট প্রণয়ন ও হিসাবায়নে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি বা Integrated Budget and Accounting System (iBAS++) এর ব্যবহার। পাশাপাশি, নিরীক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সরকারি ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে আমাদের চলমান উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

১৫৩। এ প্রসঙ্গে আমি আরও উল্লেখ করতে চাই, সরকারি অর্থায়নে অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন একটি কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা iBAS++ এবং BACS বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। ইতোমধ্যে iBAS++ ব্যবহার করে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন সম্পন্ন করেছি। এ ছাড়া, এ কর্মসূচির আওতায় আমরা

তৈরি করেছি বেতন ও পেনশন নির্ধারণের অনলাইন পদ্ধতি। নতুন জাতীয় বেতন স্কেল জারির পর সকল পেনশনার ও সরকারি কর্মচারী এ পদ্ধতি ব্যবহার করেই তাঁদের বেতন নির্ধারণ করছেন। আমি আশা করছি, এর মাধ্যমে সরকারি কর্মচারী ও পেনশনারদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তথ্যভান্ডার তৈরির কাজ অচিরেই সম্পন্ন হবে।

১৫৪। 'সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংস্কার কৌশল'-এর আওতায় রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালন ও কার্যসম্পাদন পদ্ধতির উন্নয়নে কিছু কাজ শুরুর কথা আমরা ভাবছি। কাজগুলো হলো- এসব প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সমন্বিত আর্থিক প্রতিবেদন কাঠামো তৈরি, বিদ্যমান আইনি কাঠামো পরীক্ষাপূর্বক সরকারের মালিকানা ও লভ্যাংশ নীতি মূল্যায়ন, আর্থিক কর্মকৃতি ও রাজস্ব ঝুঁকির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বাজেট নির্ধারণ ইত্যাদি। পাশাপাশি, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও বিধিমালা পরীক্ষা- নিরীক্ষা করারও আমাদের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টির মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত দীর্ঘমেয়াদি অনমনীয় প্রকৃতির বিদেশি ঋণের সুদ ও বিনিময় হার 'ঝুঁকি প্রশমন তহবিল' গঠনের সম্ভাব্যতা নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করছি।

১৫৫। **পেনশন:** বর্তমানে আমাদের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ৫ শতাংশ সরকারি চাকুরিতে নিয়োজিত আছেন, যাঁদের জন্য পেনশন সুবিধা রয়েছে। অন্যদিকে, ব্যক্তিখাতের ৯৫ শতাংশের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত প্রায় ৮ শতাংশের কিছু অংশ গ্রাচ্যুইটি সুবিধা পেলেও বাকিদের জন্য কোন পেনশন বা গ্রাচ্যুইটি নেই।

১৫৬। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস ও গড় আয়ু বৃদ্ধির কারণে জনমিতিক কাঠামো পরিবর্তিত হচ্ছে। এতে প্রবীণদের সংখ্যা এবং মোট জনগোষ্ঠীতে এর অনুপাত ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে, নগরায়নের কারণে একক পরিবারের সংখ্যাও বাড়ছে, যা ভবিষ্যতে প্রবীণদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে নিরাপত্তাহীন হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি করছে। সরকারের একার পক্ষে এ ঝুঁকি মোকাবেলা দুরূহ হবে। এ প্রেক্ষাপটে সকল শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীসহ প্রবীণদের জন্য একটি সার্বজনীন ও টেকসই পেনশন পদ্ধতি প্রবর্তন এখন সময়ের দাবি।

১৫৭। এ লক্ষ্যে আমরা পেনশন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনার কথা ভাবছি। এতে ভবিষ্যতে যোগদানকারী সকল সরকারি চাকুরিজীবীর জন্য বিদ্যমান পেনশন পদ্ধতি পরিবর্তন করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পেনশন পদ্ধতি চালু করব।

পর্যায়ক্রমে, আধা-সরকারি ও ব্যক্তিখাতে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং অনানুষ্ঠানিক বা স্ব-কর্মসংস্থানে নিযুক্ত কর্মজীবীসহ সকল স্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য সরকার নিয়ন্ত্রিত একটি সমন্বিত কাঠামোর আওতায় সার্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা প্রণয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ডিপিএস ব্যবস্থা যেভাবে বেসরকারি খাতে একটি পেনশন সুযোগ করে দিয়েছে, এখন এটাকে সার্বজনীন করার জন্য কি ব্যবস্থা নেয়া যায় সেটিই হবে নতুন পরিকল্পনার ভিত্তি। এ ব্যবস্থায় একদিকে যেমন প্রবীণদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হবে, অন্যদিকে দেশের আর্থিক খাতের গভীরতা নিশ্চিতসহ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ চাহিদা পূরণে সহায়ক তহবিল সৃষ্টি করবে।

১৫৮। **জনপ্রশাসন:** রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিসহ ই-গভর্নেন্স প্রবর্তনে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। ইতোমধ্যে জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা সংশোধন করা হয়েছে। সকল সরকারি দপ্তরে ই-সেবার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে ই-ফাইলিং বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের প্রশিক্ষণও দেয়া হচ্ছে। ই-সেবার আওতায় জমির পর্চা, আদেশের নকল, বিভিন্ন ফরম ও তথ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। দ্রুততার সাথে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের কাজও চলমান রয়েছে।

১৫৯। প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ ও সময়াবদ্ধ কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে এ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়েও সম্প্রসারণ করা হবে। এর আওতায় প্রতিটি মন্ত্রণালয় ও দপ্তর বছরে একটি সেবা সহজীকরণ করবে এবং একটি ই-সেবা তৈরি করবে যা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার হতে প্রদান করা হবে। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সার্বিক উদ্যোগের সহায়ক কৌশল হিসেবে ইতোমধ্যে ‘জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল’ প্রণীত হয়েছে। এর আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৫৭টি চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানে শুদ্ধাচারের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও ত্রৈমাসিকভিত্তিতে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ছাড়াও সকল চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানে এ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ করা হবে। পাশাপাশি, জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সকল সরকারি দপ্তরে ‘স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা প্রণয়ন সহায়ক’ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

১৬০। **আইনের শাসন:** মামলা নিষ্পত্তি জোরদারকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং ২৮টি জেলা জজ আদালত ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে। মামলার দীর্ঘসূত্রতা, হয়রানি ও অহেতুক কালক্ষেপণ লাঘবে 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি' ইতোমধ্যে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। একই সাথে, জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারকে বিকল্প পদ্ধতিতে মামলা নিষ্পত্তির ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। আশা করছি, এতে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে। এ ছাড়া, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধের বিচারের উদ্দেশ্যে একটি 'সাইবার ক্রাইম ট্রাইব্যুনাল' গঠন করা হয়েছে।

১৬১। আইনি সেবায় গণমানুষের প্রবেশাধিকার বাড়াতে নানা কার্যক্রমও চলছে। একদিকে, ন্যাশনাল লিগ্যাল এইড অর্গানাইজেশনের আওতায় একটি সেল গঠনের মাধ্যমে শ্রমিকদের আইনি পরামর্শ ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে, অস্বচ্ছল জনগোষ্ঠীকে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, দক্ষ ও অভিজ্ঞ আইনজীবীদের এ কার্যক্রমে আকৃষ্ট করতে প্যানেল আইনজীবীদের ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৬২। **ভূমি ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও রেকর্ড সংরক্ষণ:** জনবান্ধব ভূমি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনা, জরিপ ও রেকর্ড আধুনিকায়নে আমরা বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছি। ইতোমধ্যে ১৫২টি উপজেলার ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপসম্বলিত প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। ২য় পর্যায়ে আরও ৩০১টি উপজেলায় এ কার্যক্রম চলছে। জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত ১৭২টি উপজেলার ল্যান্ড জোনিং প্রতিবেদন ও GIS Based Digital Land Zoning Map মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পার্বত্য উপজেলাসমূহে এ কার্যক্রম শীঘ্রই শুরু হবে।

১৬৩। ২০২০ সালের মধ্যে সকল উপজেলায় ভূমি সেবাসমূহ ডিজিটাইজেশন করার বিষয়ে গত বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। ইতোমধ্যে ৭টি জেলার ৪৫টি উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২০টি উপজেলায় ভূমি তথ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করি, আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে এসব সেবা কেন্দ্র স্থাপন সম্পন্ন হবে। এ ছাড়া, ডিজিটাল

পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৫৫টি জেলার বিদ্যমান খতিয়ানসমূহ কম্পিউটারাইজ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ঢাকা ও নরসিংদী জেলার ৫৩টি মৌজায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকশা ও খতিয়ান প্রণয়নের কাজও এগিয়ে চলেছে। পাশাপাশি, ৩টি উপজেলায় প্রচলিত খতিয়ানের পরিবর্তে ভূমি মালিকানা সনদ প্রবর্তনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, খাস পুকুর ও জলমহালের তথ্যভান্ডার তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও স্যাটেলাইট থেকে প্রাপ্ত ম্যাপ ও বিদ্যমান ভূমি রেকর্ডের সমন্বয়ে স্বল্প সময়ে নতুন ভূমি ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। নতুন ব্যবস্থায় প্রত্যেক পরিবার একটি ভূমি সনদ পাবে, যেখানে তার অবস্থান ও অধিকারের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ বর্ণিত থাকবে এবং যে কোন অবস্থান বা অধিকার নির্দিষ্ট নীতিমালার অধীনে পরিবর্তন তাৎক্ষণিক সংশোধিত হবে।

১৬৪। **আর্থিক খাত:** আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম আমরা অব্যাহত রেখেছি। বিশেষ নজর দিয়েছি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সংস্কারের বিষয়ে। এসব ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হচ্ছে। একই সাথে, পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সঙ্গে এদের সমঝোতা স্মারক ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগের পাশাপাশি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গাইডলাইন হালনাগাদকরণের কাজ চলছে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। অনলাইন ব্যাংকিং সেবার আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এসব ব্যাংকের শাখাগুলোকে ক্রমান্বয়ে 'কোর ব্যাংকিং সলিউশন' এর আওতায় আনার কাজ চলছে। এ বছর থেকে খেলাপি ও অবলোপনকৃত ঋণের শীর্ষ- ২০টি হিসাবও তদারকি করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে, ব্যাংক খাতে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম রীতির সাথে সঙ্গতি রেখে BASEL III বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

১৬৫। আন্তঃব্যাংক লেনদেন দ্রুত ও ঝুঁকিমুক্ত রাখার লক্ষ্যে রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট ব্যবস্থা (RTGS) চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় স্থানীয় মুদ্রার পাশাপাশি পাঁচটি বিদেশি মুদ্রার লেনদেন চালুর বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক কাজ করছে। ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) এর আওতায় কার্ডভিত্তিক লেনদেনও শুরু হয়েছে।

১৬৬। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জনস্বার্থ সংস্থাসমূহের ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিংকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত কাঠামোর আওতায় আনয়ন, হিসাব ও নিরীক্ষা পেশার প্রমিতমান প্রণয়ন, প্রতিপালন, বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিল গঠনের বিষয়ে অনেকদিন ধরে কাজ করছিলাম। খুশির বিষয় হল, এ কাউন্সিল গঠনে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং আইন, ২০১৫ পাশ করেছি। কিন্তু কাউন্সিলটি এখনও প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। এ কাজটি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।

১৬৭। **পুঁজিবাজার:** পুঁজিবাজারের শৃঙ্খলা বজায় রাখা, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষা, সিকিউরিটিজ আইন প্রতিপালন ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতোমধ্যে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Public Issue) Rules, 2015 প্রণীত হয়েছে। এতে অভিহিত মূল্যে আইপিও'র জন্য ফিক্সড প্রাইস পদ্ধতি এবং প্রিমিয়ামসহ আইপিও'র জন্য বুকবিল্ডিং পদ্ধতির বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়েছে। বছরে প্রায় ১৪ হাজার কোটি টাকা উত্তোলিত হয়ে নানা খাতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। নিরীক্ষা কার্যক্রমে শৃঙ্খলা আনয়নে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর জন্য নিরীক্ষকদের একটি প্যানেল প্রকাশ করা হয়েছে। এ ছাড়া, পুঁজিবাজার সম্পৃক্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য গঠিত স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীদের জন্য গঠিত সহায়তা তহবিল হতে এ পর্যন্ত ৬৩৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে বিএসইসি'র সঙ্গে ভারতের সিকিউরিটিজ ও একচেঞ্জ বোর্ডের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে, যা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া, পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন ও সংস্কারের জন্য এডিবি'র সহায়তায় একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। নিয়মমাফিক পরিচালিত পুঁজিবাজারে স্থিতিশীলতা এসেছে। পুঁজিবাজার আর্থিক খাতের একটি স্তম্ভ হিসেবে বিকশিত হবার জন্য প্রস্তুত। আশা করা যায়, ফটকাবাজির অবসান ও নির্মূলের ফলে বাজারটি এবারে জেগে উঠবে।

১৬৮। **বীমা:** আমাদের বীমাখাত ক্রমশই সম্প্রসারিত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে পলিসি গ্রাহকের সংখ্যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ৬৫ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। বীমা খাতে এ প্রবৃদ্ধির ধারা

অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কার অব্যাহত রেখেছি। দেশের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে বীমার আওতায় আনতে ১০০ টাকার মাসিক প্রিমিয়ামে সামাজিক নিরাপত্তা বীমা চালু করা হয়েছে। এ ছাড়া, উপকূলীয় মৎসজীবী, নির্মাণ, মোটরযান ও গার্মেন্টস শ্রমিক, দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মাঝি, জেলে ও কৃষক এবং প্রবাসীদের কল্যাণে বিশেষ বীমা স্কীম চালু করা হয়েছে। এ খাতের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য বীমা, মৎস্য ও পশুসম্পদের বীমা, আবহাওয়া- সূচকভিত্তিক শস্য বীমা এবং বীমা খাতসংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধি। আশা করছি, এসব কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে দেশের অর্থনীতিতে বীমা খাতের অবদান বাড়বে।

১৬৯। **পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা:** পেশাদারিত্বসম্পন্ন, কার্যকর ও দক্ষ একটি পরিসংখ্যান পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা ইতোমধ্যে National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) প্রণয়ন করেছি। এর মাধ্যমে জাতীয় পরিসংখ্যান পদ্ধতির সার্বিক উন্নয়ন ও প্রমিতকরণ, জাতীয় আয় নিরূপণ পদ্ধতি আধুনিকায়ন এবং তথ্যভান্ডার যুগোপযোগী হবে। এ কৌশল বাস্তবায়িত হলে নির্ভরযোগ্য অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, ফলপ্রসূ জাতীয় নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

১৭০। ইতোমধ্যে জিডিপি, ভোক্তা মূল্য সূচক, শিল্প উৎপাদন সূচক ও মজুরি হার সূচকের উপাত্ত সংকলন ও প্রকাশের সময়- ব্যবধান কমিয়ে আনা হয়েছে। এ ছাড়া, খানা আয়- ব্যয় জরিপের অধীনে প্রথমবারের মত জেলাভিত্তিক দারিদ্র্য পরিমাপের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পাশাপাশি, ত্রৈমাসিকভিত্তিতে শ্রমশক্তি জরিপের কার্যক্রম চলছে। এ ছাড়া, জিডিপি'র হিসাব ত্রৈমাসিকভিত্তিতে প্রণয়নের জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ আগামী অর্থবছরে শুরু করব।

নবম অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম: জনকল্যাণে রাজস্ব

মাননীয় স্পীকার

১৭১। এবার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত পরিকল্পনা ও প্রস্তাব মহান সংসদে উপস্থাপন করব। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ১ লক্ষ ৭৭ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের লক্ষ্যমাত্রা ১ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা। আশা করা যায়, অর্থবছর শেষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড চলমান অর্থবছরে অতিরিক্ত তৎপরতা দেখিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে ১ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা আদায় করতে সমর্থ হবে।

১৭২। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আদায়ের প্রাক্কলন হচ্ছে ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে আদায় করতে হবে ২ লক্ষ ৩ হাজার ১৫২ কোটি টাকা। এটি আসলেই উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা। বর্তমান অর্থবছরের সংশোধিত লক্ষমাত্রার তুলনায় এ হার হবে ৩৫.৪ শতাংশ বেশি। এ অর্থ আদায় হবে মূলত চারটি সূত্র হতে- আয়কর, মূসক (ভ্যাট), সম্পূরক শুল্ক ও আমদানি শুল্ক। লক্ষ্যমাত্রা কিছুটা উচ্চাভিলাষী হলেও তা অর্জন করার মত জনবল ও সক্ষমতা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের রয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কাস্টমস, ভ্যাট ও আয়কর বিভাগে জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। এছাড়া তিনটি বিভাগেই অটোমেশনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে আশা করা যায় যে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আগামী অর্থবছরে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

১৭৩। জাতীয় জীবনে রাজস্ব- বান্ধব সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার জন্য বিগত ৭ বছর ধরেই আমরা বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাচ্ছি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবার এ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার নতুন উদ্যোগ হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের সঙ্গে পার্টনারশীপ ডায়ালগ করেছে। দেশের যুব সম্প্রদায় বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা VAT checkers' application-এর মতো Software তৈরি করেছে। একই সঙ্গে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তিনটি গোয়েন্দা সংস্থা যথা- কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা

সেল, শুল্ক গোয়েন্দা ও ভ্যাট গোয়েন্দা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়া, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এফবিসিসিআই ও ঢাকাভিত্তিক ব্যবসায়ী সংগঠনসহ বিভাগীয় চেম্বার ও ব্যবসায়ী সংগঠনের মতামত নিয়েছে। টেলিভিশন চ্যানেল মালিকগণের সংগঠন, পত্রিকার মালিক সংগঠন এবং অর্থনীতিবিদ ও পেশাজীবীদের সাথেও আলোচনা করেছে। তাদের এই উদ্যোগের ফলে তারা কর ও শুল্কের জন্য তিন হাজারের মত প্রস্তাব পেয়েছে। এত বেশি প্রস্তাব এর আগে কোন দিন আসেনি।

১৭৪। সারাবিশ্বের মধ্যে কর-জিডিপি'র অনুপাত বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্নস্তরে রয়েছে, বর্তমানে যা হলো জিডিপি'র ১০.৩ শতাংশ। আমাদের প্রতিবেশি দেশগুলোতে এ হার ২০ থেকে ৩২ শতাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত সংযত। আমাদের চলতি মেয়াদের শেষ বছরে এটি ১৫.৩ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এজন্য সবচেয়ে কার্যকরী উপায় হবে অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসা এবং সে ব্যাপারে আমি সরকারের সকল সচিবদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তবে করদাতার সংখ্যা লজ্জাকর। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে করদাতার সংখ্যা বর্তমানের ১২ লক্ষ থেকে আগামী বছরেই ১৫ লক্ষে উন্নীত করা। কর ব্যবস্থাকে সহজীকরণ এবং অটোমেশনের সহায়তায় কর প্রদানে জনগণের অনীহা দূরীকরণের প্রচেষ্টা আমরা প্রতিবছরই করে থাকি। এবারে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের আওতায় মূল্য সংযোজন কর (মূসক) সম্পূর্ণ অটোমেটেড হবে। আয়করের ক্ষেত্রেও ইটিআইএন চালুর ফলে করদাতারা অনলাইনে সেবা পাচ্ছেন। অন্যদিকে, কাস্টমস বিভাগে ASYCUDA World পদ্ধতির পাশাপাশি National Single Window (NSW) স্থাপন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ীদের প্রণোদনা ও তাদের বাণিজ্য কার্যক্রমকে সহজ এবং গতিশীল করার উদ্দেশ্যে রাজস্ব বোর্ড Authorized Economic Operator (AEO) ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে।

১৭৫। World Trade Organization (WTO) এর অন্যতম সদস্য দেশ হিসেবে আমরা Trade Facilitation Agreement (TFA) এ স্বাক্ষর করেছি। World Bank, ADB ও USAIDসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় TFA বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। TFA বাস্তবায়িত হলে ব্যবসায়ীদের আমদানি-রপ্তানিতে ব্যয় ও সময় দু'টোই কমে আসবে। সে লক্ষ্যে কাস্টমস বিভাগে আধুনিকায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

১৭৬। কর ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী বছরের উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় অনেক সরলীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন উপায়ে প্রশাসনিক সংস্কার অনেক দূর এগিয়েছে। কর আদায়কারীর সেবাদান ভূমিকাটিকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং কর প্রদানে হয়রানি ও জটিলতা পরিহারে নানা পদক্ষেপ কার্যকর হয়েছে। নতুন করে মূল্য সংযোজন কর আইন প্রণয়ন করা হয় ২০১২ সালে এবং সেটা ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা হবে। প্রত্যক্ষ কর আইন অনেক দিন ধরেই ওয়েবসাইটে আছে এবং এ বছরে আইনটি পাসের উদ্যোগ নেবার কথা ছিল। তবে আমরা ইতোমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, এ আইনটি জুলাই ২০১৮ সালে পাস করা হবে।

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

মাননীয় স্পীকার

১৭৭। আমরা জানি যে, আয়কর হলো সর্বোত্তম কর ব্যবস্থা। এতে আয়ের অনুপাতে করহার বৃদ্ধি পায়, যা সম্পদ বণ্টনে মূল্যবান অবদান রাখে। এক সময় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ উৎস হতে আদায় করত মোট রাজস্বের ১০ শতাংশেরও কম। বর্তমানে এ উৎস হতে আদায়ের পরিমাণ ৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ হারকে ২০২০-২১ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা আমরা নির্ধারণ করেছি। প্রত্যক্ষ এ করের সংস্কারে মোট সাতটি নীতিনির্ধারণী ক্ষেত্র চিহ্নিত করে তার আলোকে আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। ক্ষেত্রগুলো হলো: (১) রাজস্ব যোগান, (২) সমতা ও ন্যায্যতা বিধান, (৩) প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা, (৪) সামাজিক দায়িত্ব পালন, (৫) কর পরিপালন বৃদ্ধি ও করফাঁকি রোধ, (৬) কর ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চার প্রবর্তন, এবং (৭) কর ব্যবস্থার সহজীকরণ ও কর আইনের প্রায়োগিক কার্যকারিতা বৃদ্ধি।

১৭৮। গত বছরে করমুক্ত আয়ের সীমা ছিল ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং বিভিন্ন ধরনের করদাতাদের জন্য এ সীমার কিছু পরিবর্তন করার সুযোগ ছিল। আগামী বছরে এ করহারে কোন পরিবর্তন আনা হচ্ছে না। সারণি ৬- এ কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য করহার উল্লেখ করা হলো:

সারণি- ৬: কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্যান্য করদাতাদের জন্য করহার

(ক)	**করমুক্ত আয়ের সীমা:**	
	করদাতা	**করমুক্ত আয়ের সীমা (টাকায়)**
	সাধারণ করদাতা	২ লক্ষ ৫০ হাজার
	মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৩ লক্ষ
	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার
	গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৪ লক্ষ ২৫ হাজার
(খ)	**সাধারণ করহার:**	
	মোট আয়	**করহার**
	প্রথম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	শূন্য
	পরবর্তী ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১০ শতাংশ
	পরবর্তী ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	১৫ শতাংশ
	পরবর্তী ৬ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	২০ শতাংশ
	পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর -	২৫ শতাংশ
	অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর-	৩০ শতাংশ
(গ)	**বিশেষ করহার: সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার করহার**	
	সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ব্যবসা হতে অর্জিত আয়	৪৫ শতাংশ
(ঘ)	**বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার করহার:**	
	বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশী ব্যতীত) এইরূপ ব্যক্তি শ্রেণিভুক্ত করদাতার অর্জিত আয়	৩০ শতাংশ
(ঙ)	**নিবন্ধিত সমবায় সমিতির করহার:**	
	নিবন্ধিত সমবায় সমিতির অর্জিত আয়	১৫ শতাংশ

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

১৭৯। **ন্যূনতম কর:** বিদ্যমান আইনে ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এবং সিটি কর্পোরেশনের বাইরের অন্যান্য এলাকার কোম্পানি করদাতা ব্যতীত অন্য করদাতাদেরকে যথাক্রমে ৫ হাজার, ৪ হাজার ও ৩ হাজার টাকা ন্যূনতম কর পরিশোধ করতে হয়। অঞ্চলভিত্তিক ন্যূনতম করের এ হার বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

১৮০। **কোম্পানি করহার:** পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির বিদ্যমান করহার ২৫ শতাংশ। নন- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানির জন্য এ করহার ৩৫ শতাংশ। অন্যান্য ক্ষেত্রে শ্রেণিভেদে করহার কিছুটা বেশি রয়েছে। বাংলাদেশের কোম্পানি করহার বর্তমানে বেশ যৌক্তিক পর্যায়ে রয়েছে বিধায় আমি বিদ্যমান কোম্পানি করহার বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। তবে বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোম্পানির করহার সিগারেট প্রস্তুতকারকের অনুরূপ ৪৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

সারণি ৭: কোম্পানি করহার

বিবরণ	বিদ্যমান হার	প্রস্তাবিত হার
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	২৫ শতাংশ	২৫ শতাংশ
নন- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৩৫ শতাংশ	৩৫ শতাংশ
পাবলিকলি ট্রেডেড -ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (মার্চেন্ট ব্যাংক ব্যতীত)/ সরকার কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪০ শতাংশ	৪০ শতাংশ
নন- পাবলিকলি ট্রেডেড- ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৪২. ৫ শতাংশ	৪২.৫ শতাংশ
মার্চেন্ট ব্যাংক	৩৭. ৫ শতাংশ	৩৭. ৫ শতাংশ
সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ
বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	২৫ বা ৩৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ
মোবাইল ফোন:		
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৪০ শতাংশ	৪০ শতাংশ
নন- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি	৪৫ শতাংশ	৪৫ শতাংশ
লভ্যাংশ আয়	২০ শতাংশ	২০ শতাংশ

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

১৮১। **কোম্পানি ও ফার্মের ন্যূনতম কর:** করপোরেট করদাতারা প্রায়ই নানা উপায়ে এবং নানা অজুহাতে কর দেন না অথবা কম কর দেন এবং বিভিন্ন অব্যাহতি ও রেয়াতের সুযোগ নেন। ন্যূনতম পর্যায়ে কর আদায়ের জন্য অন্যান্য দেশের উদাহরণ অনুসরণ করে আমরা বর্তমানে যে কোন কোম্পানি বা ৫০ লক্ষ টাকার অধিক গ্রস প্রাপ্তি আছে এরূপ কোন ফার্মের গ্রস প্রাপ্তির উপর অভিন্ন ০.৩ শতাংশ হারে ন্যূনতম কর আরোপ করে থাকি। এটি মোটেই যথাযথ নয়। সেজন্য এবারে সিগারেট, বিড়ি, জর্দাসহ তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতা, মোবাইল ফোন অপারেটর এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে তাদের গ্রস প্রাপ্তির উপর ন্যূনতম করহার নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি যথাক্রমে ১ শতাংশ, ০.৭৫ শতাংশ ও ০.৬ শতাংশ। তবে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রথম তিন বছরের ক্ষেত্রে বিদ্যমান এ হার ০.১ শতাংশে অপরিবর্তিত থাকবে।

১৮২। সিগারেট ব্যতীত তামাক জাতীয় অন্যান্য নিকৃষ্ট পণ্য হতে অর্জিত করযোগ্য আয় ছিল খুবই কম। তবে দেখা যাচ্ছে যে, এ ধরনের তামাক সেবনের হারও অনেক কমে গেছে এবং নিম্নমানের সিগারেটের গ্রাহক সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। এ বাস্তবতা বিবেচনা করে তামাকের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে সিগারেটের মত বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবসা হতে অর্জিত করযোগ্য আয়ের উপর ৪৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব করছি।

১৮৩। **উৎস কর:** উৎস করে কয়েকটি ক্ষেত্রে করহার যৌক্তিক করা এবং প্রগ্রেসিভ হার প্রবর্তন করার প্রস্তাব করছি। একই সঙ্গে উৎস করে ফাঁকি রোধে উৎস করের রিটার্ন অডিট ও মনিটরিং জোরদার করার প্রস্তাব করছি।

সমতা ও ন্যায্যতা

১৮৪। **সারচার্জ:** বাংলাদেশে গত দুই দশক থেকে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের উপরে রয়েছে। তাতে অতি দরিদ্র এবং দরিদ্রের সংখ্যা কমলেও আয় বৈষম্য একটি সমস্যা হিসেবে বিরাজ করছে। এই বৈষম্য নিরসনের জন্য সারচার্জের হার পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করছি। নিম্নোক্ত সারণি-৮ এ নীট পরিসম্পদের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত আরোপিত সারচার্জের হার দেয়া হলো:

সারণি ৮: ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের প্রদর্শিত মূল্যের ভিত্তিতে আরোপিত সারচার্জের হার

নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ও সারচার্জের হার (আয়করের শতকরা হারে)	
বিদ্যমান	**প্রস্তাবিত**
২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত -- শূন্য	২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত -- শূন্য
২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক নয়-- ১০ শতাংশ	২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার অধিক কিন্তু ৫ কোটি টাকার অধিক নয় -- ১০ শতাংশ
১০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার অধিক নয়-- ১৫ শতাংশ	৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১০ কোটি টাকার অধিক নয় -- ১৫ শতাংশ
২০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ৩০ কোটি টাকার অধিক নয় -- ২০ শতাংশ	১০ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ১৫ কোটি টাকার অধিক নয় -- ২০ শতাংশ
৩০ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের জন্য -- ২৫ শতাংশ	১৫ কোটি টাকার অধিক কিন্তু ২০ কোটি টাকার অধিক নয় -- ২৫ শতাংশ
	২০ কোটি টাকার অধিক যে কোন অংকের জন্য -- ৩০ শতাংশ

উৎস: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

নীট পরিসম্পদের মূল্যমান ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করলে ন্যূনতম সারচার্জের পরিমাণ ৩ হাজার টাকা বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা

১৮৫। **তৈরি পোশাক শিল্প:** তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি খাতগুলোর অন্যতম। দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে এ শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানে তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে এ খাতটিকে সব সময় উল্লেখযোগ্য কর সুবিধা প্রদান করা

হয়েছে। তার ধারাবাহিকতায় তৈরি পোশাক শিল্প খাতের করপোরেট করহার ৩৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

১৮৬। **আবাসন খাত:** বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। রাজধানী ঢাকাসহ সিটি কর্পোরেশনগুলোতে সুযোগ- সুবিধা বেশি থাকায় জনসংখ্যার বড় অংশ নগরমুখী। ফলে নগরগুলোর উপর চাপ বাড়ছে। পরিকল্পিত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও সামাজিক স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে জেলা শহরগুলোকে আরও আকর্ষণীয় করা গেলে একদিকে বড় নগরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ কমবে, অন্যদিকে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন সাধিত হবে। দেশের জনসংখ্যার তুলনায় ভূমির স্বল্পতা থাকার প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত ও স্বল্প আয়তনের আবাসনের বিষয়ে সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে সিটি কর্পোরেশনের বাইরে আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন এবং দেশের যে কোন স্থানে ছোট আবাসন নির্মাণের ক্ষেত্রে রিয়েল এস্টেট খাতকে হ্রাসকৃত উৎস করের সুবিধা দেয়ার প্রস্তাব করছি।

১৮৭। প্রবৃদ্ধি ও ব্যবসায়ে সহায়তা করার জন্য আরও যেসব প্রস্তাব রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

ক) ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ (SME) এর কর অব্যাহতির সীমা বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা টার্নওভার থেকে বাড়িয়ে ৩৬ লক্ষ টাকা করা;

খ) পুঁজিবাজারের মার্জিন ঋণ ও সুদ (১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত) মওকুফজনিত সুবিধার করযোগ্যতা থেকে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে অব্যাহতি প্রদান;

গ) রিটার্ন দাখিল করেননি এরূপ করদাতার কর মামলাও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি সুবিধার আওতায় আসার সুযোগ প্রদান, এবং

ঘ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তার জন্য পারকুইজিট সুবিধার সীমা বৃদ্ধিকরণ।

সামাজিক দায়িত্ব পালন

১৮৮। **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ কর সুবিধা:** প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে সমাজের মূলধারায় সম্পৃক্ত করা বর্তমান সরকারের একটি অঙ্গীকার। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিশেষ শারীরিক ও মানসিক যত্নের প্রয়োজন হয়। যে নিয়োগকর্তা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে চাকুরী দেবেন তার ক্ষেত্রে পারকুইজিট সীমা বাড়িয়ে ২৫ লক্ষ টাকা করা এবং একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির প্রাপ্ত চিকিৎসা ভাতা ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর অব্যাহতির প্রস্তাব করছি।

কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধ

১৮৯। **কর দিবস:** বর্তমানে কোম্পানি ব্যতীত অন্যান্য করদাতার জন্য রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর। কিন্তু প্রতি বছরই করদাতাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়। কখনো কখনো রিটার্ন দাখিলের শেষ তারিখ একাধিকবার বর্ধিত হয়। করদাতাগণ প্রতি বছরই সময় বাড়বে বলে ধরে নিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিটার্ন দাখিল থেকে বিরত থাকেন। এর ফলে কর নির্ধারণ ও রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম পিছিয়ে যায়। অপরদিকে, এতে রিটার্ন জমার সর্বশেষ সময়সীমা সংক্রান্ত আইনি বিধানটিও গুরুত্ব হারাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে রিটার্ন জমার জন্য অপরিবর্তনীয় ডেডলাইন দিবস রয়েছে। আমি প্রস্তাব করছি যে, বাংলাদেশেও রিটার্ন দাখিলের জন্য একটি অপরিবর্তনীয় ডেডলাইন থাকবে, যা 'কর দিবস' নামে অভিহিত হবে। সাধারণভাবে ৩০ অক্টোবর হবে 'কর দিবস'। তবে ৩০ অক্টোবর সরকারি ছুটির দিন হলে 'কর দিবস' হবে তার পরবর্তী কার্যদিবস। 'কর দিবস' প্রবর্তনের ফলে দেশের কর পরিপালন সংস্কৃতিতে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়।

১৯০। কর পরিপালন বৃদ্ধি ও কর ফাঁকি রোধে আইনি পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রস্তাবগুলো হলো:

ক) রিটার্ন দাখিলের আওতা সম্প্রসারণ করে সকল সমবায় সমিতি, কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত কর হারের সুবিধা ভোগকারী করদাতা, কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী, কোম্পানি বা গ্রুপ অব কোম্পানিজের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, ফার্মের সকল অংশীদার এবং ১৬ হাজার টাকা বা তার অধিক বেতন স্কেলভুক্ত সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারির জন্য রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা;

খ) কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য সত্ত্বা রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট কর বছরে কর অব্যাহতি সুবিধা না দেয়া।

আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চা

১৯১। বাংলাদেশের অর্থনীতির আকার ও আন্তর্জাতিকতা দুটোই বেড়েছে। অর্থনৈতিক বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের আন্তঃসীমান্ত লেনদেন ও বাণিজ্যিক

সম্পর্ক বেড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশের কর আইনের আন্তর্জাতিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশের কর আইনকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা একান্ত আবশ্যক। এ লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম চর্চাসমূহ ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের কর আইনে সংযোজন করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো হলো-

ক) চূড়ান্ত করের পরিবর্তে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত ন্যূনতম করের বিধান প্রবর্তন, এবং

খ) ইলেকট্রনিক বা মেশিন রিডেবল রিটার্ন, ফরম, সার্টিফিকেট ইত্যাদির প্রচলন।

সহজীকরণ

১৯২। **প্রান্তিক করদাতার সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করা:** বর্তমানে মাত্র ১২ লক্ষ করদাতা রিটার্ন দাখিল করছেন। রিটার্ন দাখিলের এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি হওয়া উচিত। বিদ্যমান আইনে ব্যক্তি করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল বাধ্যতামূলক। সম্পদ বিবরণী কিছুটা জটিল বিধায় অনেক প্রান্তিক করদাতা রিটার্ন প্রদানে নিরুৎসাহিত হন। প্রান্তিক করদাতার কর পরিপালন সহজ করার জন্য ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত গ্রস সম্পদ রয়েছে এরূপ করদাতার জন্য সম্পদ বিবরণী দাখিল ঐচ্ছিক করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে রিটার্ন দাখিল সহজ হবে।

১৯৩। বাংলাদেশের ক্রমপ্রসারমান অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ কর খাত থেকে আরও বেশি পরিমাণে রাজস্ব সংগ্রহের সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যক্তি বা করপোরেট করের হার না বাড়িয়ে মূলত পরিপালনের মাধ্যমে রাজস্ব আহরণ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবের মূল বিষয়। রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আয়কর খাতে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক সংস্কারগুলো হবে নিম্নরূপ:

ক) **উৎস কর ব্যবস্থাপনা:** বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ কর রাজস্বের গড়ে ৫০ শতাংশ উৎস করের মাধ্যমে আহরিত হয়, যা বৈশ্বিক গড়ের তুলনায় বেশ কম। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে বেতনভাতা খাতে উৎস করের মাত্র ৪ থেকে ৫ শতাংশ আদায় হয়। উন্নত দেশগুলোতে এ হার ৩০ শতাংশের উপরে। উৎস কর খাতের ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য পৃথক উৎস কর অঞ্চল গঠনের কথা আমি গত বাজেট বক্তৃতায় বলেছিলাম। এ নিয়ে কাজ চলছে। উৎস কর ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর করার জন্য একটি নতুন উৎস কর ইউনিট স্থাপন করা হবে এবং ইলেক্ট্রনিক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন করা হবে;

খ) তথ্যপ্রযুক্তি আমাদেরকে এক নতুন গন্তব্যে নিয়ে যাচ্ছে যেখানে সনাতনী অনেক কিছুই আর কাজ করবে না। তথ্যপ্রযুক্তি বিপ্লবের কারণে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বড় অংশ ডিজিটাল হয়ে পড়ছে। ফলে প্রথাগত সনাতনী জরিপের মাধ্যমে করদাতা চিহ্নিতকরণের কাজে খুব একটা সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। বিশ্বের অনেকে দেশে করদাতা চিহ্নিতকরণসহ কর ফাঁকি রোধে প্রথাগত জরিপের স্থলে অনলাইনভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় তথ্য সংগ্রহ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এসব দেশে আয়কর বিভাগ করদাতার বড় বড় আর্থিক লেনদেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে পেয়ে যায়। তথ্যপ্রযুক্তির অগ্রযাত্রার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশে একটি আধুনিক ও প্রযুক্তিমুখী কর তথ্য ইউনিট গঠন করা হবে, যা দেশের অন্যান্য সিস্টেমের সাথে আন্তঃসংযুক্ত থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্য লাভ করবে এবং কর ফাঁকি উদঘাটন ও করদাতা চিহ্নিতকরণে কাজ করবে।

১৯৪। বিদেশে অর্থ পাচার এখন নিয়মিত আন্তর্জাতিক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ট্রান্সফার প্রাইসিংয়ের অপব্যবহার বন্ধ করে আন্তঃসীমান্ত কর ফাঁকি রোধকল্পে ইতোমধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ট্রান্সফার প্রাইসিং সেল কাজ করছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যে, এই বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে যথাযথ পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর ট্রান্সফার প্রাইসিং, বিদেশি নাগরিকের কাছ থেকে কর আদায় এবং অর্থ পাচারের বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ইউনিট জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সৃজন করা হবে।

মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)

মাননীয় স্পীকার

১৯৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক আহরিত রাজস্বের মধ্যে স্থানীয় মূল্য সংযোজন কর খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাজোট সরকারের গৃহীত নানামুখী সংস্কার

কর্মসূচি, সম্মানিত করদাতা ও ভোক্তাদের কর প্রদানে ইতিবাচক মনোভাব এবং রাজস্ব বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিকতার ফলশ্রুতিতে এ খাতে রাজস্ব আদায়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং প্রবৃদ্ধির ধারা বর্তমান সরকারের এ মেয়াদেও অব্যাহত রয়েছে।

১৯৬। মূল্য সংযোজন কর আইনটি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ২০১২ সালে গৃহীত হয়। নতুন ব্যবস্থায় উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতি স্তরে মূল্য সংযোজন কর প্রয়োগ করার স্বার্থে উৎপাদনকারী ও সেবাদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিম্ন পর্যায়ে যথাযথ হিসাব রাখার ব্যবস্থাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যবশত দেখা যাচ্ছে যে, এজন্য প্রস্তুতি এখন পর্যন্ত যথাযথ নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, ২০১২ সালে প্রণীত মূল্য সংযোজন কর আইন ২০১৬-১৭ অর্থবছরেও পুরোপুরি কার্যকর হবে না। তবে, এটি জুলাই ২০১৭ সাল হতে পুরোপুরি কার্যকর হবে। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু বদলে যায়নি। আমরা আইনটিকে পুরোপুরি কার্যকর করব একটি বছর পরে। মূসক ২০১২ আইনটি কার্যকর করার জন্য মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ ইতোমধ্যে প্রণয়ন করে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিংও সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এছাড়াও আইনটিকে কার্যকর করার জন্য ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট নামে একটি প্রকল্প ইতোপূর্বে অনুমোদিত হয়েছে। এখন করদাতাদের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও অনলাইন রিটার্ন সাবমিশন শীঘ্রই চালু করা হবে। অধিকন্তু, নতুন আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অনলাইনভিত্তিক বিজনেস প্রসেস ডিজাইনের কার্যক্রম চূড়ান্ত হয়েছে। একই সঙ্গে, ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের আওতায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে এবং নতুন আইন সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশব্যাপী প্রচারণামূলক কার্যক্রম দীর্ঘদিন ধরে চলছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নতুন আইনটি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে দেশে অনেক জায়গায় অনেক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পার্টনারশীপ ডায়ালগ সম্পন্ন করেছে। এসব কার্যক্রম আগামী অর্থবছরেও চলবে। নতুন আইনের নিবন্ধন গ্রহণ থেকে শুরু করে রিটার্ন দাখিল, কর প্রদান ও কর রিফান্ড গ্রহণ সব ধরনের কার্যক্রম করদাতারা যার যার অফিস থেকে বা ঘরে বসেই সম্পন্ন করতে পারবেন। আমি বহুবার বলেছি যে, নতুন মূল্য সংযোজন কর আইনটি রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম আইন। অবশ্যি এটাকে উত্তম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য

ব্যবসায়ীদের বেশ কাজ করতে হবে। বিভিন্ন স্তরে হিসাব রক্ষার কাজটি ব্যাপকভাবে উন্নত করতে হবে। এতে যেমন প্রত্যেক ব্যবসায়ী কম কর বা শুল্ক দেবেন ঠিক তেমনি সব স্তরে কর আদায় হওয়ার ফলে সরকারের রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারে বাড়বে। আমি আবার আবেদন করব যে, আগামী একটি বছর ব্যবসায়ী সমাজ যে অতিরিক্ত সময় পেলেন সেই সময়ের মধ্যে তারা সকল স্তরে হিসাব রক্ষণের ব্যবস্থাটিকে পাকাপাকি করবেন। এই কাজটি বস্তুতই সকলের জন্য একটি উইন উইন অবস্থান প্রস্তুত করবে। ব্যবসায়ীরা প্রত্যেকে কম শুল্ক- করাদি দেবেন এবং সরকারের রাজস্ব আয় কিন্তু বৃদ্ধি পাবে। আমি এখন নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ এবং মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ১৯৯১ এর পদ্ধতিগত সহজীকরণ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় এই মহান সংসদে উপস্থাপন করছি:

ক) মুক্তবাজার অর্থনীতিতে কোন পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি একান্তই ব্যবসায়ীর ব্যাপার। বর্তমানে এর জন্য অনুমোদন গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ব্যবস্থাটিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্তির প্রস্তাব করছি। এতে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ ভবিষ্যতে কার্যকর করার পথটি প্রশস্ত হবে;

খ) ভ্যাট কর্মকর্তাদের স্বেচ্ছা ক্ষমতা হ্রাস ও আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠার স্বার্থে করদাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত রেয়াত ভ্যাট কর্তৃপক্ষ দ্বারা যখন কর্তন অথবা সমন্বয় হয় সে সময় করদাতা প্রতিষ্ঠানকে শুনানীর সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করছি। এতে করদাতারা এখন যেমন যখন তখন রীট আবেদন দাখিল করেন তার তেমন সুযোগ থাকবে না। সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল করার আইনগত অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর আইনের যথাযথ পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি;

গ) বর্তমান মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় এক মালিকানাধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি অবস্থানে থেকে ব্যবসা পরিচালনা করলে তাকে প্রত্যেকটি জায়গায়ই স্বতন্ত্রভাবে নিবন্ধন গ্রহণ করতে হয়। আইনের সংশোধন করে এখন এই ভোগান্তি লাঘব করার উদ্দেশ্যে একক মালিকের পাশাপাশি অবস্থিত সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মাত্র নিবন্ধন গ্রহণের বিধান সৃষ্টির প্রস্তাব করছি;

ঘ) বিদ্যমান মামলাজট হ্রাসের জন্য আমরা অনেক আগেই Alternative Dispute Resolution (ADR) ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। কিন্তু ADR-এ অসত্য ঘোষণা ও মিথ্যা তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহ এবং কর বা শুল্ক ফাঁকির অভিযোগ সংক্রান্ত মামলা ও বিরোধকে এর বাইরে রাখা হয়েছে এবং আরও বিধান আছে যে, আবেদন দাখিলের সময়সীমা মাত্র ১০ দিন। আইনের সংশোধন করে জাল- জালিয়াতির মাধ্যমে সৃষ্ট কর ফাঁকির ক্ষেত্র ছাড়া অন্য যে কোন বিষয়ে ADR আবেদন দাখিলের সময়সীমা ২০ কার্যদিবস পর্যন্ত বাড়াচ্ছি এবং অন্যদিকে বিরোধ নিষ্পত্তির সময়সীমা ৬০ কার্যদিবস থেকে হ্রাস করে ৫০ কার্যদিবস করার প্রস্তাব করছি; এবং

ঙ) অসাধু ব্যবসায়ীদের যথাযথ ভ্যাট প্রদানে বাধ্য করার লক্ষ্যে কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে ভ্যাট কর্তৃপক্ষের কর-নির্ধারণ আদেশের এসেসম্যান্টের (Assessment) বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উচ্চতর স্তরে মামলা বা আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের পূর্বেই সম্পূর্ণ নির্ধারিত রাজস্বের বা অর্থদন্ডের ৫০ শতাংশ পরিশোধ করার বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। এতে কর ফাঁকির প্রবণতা হ্রাস পাবে এবং নিরঙ্কুশ রাজস্ব আদায় সুরক্ষিত হবে মর্মে আশা করা যায়।

মাননীয় স্পীকার

১৯৭। নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এ সকল স্তরে ভ্যাট আরোপ ও রেয়াত গ্রহণের ব্যবস্থা থাকায় বিশেষ কোন পর্যায়ের ব্যবসায়ীর উপর VAT এর Burden তৈরি হবে না। পণ্যের সরবরাহ শৃঙ্খলের অন্তর্ভুক্ত সকলকে মূল্য সংযোজনের পরিমাণের উপর ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে। এ কারণে অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে আমাদের ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। সে অভিপ্রায়ে ভ্যাট অব্যাহতির কতিপয় খাত অর্থাৎ প্রতি কেজি ১০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের পাউরুটি, বানরুটি ও এই ধরনের রুটি এবং হাতে তৈরি কেক ও বিস্কুট, ১২০ টাকা পর্যন্ত প্লাস্টিক ও রাবারের তৈরি হাওয়াই চপ্পল এবং প্লাস্টিকের পাদুকা, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হার্ডবোর্ড, বৈদ্যুতিক জেনারেটর ইত্যাদি পণ্য এবং ট্রাভেল এজেন্সি, মেডিটেশন সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, হস্তচালিত লুমের তৈরি ফেব্রিক্স এর উপর বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা

বহাল রেখে পাওয়ার লুম হতে তৈরি ফেব্রিক্স এর ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। একই সাথে, মৃত্যু সংবাদজনিত বিজ্ঞাপন ব্যতীত পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য সকল ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনের উপর বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহারপূর্বক ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপনকে ভ্যাটের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি।

১৯৮। (ক) WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এ বাংলাদেশ প্রথম স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। বিশ্বব্যাপী ধূমপান বিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান, তামাকজাত পণ্যের স্বাস্থ্যঝুঁকিহেতু এর ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এ খাতের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন যাবৎ সিগারেটের উপর হতে কর আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক সিগারেটের মূল্যসীমা নির্ধারণ করে দেয়ার একটি রেওয়াজ প্রচলিত ছিল- যা বাজার অর্থনীতিতে মোটেও কাম্য নয়। এখন সিগারেটের সর্বনিম্ন মূল্যই শুধু নির্ধারণ করা হবে এবং সেটা আমরা ১৮ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ২৩ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর সঙ্গে অন্য প্রস্তাব হলো সম্পূরক শুল্ক হার ৪৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা এবং এর উর্ধ্বে যে দু'টি স্তরে সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান আছে তাকে যথাক্রমে ৬১ এবং ৬৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬২ এবং ৬৪ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(খ) বিড়ির ভয়াবহতা সিগারেটের চেয়েও বেশি। এক সময় দেশের দরিদ্র জনগণের বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন ছিল বিড়ি। কিন্তু বর্তমান সরকারের অর্জিত ব্যাপক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিনোদনের অনেক উপাদান পৌঁছে গেছে। এছাড়া, বিড়ি উপখাতটি অনেক সংকুচিত হয়ে গেছে। এ খাতে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যাও বর্তমানে নগণ্য। বর্তমানে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার বিড়ির বাজারমূল্য হলো ৭ টাকা ৬ পয়সা আর ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেটের মূল্য হলো ৭ টাকা ৯৮ পয়সা। আমি প্রস্তাব করছি যে, দু'ধরনের বিড়ির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৩০ ও ৩৫ শতাংশে বৃদ্ধি করা। এতে ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকার প্যাকেটের দাম হবে সাড়ে ১০ টাকা আর ২০ শলাকার প্রতি প্যাকেটের দাম হবে ১২ টাকার একটু উপরে।

(গ) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বিড়ি- সিগারেটের মত ভয়াবহ আরেকটি পণ্য হল জর্দা ও গুল। বিগত কয়েক বছরে এ পণ্যটির করহার পরিবর্তন করা হয়নি। জর্দা ও গুলের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ পণ্য দু'টির উপর বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক হার ৬০ শতাংশ হতে বৃদ্ধিপূর্বক ১০০ শতাংশে নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

(ঘ) গত অর্থবছরের বাজেটে আমরা মোবাইলের সিম ট্যাক্স ব্যাপক হারে কমিয়েছি। এ কারণে মোবাইলের সিম বা রিম কার্ডের মাধ্যমে প্রদত্ত সেবার উপর বিদ্যমান ৩ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধিপূর্বক ৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

১৯৯। কৃষি, শিল্প, ভারী প্রকৌশল শিল্প, টেক্সটাইল এবং রপ্তানি খাতের ন্যায্য স্বার্থ সংরক্ষণ এবং দেশিয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত কতিপয় পণ্য ও সেবার বিভিন্ন পর্যায়ে নতুনভাবে ভ্যাট অব্যাহতি বা কতিপয় ক্ষেত্রে বিদ্যমান অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি:

ক) পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে বর্তমানে উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি থাকলেও কোন ডিলার বা ব্যবসায়ী কর্তৃক টেন্ডার/কোটেশনের মাধ্যমে পাটজাত পণ্যের সরবরাহ কার্যক্রম যোগানদার সেবা হিসেবে গণ্য হওয়ায় ৫ শতাংশ হারে উৎসে ভ্যাট কর্তনযোগ্য। পাটজাত পণ্যের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান প্রণোদনার অংশ হিসেবে পাটজাত পণ্যের যোগানদার সেবাকে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

খ) রাবার উৎপাদন শিল্পকে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রাথমিক তরল অবস্থার প্রাকৃতিক রাবার অর্থাৎ ল্যাটেক্স এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাট অব্যাহতির পাশাপাশি RSS (Ribbed Smoked Sheets) এর উপর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি;

গ) মানবিক কারণে এবং আর্থ-সামাজিক খাতের জন্য প্রণোদনা হিসেবে রোগী ও লাশ পরিবহনের কাজে নিয়োজিত অ্যাম্বুলেন্স পরিবহন সেবাকে আইনের দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার প্রস্তাব করছি;

ঘ) বর্তমানে রাইস হলার এবং এর যন্ত্রাংশের উপর ভ্যাট অব্যাহতি থাকলেও হুইট ক্রাশারের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যন্ত্রের উপর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি রয়েছে, কিন্তু হুইট ক্রাশারের যন্ত্রাংশের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট আরোপিত আছে। দেশের ফাউন্ড্রি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের প্রসারের স্বার্থে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত হুইট ক্রাশারের যন্ত্রাংশের উপরও ভ্যাট অব্যাহতির প্রস্তাব করছি;

ঙ) টেক্সটাইল শিল্পের উপখাতকে কর প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে গ্রে-কাপড় ডাইং, প্রিন্টিং, ফিনিশিং ও ক্যালেন্ডারিং সেবা খাতকে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

চ) দেশিয় ভারী প্রযুক্তিগত শিল্পের বিকাশ ও প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়ার কন্ডিশনার এর উৎপাদনকে প্রণোদনা প্রদানের স্বার্থে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার ও এয়ার কন্ডিশনার এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। তবে, একই প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মোটর সাইকেল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভ্যাট অব্যাহতি প্রযোজ্য ছিল – যা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি;

ছ) পাম অয়েল ও সয়াবিন অয়েলের উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতির মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে শেষ হবে। ভোক্তা সাধারণের সুবিধার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পাম অয়েল ও সয়াবিন অয়েলের উৎপাদন পর্যায়ে প্রযোজ্য ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি; এবং

জ) মধ্যপাড়া কঠিন শিলাখনির পাথর পদ্মাসেতু প্রকল্প এবং আরও বৃহৎ প্রকল্পে ব্যবহারের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উত্তোলিত পাথরের উপর বর্তমানে প্রযোজ্য ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২০০। আমদানি, উৎপাদন, সেবা প্রদান বা পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার সকল পর্যায় বা স্তরে একই নিয়ম ও হারে কর প্রবর্তন করা হলে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় সুফল বেশি পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ী এবং দোকানদারের জন্য অন্য নিয়মে রাজস্ব আদায় করি এবং আগামী বছরেও সেই নিয়মটিই অনুসরণ করা হবে। যারা ৩ শতাংশ হারে টার্নওভার কর প্রদানে আগ্রহী নন, তাদের জন্য এলাকাভিত্তিক করহার ধার্য করার প্রস্তাব করছি। বর্তমানে তারা যে হারে কর দেন সেটা বৃদ্ধি করে এলাকাভিত্তিক যথাক্রমে ৭ হাজার টাকা, ১৪ হাজার টাকা, ২০ হাজার টাকা এবং ২৮ হাজার টাকার ভ্যাট কার্যকর করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া, পাইকারি ও খুচরা ব্যবসার অন্যান্য সকল পর্যায়ে ৪ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর আদায়ের বিদ্যমান ব্যবস্থা বহাল থাকবে। তবে, যে সব ব্যবসায়ী প্রকৃত মূল্য সংযোজনের ভিত্তিতে কর দিতে আগ্রহী হবেন - তাদের জন্য উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সুযোগসহ প্রমিত হারে ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রযোজ্য হবে।

২০১। বর্তমানে মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় ২২টি সেবার ক্ষেত্রে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য কার্যকর রয়েছে। নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথা একটি প্রমিত মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা প্রবর্তনের অংশ হিসেবে সংকুচিত ভিত্তিমূল্য হতে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে মোটর গাড়ির গ্যারেজ এবং ওয়ার্কশপ সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৭.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ, ডকইয়ার্ড সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৭.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ, নির্মাণ সংস্থা সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৫.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ৬ শতাংশ, পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য পরিবহন এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে নীট মূসকের হার যথাক্রমে ২.২৫ শতাংশ ও ৭.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৪.৫ শতাংশ ও ১০ শতাংশ, ইমিগ্রেশন উপদেষ্টা সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৭.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ, স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৯ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ এবং স্পন্সরশীপ সেবার ক্ষেত্রে বিদ্যমান নীট মূসকের হার ৭.৫ শতাংশ হার বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

২০২। এ খাতের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ভ্যাটের আওতা সম্প্রসারণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্যকে বিবেচনায় রেখে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ মূল্য সংযোজন করের আওতায় আনার প্রস্তাব করছি:

ক) ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বাধ্যতামূলকভাবে ভ্যাটের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে টার্নওভার নির্বিশেষে মূসকের আওতায় তালিকাভুক্তি সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপন সংশোধনের প্রস্তাব করছি;

খ) বর্তমানে শুধুমাত্র জেলা শহরের অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Electronic Cash Register/Point of Sale (ECR/POS) ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জেলা শহরের বাইরে অবস্থিত বড় বড় রিসোর্ট, হোটেল ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ECR/POS মেশিন ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার লক্ষ্যে ECR/POS সংক্রান্ত বিদ্যমান সাধারণ আদেশ সংশোধনের প্রস্তাব করছি। কি উপায়ে ECR/POS ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে সে বিষয়ে একটি ভাবনা হচ্ছে যে, এই যন্ত্রটিকে সরকার সংগ্রহ করে সব প্রতিষ্ঠানে ক্রয়মূল্যেই সরবরাহ করবে।

গ) এছাড়া, প্রকৃত বাজার মূল্য, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কয়েকটি পণ্য যেমন- হাতে তৈরি বিস্কুট ও কেক, বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি প্রকল্পে উৎপাদিত কয়লা, বিভিন্ন ধরনের পেপার ও পেপার প্রডাক্ট, স্ক্র্যাপ/শিপ স্ক্র্যাপ, সিআর কয়েল, জিপি শীট, সিআই শীট, রঙিন সিআই শীট ও বিভিন্ন ধরনের এমএস প্রোডাক্টের ট্যারিফ মূল্য ক্ষেত্র বিশেষে ২০ শতাংশ হতে ২৫ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার

২০৩। কর আরোপ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মওকুফ, বিদ্যমান করহার ও করভিত্তির যৌক্তিকীকরণ প্রস্তাবসহ আমার পেশকৃত অন্যান্য সংস্কারমূলক পদক্ষেপগুলো মহান সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে দেশের শিল্পখাত, করদাতা, ভোক্তাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি ব্যবসা ও করবান্ধব অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশা করছি। এসব পদক্ষেপের কারণে বিগত বছরসমূহের ন্যায় আগামী অর্থবছরেও মূল্য সংযোজন কর আহরণের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমদানি শুল্ক

মাননীয় স্পীকার,

২০৪। আমি এখন আমদানি পর্যায়ের শুল্ক ও কর বিষয়ক প্রস্তাবাবলী মহান সংসদের বিবেচনার জন্য পেশ করছি। শিল্প ও বাণিজ্য খাতের সম্ভাব্য সকল অংশীজন থেকে এ বছর আমরা ১ হাজার ৭০০ এর বেশি প্রস্তাব পেয়েছি। এসব প্রস্তাবের মধ্যে প্রধান হচ্ছে: ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ স্থানীয় শিল্পকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ (Protection) প্রদান, অবকাঠামো ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে অত্যাবশ্যক পণ্যের শুল্ক-কর হ্রাস বা মওকুফ এবং বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামোর অসংগতি দূরীকরণ বা যৌক্তিকীকরণ।

২০৫। এসব প্রস্তাব পরীক্ষাকালে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা হয়েছে:

- আমদানিয় নিত্য ব্যবহার্য বা ভোগ্য পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা;
- কৃষি, পরিবেশ, ভৌত ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন সহায়ক যৌক্তিক সমর্থন অব্যাহত রাখা;

- ক্ষুদ্র ও মাঝারিসহ স্থানীয় অগ্রপশ্চাৎমুখী শিল্পের প্রতিযোগিতামূলক প্রতিরক্ষণ প্রদান;
- শুল্ক ফাঁকি ও মিথ্যা ঘোষণা রোধে বিদ্যমান শুল্ক স্ল্যাব সীমিত রেখে শুল্ক-কর হারের উদারীকরণ ও যৌক্তিকীকরণ;
- সরকারের ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব আদায় নিশ্চিতকরণ;
- শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিকীকরণ;
- শুল্ক বিষয়ে স্বেচ্ছা পরিপালন সংস্কৃতির উন্নয়ন।

২০৬। উপর্যুক্ত বিবেচনাসমূহের ভিত্তিতে যেসব প্রস্তাব আমরা নির্বাচন করেছি এগুলো মহান সংসদে এখন উপস্থাপন করছি:

- বিদ্যমান শুল্ক স্ল্যাব ০, ১, ৫, ১০, ২৫ অব্যাহত রেখে ১৫ শতাংশের একটি নতুন স্ল্যাব সৃজন করা হয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান শুল্ক স্ল্যাব হবে ০, ১, ৫, ১০, ১৫, ২৫;
- ভোজ্য তেল, চিনি, ডাল, পিঁয়াজ, রসুন- ইত্যাদি অত্যাবশ্যক ভোগ্য পণ্যে বিদ্যমান শুল্ক অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা;
- সামাজিক, ভৌত অবকাঠামো, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিদ্যমান শুল্ক অব্যাহতি/ রেয়াতি সুবিধা আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তার সম্প্রসারণ এবং যৌক্তিকীকরণ করা;
- শিল্প বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মূলধনী যন্ত্রপাতিতে প্রদত্ত শুল্ক- কর রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা;
- যথাযথ প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শিল্প খাতে প্রদত্ত বিদ্যমান শুল্ক- কর অব্যাহতি বা রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা, প্রযোজ্য বা যৌক্তিক ক্ষেত্রে তা সম্প্রসারণ, পুনর্বিন্যাস বা যৌক্তিকীকরণ করা;
- ভোক্তা স্বার্থ, নিরাপত্তা ও দেশিয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থে আমদানি পর্যায়ের সম্পূরক শুল্ক ক্ষেত্রবিশেষে হ্রাস- বৃদ্ধিপূর্বক পুরো কাঠামো যৌক্তিকীকরণ করা (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- **১** দ্রষ্টব্য);
- গত বাজেটে প্রদত্ত ঘোষণা মোতাবেক সর্বোচ্চ শুল্কযোগ্য পণ্যে বিদ্যমান ৪ শতাংশ রেগুলেটরি ডিউটি আগামী অর্থবছরে হ্রাস করে ৩ শতাংশে ধার্য করা। কতিপয় ক্ষেত্রে উক্ত ডিউটি মওকুফ বা বৃদ্ধির প্রস্তাব (**পরিশিষ্ট 'খ'** এর সারণি- ২);

- বিদ্যমান ট্যারিফ কাঠামো যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নতুন এইচ.এস. কোড সৃজন, যৌক্তিকীকরণ, সংশোধন করা;
- রেয়াতি হারে আমদানিয় শিল্পের কাঁচামালের অপব্যবহার রোধে বিশেষ পদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা;
- অবমূল্যায়ন বা আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে রাজস্ব ফাঁকি রোধে বিভিন্ন ধরনের অত্যাবশ্যক, বিলাস, ভোগ্য বা বাণিজ্যিক পণ্যের ট্যারিফ মূল্য ধার্য, পুনর্বিন্যাস এবং ন্যূনতম মূল্য ধার্যকরণ;
- Customs Act, 1969 এর কতিপয় ধারার সংশোধন ও উক্ত Act এর অধীন প্রণীত কতিপয় বিধিমালা পুনর্বিন্যাস ও কতিপয় ক্ষেত্রে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন।

মাননীয় স্পীকার

২০৭। আমি এখন বিভিন্ন খাতে আমাদের গৃহীত শুল্ক কর প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করছি:

ক) কৃষিখাত:

i) আমরা বর্তমানে খাদ্যশস্য উৎপাদনে একটি উদ্বৃত্ত দেশ। সেই বিবেচনায় চাউল আমদানির উপর বর্তমান ১০ শতাংশ শুল্কের স্থলে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি। একই ভাবে দেশিয় উৎপাদনের স্বার্থে রেপসীড কেক/সয়াকেক এর শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশে, দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদনের উপকরণ স্ট্যাবিলাইজার ফর মিল্ক- এর সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করছি;

ii) দেশে পুষ্টির প্রধান উৎস হাঁস- মুরগি খাতের ক্রমাগত ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের জন্য আমদানি করা খাদ্যসামগ্রীর উপর কতিপয় নতুন পণ্যসহ বিদ্যমান শুল্ক ও কর রেয়াত আগামী বছরেও প্রদানের প্রস্তাব করছি;

iii) কৃষিখাতে ব্যবহার্য অধিকাংশ যন্ত্রপাতি বর্তমানে শুল্ক ও কর হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অথবা রেয়াতি হারে আমদানি করা হয়। এসব যন্ত্রপাতি এখন দেশেও তৈরি হচ্ছে। সে কারণে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে এসব যন্ত্রাংশের আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ১ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি। এ প্রস্তাবগুলো **পরিশিষ্ট 'খ'** এর সারণি- ৩ এ সন্নিবেশ করা হয়েছে।

খ) শিল্পখাত: আমাদের জাতীয় উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে। কর্মসংস্থানেও এ খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের বর্তমান উন্নয়ন কৌশল হচ্ছে- শিল্পখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদ্যমান শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহার, রপ্তানিমুখী শিল্পের বহুমুখী প্রসারপূর্বক আরও প্রতিযোগী করা। আমাদের নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিকাশের উদ্দেশ্যে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। অবশ্যি তা আমরা সীমিত রাখতে চেষ্টা করি। এ নিরিখে আমরা শিল্প খাতের আমদানি পর্যায়ের শুল্ক ও কর প্রস্তাব প্রণয়ন করেছি। আমি এখন সেসব প্রস্তাবাবলী আপনার মাধ্যমে মহান সংসদে পেশ করছি।

i) **রপ্তানিমুখী শিল্প:** (১) বর্তমানে রপ্তানিমুখী পোশাকশিল্পকে দু'টি ভিন্ন প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি ও প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং উপকরণে বিশেষ শর্তে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়। পোশাক শিল্প ছাড়া অন্যান্য রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উক্ত রেয়াতি সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তাব করছি।

   (২) রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পে ব্যবহার্য কাটিং টেবিলে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৪)।

ii) **নির্মাণ শিল্প খাত:** একক খাত হিসেবে এটি হলো আমাদের অর্থনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খাত। এ খাতের অধীনস্থ বিভিন্ন পণ্যের শুল্ক ও কর হ্রাস, ক্ষেত্রবিশেষে বৃদ্ধি ও ট্যারিফ মূল্য নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: বোল্ডার স্টোন, ক্রাসড স্টোন, ফেরো এ্যালয়, বিলেট, বার রড, এ্যাঙ্গেল, ফ্লাই এ্যাশ ইত্যাদি। তাছাড়া, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি বা দরজা স্থানীয়ভাবে সংযোজনের সুবিধার্থে এ খাতের উচ্চ শুল্কের কতিপয় উপকরণের শুল্ক হ্রাস করে **১৫** শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৫)।

iii) **রাসায়নিক শিল্প খাত:** এ খাতে যথাযথ প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে প্রসাধন, কাগজ, সিরামিকস ও রাবার শিল্পের কতিপয় উপকরণে শুল্ক-কর হ্রাস, কতিপয় তৈরি পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৬)। শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাবিত এসব উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- পেট্রোলিয়াম জেলি, প্যারাফিন ওয়াক্স, কাঁচা রাবার, রাবার প্রসেস অয়েল, গ্লোসি স্টার্চ, গাম রেজিন। পক্ষান্তরে, শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাবিত পণ্য

হচ্ছে- টেলকাম পাউডার, ইসিজি ও আল্ট্রাসাউন্ড পেপার, পাল্পের তৈরি ফিল্টার ব্লকস ইত্যাদি।

iv) **ইলেকট্রিক্যাল খাত:** এ খাতটিকে অধিকতর বিকাশের লক্ষ্যে এর ব্যবহার্য কতিপয় কাঁচামাল/উপকরণের শুল্ক হ্রাস, পুনর্বিন্যাস ও কতিপয় তৈরি পণ্যের শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। যেসব উপকরণের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ইউরিয়া রেজিন, ডিওপি (DOP), রোল আকারের এ্যাডহেসিভ টেপ, ফাইবার গ্লাস, কম্প্রেসারের যন্ত্রাংশ ও উপকরণ। অন্যদিকে, ল্যাম্প হোল্ডার, ক্যাবল কানেক্টর, বাসবার ট্রাঙ্ককিং সিস্টেম এর শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। একই ভাবে প্লাস্টিক শিল্পখাতের কতিপয় উপকরণেরও শুল্ক হ্রাস/পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৭)।

v) **বস্ত্র খাত:** এ খাতটি একটি বড় ও শক্তিশালী পশ্চাৎমুখী খাত হিসেবে গড়ে উঠেছে। এ খাতের চাহিদার প্রেক্ষিতে এবং এটিকে আরও এগিয়ে নিতে স্ট্রিপিং কেমিক্যাল এর শুল্ক ২৫ হতে ১৫ শতাংশে, ফ্লাক্স ফাইবার এবং স্পানডেক্স/ইলাসট্রোমেট্রিক্স নামক কাঁচামালের শুল্ক ১০ শতাংশ হতে ৫ শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করা হয়েছে।

vi) **পরিবহন খাত:** এ খাতের মধ্যে মোটর সাইকেল সংযোজন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-খাত। প্রগতিশীল উৎপাদনের মাধ্যমে পশ্চাৎমুখী সংযোগ ঘটিয়ে এ খাতকে অনেক দূর এগিয়ে নেয়া সম্ভব। এ সম্ভাবনার পথে সিকেডি মোটর সাইকেলে বিদ্যমান ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাধা হিসেবে বিবেচিত। এসব বিবেচনায় কতিপয় শর্তসাপেক্ষে উক্ত ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করে দু'বছরের জন্য ২০ শতাংশে ধার্য করার প্রস্তাব করা হলো। একই সঙ্গে, পরবর্তীতে স্থানীয়ভাবে প্রগতিশীল হারে যন্ত্রাংশ উৎপাদন সাপেক্ষে হ্রাসকৃত শুল্কহারে অপরাপর যন্ত্রাংশ আমদানিপূর্বক দেশে উন্নতমানের মোটর সাইকেল উৎপাদনের লক্ষ্যে রেয়াতি শুল্ক সুবিধা প্রদানেরও প্রস্তাব করছি। একই বিবেচনায় Human Hauler এর প্রস্তুত/উৎপাদন পর্যায় বিবেচনায় বিভিন্ন পর্যায়ে রেয়াতি হারে শুল্ক-কর পুনর্বিন্যাস এবং এলপিজি রোড ট্যাংকারকে মূলধনী পণ্য হিসাবে এতে মূলধনী পণ্যের রেয়াতি হারে শুল্কায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া,

জ্বালানি ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব বিধায় হাইব্রিড গাড়ীর সিসি- ভিত্তিক সম্পূরক শুল্ক কিছুটা হ্রাসপূর্বক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৮)।

গ) **ভৌত অবকাঠামোখাত:** আমি এখন ২০১৬- ১৭ অর্থবছরে ভৌত অবকাঠামো খাতের উন্নয়নে আমাদের সরকারের শুল্ক সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলী তুলে ধরছি।

i) **গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাত:** গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাতের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে আমরা বিগত বছরগুলোতে এ খাতের মূলধনী পণ্যে ব্যাপক শুল্ক- কর অব্যাহতি/রেয়াতের সুযোগ দিয়েছিলাম। এসব অব্যাহতি/রেয়াত আগামী বছরেও বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, বায়োগ্যাস প্লান্টের উপকরণ স্টোভ, এয়ার টাইট স্টোরেজ ব্যাগ উইথ জিপার, বায়োগ্যাস ডাইজেস্টার, প্লাস্টিক ও গ্লাস ফাইবারের তৈরি গ্যাস সিলিন্ডারের আমদানি শুল্ক- কর হ্রাস করে রেয়াতি হারে শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ৯)।

ii) **তথ্যপ্রযুক্তি খাত:** ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে **১৯৯৬** সন হতে আমরা তথ্যপ্রযুক্তি খাতের অধিকাংশ পণ্যে আমদানি শুল্ক ও কর অব্যাহতি/রেয়াতি সুবিধা দিয়ে আসছি। ফলে এ প্রযুক্তি দেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে। প্রদত্ত এ শুল্ক- কর সুবিধা ২০১৬- ১৭ অর্থবছরেও বহাল রাখার প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, চলমান এ অগ্রযাত্রাকে আরও এগিয়ে নিতে সিম কার্ড, স্ক্র্যাচ কার্ড, ক্রেডিট কার্ড ও সমজাতীয় অন্যান্য স্মার্ট কার্ড উৎপাদনে ব্যবহার্য কতিপয় উপকরণের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট 'খ'**- এর সারণি- ১০)।

ঘ) **অন্যান্য শিল্প:** ঔষধ শিল্পের উন্নয়নে ব্যবহার্য স্পেশাল টাইপ রেফ্রিজারেটর, ল্যাবরেটরি স্ট্যাবিলিটি/হিউমিডিটি চেম্বারে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা প্রদান, শিল্প কারখানা ও যানবাহনে ব্যবহার্য গ্রিজ এর সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করার ও লুব্রিকেটিং অয়েলের শুল্ক **১৫** শতাংশে, স্থানীয় শিল্পের স্বার্থে এ্যালু/এ্যালু বটম ফয়েল এর শুল্ক **১৫** শতাংশে, প্রকাশনা শিল্পের স্বার্থে চিলড্রেন পিকচার, ড্রইং কালারিং বুকস এর শুল্ক ৫ হতে **১০** শতাংশে ধার্যের প্রস্তাব করছি। বিনোদন শিল্পের উন্নয়নের স্বার্থে কতিপয় রাইডের আমদানি শুল্ক শর্তসাপেক্ষে **১০** শতাংশের অতিরিক্ত মওকুফ করার প্রস্তাব করছি।

ঙ) ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ:

i) নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য, কৃষি, শিল্প ও অবকাঠামো খাতে গৃহীত ও আপনার মাধ্যমে ইতোমধ্যে এ মহান সংসদে উপস্থাপিত প্রস্তাবাবলীর বাহিরে বর্তমান ট্যারিফ হেডিং, এইচ.এস. কোড, শুল্ক- করহার ও কাঠামো, বিভিন্ন বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার কর্তৃক চিহ্নিত ভুল, অসংগতি, অযৌক্তিক কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংশোধন বা যৌক্তিকীকরণের কার্যক্রমও প্রতিবারের মত এবারও আমরা গ্রহণ করেছি। তদানুযায়ী **পরিশিষ্ট 'খ'**-এর সারণি- **১১** এ উল্লিখিত মতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্যারিফ হেডিং, এইচ.এস.কোড সৃজন বা বিলোপ ও শুল্ক- কর হারের অসংগতি সংশোধন, দূরীকরণ, যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি;

ii) টেক্সটাইল শিল্পখাতে প্রজ্ঞাপন **১৭৮/২০১০** এর মাধ্যমে **৩** শতাংশ শুল্ক হারে খালাসযোগ্য রাসায়নিকসহ বিভিন্ন উপকরণ বা কাঁচামাল মূলত মৌলিক কাঁচামাল বিধায় ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের অংশ হিসেবে এবং সমপর্যায়ের চামড়া খাতের রেয়াতি হারের সাথে সংগতি রাখার লক্ষ্যে উক্ত পণ্যসমূহে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক **৩** শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে **৫** শতাংশ ধার্য করার প্রস্তাব করছি;

iii) রেফারেল হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নে ব্যবহার্য ও প্রজ্ঞাপন **১৩৭/২০০৯** এর মাধ্যমে প্রদত্ত শুল্ক অব্যাহতিপ্রাপ্ত পণ্যসমূহ মূলধনী প্রকৃতির বিবেচনায় অন্যান্য খাতের মূলধনী পণ্যের সাথে সামঞ্জস্যতার লক্ষ্যে এ পর্যায়ে এ খাতে আমদানিয় পণ্যে অব্যাহতির পরিবর্তে **১** শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্যের প্রস্তাব করছি। তবে সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর পূর্বের ন্যায় মওকুফ থাকবে;

iv) শুল্ক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও মানবৃদ্ধি এবং স্বচ্ছতার সাথে আমদানি- রপ্তানির সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যমান কতিপয় প্রজ্ঞাপন পুনর্বিন্যাসপূর্বক নতুন করে ও ক্ষেত্রবিশেষে নতুন প্রজ্ঞাপন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০৮। যথাযথ রাজস্ব আহরণ ও স্থানীয় শিল্পের ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে শুল্ক- ব্যবস্থাপনায় বর্তমানে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে: আমদানিয় পণ্যের অবমূল্যায়ন (Under invoicing) জনিত মিথ্যা ঘোষণা। এটি রোধ করার লক্ষ্যে

আমরা ট্যারিফ সংস্কার, ডিজিটালাইজেশনসহ নানামুখী আধুনিকায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি। এসব পদক্ষেপের পাশাপাশি শুল্কায়নের ভিত্তি হিসেবে যাচাই ও ব্যবহারের উদ্দেশ্যে আমদানিয় অধিকাংশ অত্যাবশ্যক, ভোগ্য ও বাণিজ্যিক পণ্যের উপর ন্যূনতম মূল্য ধার্যের প্রস্তাব করছি। এতে আমদানি মূল্য সংক্রান্ত মিথ্যা ঘোষণা তথা আমদানিয় পণ্যের মূল্যের ক্রমাগত অবমূল্যায়ন প্রবণতা হ্রাস পাবে বলে আমি আশাবাদী। তাছাড়া যথাযথ শুল্ক মূল্যায়নের স্বার্থে চা, বাস ট্রাকের টায়ারসহ কতিপয় পণ্যে ট্যারিফ মূল্য ধার্য ও কতিপয় ক্ষেত্রে পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাবসহ বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি (**পরিশিষ্ট 'খ'**-এর সারণি- **১২**)।

২০৯। Customs Act, 1969 এর কতিপয় ধারার অধিকতর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে সংশোধনের প্রস্তাব করছি। তাছাড়া, কতিপয় বিষয়ে নতুন বিধি বা বিদ্যমান বিধি নতুনভাবে প্রণয়নের প্রস্তাব করা হচ্ছে (**পরিশিষ্ট 'খ'**-এর সারণি- **১৩**)।

২১০। ঢাকা মহানগর এখন দু'টি মহানগরে বিভক্ত হয়েছে – ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ। আমার বক্তৃতায় বিভিন্ন জায়গায় এই বিভক্তি যথাযথ উল্লেখ করা হয় নি। তাই যেখানে ঢাকা বলেছি সেখানে দুই ঢাকা মহানগরই বুঝাতে চেয়েছি।

দশম অধ্যায়

উপসংহার

মাননীয় স্পীকার

২১১। বিগত সাত বছরে আমাদের নিরন্তর কর্মপ্রচেষ্টার সাথে সর্বস্তরের জনগণের একাত্মতা প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ধারাকে নির্বিঘ্ন ও গতিশীল রেখেছে। এতে সবার জীবনে এসেছে আয়, উন্নতি ও স্বাচ্ছন্দ্য। সমৃদ্ধি অর্জনের অভিযাত্রায় অনেকটা পথ এগুলেও আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। বিশেষ করে, দারিদ্র্যকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে। সবার জন্য নিশ্চিত করতে হবে মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান। বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে নির্মাণ করতে হবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো। সর্বোপরি, সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে হবে সুশাসন।

২১২। আমাদের এ অগ্রযাত্রার চ্যালেঞ্জগুলো আমরা চিহ্নিত করেছি। এখন সবচেয়ে বড় প্রয়োজন এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাস্তবানুগ কার্যক্রম। বিশেষ করে, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ, দক্ষতার উন্নয়ন, বিনিয়োগে বাস্তবায়ন সক্ষমতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি, উৎপাদনে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির প্রসার, রপ্তানি পণ্য ও বাজারের বহুমুখীকরণ, প্রবাসে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও পরিকল্পিত নগরায়ন ইত্যাদি একান্ত জরুরি। একই সাথে, গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহে সম্পদ সঞ্চালনের জন্য রাজস্ব আদায়সহ বিদেশি সহায়তার ব্যবহারও বাড়ানো দরকার। পাশাপাশি, জনপ্রশাসনে সক্ষমতার উন্নয়ন, ই-গভর্নেন্স, ভূমি ব্যবস্থার আধুনিকায়নসহ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারলে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমরা এগিয়ে যেতে পারব বহুদূর।

২১৩। আমাদের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় প্রধান প্রতিবন্ধক এখন মনে হয় অনিশ্চিত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা। আমাদের প্রতিটি জেলা জনসংখ্যায় ও আয়তনে বিশ্বের প্রায় ৫০/৬০টি দেশের চেয়ে বড়। এ ঘনবসতির স্বল্প আয়তনের দেশে ক্ষমতার প্রতিসংক্রম ছাড়া কোন উপায়েই উন্নয়ন উদ্যোগে এমন গতিশীলতা পাওয়া যাবে না যাতে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১০ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। তাই স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার গুণগত সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। এ শাসন ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকারের

দায়িত্ব ও ক্ষমতা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে। রাজস্ব সংগ্রহ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখেও স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব ও ক্ষমতার সুস্পষ্ট বিভাজন অতি সহজেই নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। এজন্য প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার, যার বাস্তবায়ন অচিরেই শুরু করতে হবে। আমি স্পষ্টভাবে ক্ষমতা ও দায়িত্বের প্রতিসংক্রমের (devolution) কথা বলছি, বিকেন্দ্রীকরণের (decentralization) কথা নয়। এছাড়া, জাতির জনকের অন্যতম লক্ষ্য ছিল জেলা সরকার প্রতিষ্ঠা, যা তাঁর জীবনে কার্যকর হতে পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, গণতান্ত্রিক জেলা সরকারের ধারণা এখন সুস্পষ্ট। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার সংস্কারই এ জেলা সরকার সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

মাননীয় স্পীকার

২১৪। আপনি জানেন, জাতির জনকের হাত ধরেই এদেশের মানুষ পেয়েছে স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তির স্বাদ। আবার তাঁর হাতেই রচিত হয়েছিল দেশের অগ্রগতির প্রাথমিক ভিত্তি। এ অগ্রযাত্রা বিভিন্ন সময়ে নানা ঘাত- প্রতিঘাতে বাধাগ্রস্ত হলেও তাঁর সুযোগ্য কন্যার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশের অর্থনীতি আজ এক সুদৃঢ় অবস্থানে পৌঁছেছে; আমরা পদার্পণ করেছি সমৃদ্ধির সোপানে। আমি মনে করি, সমৃদ্ধির আরও উচ্চতর সোপানে পৌঁছাতে হলে আমরা যেসব কর্মসূচি জাতির জনক তনয়ার নেতৃত্বে হাতে নিয়েছি তা জোরদারের পাশাপাশি একটি সমন্বিত ও ব্যাপকভিত্তিক কর্মযজ্ঞ শুরুর এখনই উপযুক্ত সময়। অফুরন্ত প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা ক্রমবর্ধিষ্ণু যুবশক্তিকে কাজে লাগানোর এক মাহেন্দ্র ক্ষণ আমাদের দ্বারপ্রান্তে। আমার বিশ্বাস, শত প্রতিকূলতার মাঝেও জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন ও অংশগ্রহণ, উদ্দীপ্ত যুবশক্তির গঠনমূলক কর্মোদ্যোগ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে যাবে এক আলোকোজ্জ্বল আগামীর পথে। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ বিশ্বসভায় পরিচিতি লাভ করবে একটি সমৃদ্ধ, আধুনিক ও কল্যাণ রাষ্ট্রের অনুকরণীয় আদর্শ হিসেবে।

জয় বাংলা
জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট- ক

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	প্রকৃতখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি	৯৩
২	২০১৫- ১৬ অর্থবছরের মূল ও সম্পূরক বাজেট	৯৩
৩	২০১৬- ১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো	৯৪
৪	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন	৯৪
৫	সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন	৯৬
৬	মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ	৯৭
৭	আর্থ- সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র	৯৯
৮	রাজস্ব খাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি	৯৯
৯	বহিঃখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি	১০০
১০	আর্থিকখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি	১০০

সারণি ১: প্রকৃতখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

অর্থবছর	জিডিপি প্রবৃদ্ধি	বিনিয়োগ (% জিডিপি)			মাথাপিছু জাতীয় আয় (মা.ড.)	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মে.ওয়াট)	খাদ্যশস্য উৎপাদন (লক্ষ মে.ট.)	মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়)
		সরকারি	ব্যক্তিখাত	মোট				
২০০৫- ০৬	৬.৬৭	৫.৫৬	২০.৫৮	২৬.১৪	৫৪৩	৫,২৪৫	২৭২.৭	-
২০০৬- ০৭	৭.০৬	৫.০৯	২১.০৮	২৬.১৮	৫৯৮	৫,২০২	২৮০.৬	৯.৪
২০০৭- ০৮	৬.০১	৪.৫০	২১.৭০	২৬.২০	৬৮৬	৫,৩০৫	৩৫২.৯	১২.৩
২০০৮- ০৯	৫.০৫	৪.৩২	২১.৮৯	২৬.২১	৭৫৯	৫,৭১৯	৩৪৭.১	৭.৬
২০০৯- ১০	৫.৫৭	৪.৬৭	২১.৫৭	২৬.২৫	৮৪৩	৫,৮২৩	৩৫৮.১	৬.৮
২০১০- ১১	৬.৪৬	৫.২৬	২২.১৬	২৭.৪২	৯২৮	৭,২৬৪	৩৬০.৭	১০.৯
২০১১- ১২	৬.৫২	৫.৭৬	২২.৫০	২৮.২৬	৯৫৫	৮,৭১৬	৩৬৮.৮	৮.৭
২০১২- ১৩	৬.০১	৬.৬৪	২১.৭৫	২৮.৩৯	১,০৫৪	৯,১৫১	৩৭২.৭	৬.৮
২০১৩- ১৪	৬.০৬	৬.৫৫	২২.০৩	২৮.৫৮	১,১৮৪	১০,৪১৬	৩৮১.৭	৭.৪
২০১৪- ১৫	৬.৫৫	৬.৮২	২২.০৭	২৮.৮৯	১,৩১৭	১১,৫৩৪	৩৮৪.২	৬.৪
২০১৫- ১৬সা	৭.০৫	৭.৬০	২১.৭৮	২৯.৩৮	১,৪৬৬	১৪,৪২৯	৩৯০.০	৬.০ক

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বিদ্যুৎ বিভাগ, সা. = সাময়িক, ক এপ্রিল পর্যন্ত

সারণি ২: ২০১৫- ১৬ অর্থবছরের মূল ও সম্পূরক বাজেট

(কোটি টাকায়)

খাত	সংশোধিত ২০১৫-১৬	২০১৫-১৬ মার্চ পর্যন্ত প্রকৃত	বাজেট ২০১৫- ১৬
মোট রাজস্ব আয়	**১,৭৭,৪০০ (১০.৩)**	**১,১৯,৩২৫ (৬.৯)**	**২,০৮,৪৪৩ (১২.১)**
এনবিআর রাজস্ব	১,৫০,০০০	১,০১,২১১	১,৭৬,৩৭০
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	৫,৪০০	৪,০৬৬	৫,৮৭৪
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	২২,০০০	১৪,০৪৭	২৬,১৯৯
মোট ব্যয়	**২,৬৪,৫৬৫ (১৫.৩)**	**১,২৫,২৬৮ (৭.২)**	**২,৯৫,১০০ (১৭.২)**
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৫০,৩৭৯ (৮.৭)	৮৫,০৯১ (৪.৯)	১,৬৪,৫৭১ (৯.৬)
উন্নয়ন ব্যয়	৯৫,৯০৮ (৫.৫)	২৮,৯৬৪ (১.৭)	১,০২,৫৫৯ (৬.০)
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৯১,০০০ (৫.৩)	২৮,৭৪৫ (১.৭)	৯৭,০০০ (৫.৭)
অন্যান্য ব্যয়	১৮,২৭৮ (১.১)	১১,২১৩ (০.৬)	২৭,৯৭০ (১.৬)
বাজেট ঘাটতি	**৮৭,১৬৫ (৫.০)**	**৫,৯৪৪ (০.৩)**	**৮৬,৬৫৭ (৫.০)**
অর্থায়ন	**৮৭,১৬৫**	**৫,৯৪৪**	**৮৬,৬৫৭**
বৈদেশিক উৎস	২৪,৯৯০ (১.৪)	২,৩৫৯ (০.১)	৩০,১৩৫ (১.৮)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৬২,১৭৫ (৩.৬)	৩,৫৮৫ (০.২)	৫৬,৫২২ (৩.৩)
তন্মধ্যে, ব্যাংক উৎস	৩১,৬৭৫ (১.৮)	-৫,৭০৮ (০.৩)	৩৮,৫২৩ (২.২)
জিডিপি	**১৭,২৯,৫৬৭খ**	**১৭,২৯,৫৬৭খ**	**১৭,১৬,৭০০ক**

বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ; ক বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; খ নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব; উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৩: ২০১৬- ১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০১৬- ১৭	সংশোধিত ২০১৫- ১৬	বাজেট ২০১৫- ১৬	প্রকৃত ২০১৪- ১৫
মোট রাজস্ব আয়	**২,৪২,৭৫২ (১২.৪)**	**১,৭৭,৪০০ (১০.৩)**	**২,০৮,৪৪৩ (১২.১)**	**১,৪৫,৯৬৫ (৯.৬)**
এনবিআর কর	২,০৩,১৫২	১,৫০,০০০	১,৭৬,৩৭০	১,২৩,৯৭৭
এনবিআর বহির্ভূত কর	৭,২৫০	৫,৪০০	৫,৮৭৪	৪,৮২১
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৩২,৩৫০	২২,০০০	২৬,১৯৯	১৭,১৬৭
মোট ব্যয়	**৩,৪০,৬০৫ (১৭.৪)**	**২,৬৪,৫৬৫ (১৫.৩)**	**২,৯৫,১০০ (১৭.২)**	**২,০৪,৩৭৬ (১৩.৫)**
অনুন্নয়ন রাজস্ব ব্যয়	১,৮৮,৯৬৬ (৯.৬)	১,৫০,৩৭৯ (৮.৭)	১,৬৪,৫৭১ (৯.৬)	১,১৮,৯৯২ (৭.৯)
উন্নয়ন ব্যয়	১,১৭,০২৭ (৬.০)	৯৫,৯০৮ (৫.৫)	১,০২,৫৫৯ (৬.০)	৬৩,৬৭৬ (৪.২)
তন্মধ্যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	১,১০,৭০০ (৫.৬)	৯১,০০০ (৫.৩)	৯৭,০০০ (৫.৭)	৬০,৩৭৬ (৪.০)
অন্যান্য ব্যয়	৩৪,৬১২ (১.৮)	১৮,২৭৮ (১.১)	২৭,৯৭০ (১.৬)	২১,৭০৮ (১.৪)
বাজেট ঘাটতি	**৯৭,৮৫৩ (৫.০)**	**৮৭,১৬৫ (৫.০)**	**৮৬,৬৫৭ (৫.০)**	**৫৮,৪১১ (৩.৯)**
অর্থায়ন	**৯৭,৮৫৩**	**৮৭,১৬৫**	**৮৬,৬৫৭**	**৫৮,৪১১**
বৈদেশিক উৎস	৩৬,৩০৫ (১.৯)	২৪,৯৯০ (১.৪)	৩০,১৩৫ (১.৮)	৭,২৮০ (০.৫)
অভ্যন্তরীণ উৎস	৬১,৫৪৮ (৩.১)	৬২,১৭৫ (৩.৬)	৫৬,৫২২ (৩.৩)	৫১,১৩১ (৩.৪)
তন্মধ্যে, ব্যাংক উৎস	৩৮,৯৩৮ (২.০)	৩১,৬৭৫ (১.৮)	৩৮,৫২৩ (২.২)	৫১৪ (০.০)
জিডিপি	**১৯,৬১,০১৭**	**১৭,২৯,৫৬৭[খ]**	**১৭,১৬,৭০০[ক]**	**১৫,১৫,৮০২**

বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ দেখানো হয়েছে; [ক] বাজেট প্রণয়নকালীন নামিক জিডিপি; [খ] নামিক জিডিপির সাময়িক হিসাব; উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৪: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬- ১৭	সংশোধিত ২০১৫- ১৬	বাজেট ২০১৫- ১৬	প্রকৃত ২০১৪- ১৫	প্রকৃত ২০১৩- ১৪	প্রকৃত ২০১২- ১৩	প্রকৃত ২০১১- ১২
ক) মানব সম্পদ							
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৭,৭১০ (৭.০)	৫,২৪৭ (৫.৮)	৫,৫৪২ (৫.৭)	৩,৯৭৩ (৬.৬)	৪,৩৩৮ (৭.৬)	৩,৬৮৬ (৭.৪)	২,৪১০ (৬.৪)
২. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৬,২৩৫ (৫.৬)	৫,১২১ (৫.৬)	৫,৩৩১ (৫.৫)	৩,৬৬৭ (৬.১)	৩,৪২৪ (৬.০)	৩,৩১৬ (৬.৭)	২,৬১২ (৬.৯)
৩. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৬,১৬৭ (৫.৬)	৪,২৫৭ (৪.৭)	৪,১৯৭ (৪.৩)	৪,০৮৮ (৬.৮)	৩,০৪৩ (৫.৩)	২,২০৬ (৪.৪)	১,৮৭৩ (৫.০)
৪. অন্যান্য	৭,০৯১ (৬.৪)	৪,৯৩০ (৫.৪)	৬,২৩৮ (৬.৪)	৪,৪৬৩ (৭.৪)	৩,৩৬৫ (৫.৯)	২,২১২ (৪.৪)	১,৬৮২ (৪.৫)
উপ-মোট	**২৭,২০৩** (২৪.৬)	**১৯,৫৫৫** (২১.৫)	**২১,৩০৮** (২২.০)	**১৬,১৯১** (২৬.৮)	**১৪,১৭০** (২৪.৯)	**১১,৪২০** (২২.৯)	**৮,৫৭৭** (২২.৭)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
খ) কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৮,৫৪৮ (১৬.৮)	১৬,৭৩৬ (১৮.৪)	১৬,৬৫০ (১৭.২)	১৩,৪৮২ (২২.৩)	১০,৯৭৮ (১৯.৩)	১০,৭৩৫ (২১.৫)	৮,০০০ (২১.২)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩,৭৫৯ (৩.৪)	২,৮৬১ (৩.১)	৩,০৬২ (৩.২)	২,০৬১ (৩.৪)	১,৯৯৮ (৩.৫)	১,৭৮২ (৩.৬)	১,৪৪২ (৩.৮)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১,৮৪১ (১.৭)	১,৮১১ (২.০)	১,৮২৪ (১.৯)	১,৪০৬ (২.৩)	১,২৮২ (২.২)	১,১১১ (২.২)	৯৯৭ (২.৬)
৮. অন্যান্য	২,৯৪৬ (২.৭)	২,৭৯৩ (৩.১)	২,৯৮৫ (৩.১)	২,৫৮১ (৪.৩)	২,৩০৯ (৪.০)	১,৯৯৪ (৪.০)	১,৮৭৪ (৫.০)
উপ-মোট	**২৭,০৯৪ (২৪.৫)**	**২৪,২০১ (২৬.৬)**	**২৪,৫২১ (২৫.৩)**	**১৯,৫৩০ (৩২.৩)**	**১৬,৫৬৭ (২৯.১)**	**১৫,৬২২ (৩১.৩)**	**১২,৩১৩ (৩২.৬)**
গ) জ্বালানি অবকাঠামো							
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩,০৪০ (১১.৮)	১৫,৪৭৬ (১৭.০)	১৬,৪৮৫ (১৭.০)	৪,৬৯৩ (৭.৮)	৮,৩৪৮ (১৪.৬)	৮,৮৪০ (১৭.৭)	৭,২৪৮ (১৯.২)
১০. জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ	১,৯১১ (১.৭)	১,০৬৮ (১.২)	১,৯৯৪ (২.১)	১,১৫১ (১.৯)	১,৮৮১ (৩.৩)	১,২৯৫ (২.৬)	৬৭৯ (১.৮)
উপ-মোট	**১৪,৯৫১ (১৩.৫)**	**১৬,৫৪৪ (১৮.২)**	**১৮,৪৭৯ (১৯.১)**	**৫,৮৪৪ (৯.৭)**	**১০,২২৯ (১৭.৯)**	**১০,১৩৫ (২০.৩)**	**৭,৯২৭ (২১.০)**
ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯,১১৫ (৮.২)	৪,৬৩০ (৫.১)	৫,৬৫০ (৫.৮)	৩,১৫৮ (৫.২)	২,৯০৪ (৫.১)	২,৯৯৩ (৬.০)	০ (০.০)
১২. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	৮,১৬১ (৭.৪)	৬,৩৪৯ (৭.০)	৫,৬৭৫ (৫.৯)	৪,০৭৭ (৬.৮)	৩,৬৮২ (৬.৫)	৩,৬০৫ (৭.২)	৪,৪৭৫ (১১.৯)
১৩. সেতু বিভাগ	৯,২৫৮ (৮.৪)	৬,২৫৩ (৬.৯)	৮,৯২১ (৯.২)	৫,২৯৯ (৮.৮)	৩,২৯৭ (৫.৮)	৭৮৫ (১.৬)	৪১৮ (১.১)
১৪. অন্যান্য	২,০২০ (১.৮)	১,৮৫২ (২.০)	১,৪১৩ (১.৫)	৭৫৭ (১.৩)	৮৫০ (১.৫)	৫৩২ (১.১)	২৮৫ (০.৮)
উপ-মোট	**২৮,৫৫৪ (২৫.৮)**	**১৯,০৮৪ (২১.০)**	**২১,৬৫৯ (২২.৩)**	**১৩,২৯১ (২২.০)**	**১০,৭৩৩ (১৮.৮)**	**৭,৯১৫ (১৫.৯)**	**৫,১৭৮ (১৩.৭)**
মোট	**৯৭,৮০২ (৮৮.৩)**	**৭৯,৩৮৪ (৮৭.২)**	**৮৫,৯৬৭ (৮৮.৬)**	**৫৪,৮৫৬ (৯০.৯)**	**৫১,৬৯৯ (৯০.৭)**	**৪৫,০৯২ (৯০.৪)**	**৩৩,৯৯৫ (৯০.১)**
১৫. অন্যান্য	**১২,৮৯৮** (১১.৬)	**১১,৬১৬** (১২.৮)	**১১,০৩৩** (১১.৪)	**৫,৫১৭** (৯.১)	**৫,৩২১** (৯.৩)	**৪,৭৬২** (৯.৬)	**৩,৭৩৭** (৯.৯)
মোট এডিপি	**১১০,৭০০[ক]**	**৯১,০০০[খ]**	**৯৭,০০০**	**৬০,৩৭৩**	**৫৭,০২০**	**৪৯,৮৫৪**	**৩৭,৭৩২**

বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে; [ক] বিদ্যুৎ খাতে ইসিএ এর ৩ হাজার কোটি টাকাসহ স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে বাজেটে অবদান হবে ১২ হাজার ৬৪৬ কোটি টাকা, যার ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা; [খ] স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহের নিজস্ব তহবিল থেকে সংশোধিত বাজেটে অবদান হবে ২ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা, যার ফলে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সর্বমোট বরাদ্দ হবে ৯৩ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকা; উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৫: সমগ্র বাজেটের খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
ক) সামাজিক অবকাঠামো	**৯৬,৩৬৫ (২৮.২৯)**	**৭৬,২৬৭ (২৮.৮৩)**	**৬৯,১৮২ (২৩.৪৪)**	**৫৫,৮৩২ (২৭.৩২)**	**৫২,৭৫৬ (২৬.৫৬)**	**৪২,৯৮৫ (২৪.৬৪)**	**৩৮,৬৮৫ (২৫.৩৪)**
মানব সম্পদ							
১. শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬,৮৪৭ (৭.৮৮)	২০,২৫৯ (৭.৬৬)	১৭,১০৩ (৫.৮০)	১৬,১২৫ (৭.৮৯)	১৪,৮৪১ (৭.৪৭)	১১,৩৩৪ (৬.৫০)	১০,৫৮৫ (৬.৯৩)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,১৬২ (৬.৫১)	১৬,৮৪৭ (৬.৩৭)	১৪,৫০১ (৪.৯১)	১১,৮৭৫ (৫.৮১)	১১,৪২২ (৫.৭৫)	৯,৪১৭ (৫.৪০)	৮,১৫৯ (৫.৩৪)
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৭,৪৮৭ (৫.১৩)	১৪,৮১১ (৫.৬০)	১২,৬৯৫ (৪.৩০)	১০,৪১৬ (৫.১০)	৯,৭৫৪ (৪.৯১)	৮,৫৪৯ (৪.৯০)	৭,৬৬৭ (৫.০২)
৪. অন্যান্য	১৯,৪২২ (৫.৭০)	১৫,০৮০ (৫.৭০)	১৫,৭৭২ (৫.৩৪)	১১,৯১৭ (৫.৮৩)	৯,৬৩৯ (৪.৮৫)	৭,৬৩৪ (৪.৩৮)	৬,৮৭০ (৪.৫০)
উপ-মোট	**৮৫,৯১৮ (২৫.২৩)**	**৬৬,৯৯৭ (২৫.৩২)**	**৬০,০৭১ (২০.৩৬)**	**৫০,৩৩৩ (২৪.৬৩)**	**৪৫,৬৫৬ (২২.৯৯)**	**৩৬,৯৩৪ (২১.১৭)**	**৩৩,২৮১ (২১.৮০)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	২,৪৪২ (০.৭২)	১,৫০০ (০.৫৭)	১,৬৭১ (০.৫৭)	৭৪৩ (০.৩৬)	৯২৪ (০.৪৭)	৮১৪ (০.৪৭)	১,১২২ (০.৭৩)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮,০০৫ (২.৩৫)	৭,৭৭০ (২.৯৪)	৭,৪৪০ (২.৫২)	৪,৭৫৬ (২.৩৩)	৬,১৭৬ (৩.১১)	৫,২৩৭ (৩.০০)	৪,২৮২ (২.৮০)
উপ-মোট	**১০,৪৪৭ (৩.০৭)**	**৯,২৭০ (৩.৫০)**	**৯,১১১ (৩.০৯)**	**৫,৪৯৯ (২.৬৯)**	**৭,১০০ (৩.৫৭)**	**৬,০৫১ (৩.৪৭)**	**৫,৪০৪ (৩.৫৪)**
খ) ভৌত অবকাঠামো	**১,০১,২৯২ (২৯.৭৪)**	**৮৬,৭৬৭ (৩২.৮০)**	**৯০,৪২২ (৩০.৬৪)**	**৬০,৭৯৯ (২৯.৭৫)**	**৬০,৮৬৩ (৩০.৬৪)**	**৫৯,৩৯৮ (৩৪.০৫)**	**৪৪,৫৪৩ (২৯.১৮)**
কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩,৬৭৫ (৪.০১)	১১,১৩৯ (৪.২১)	১২,৬৯৯ (৪.৩০)	১০,৩৪৫ (৫.০৬)	১২,২৩০ (৬.১৬)	১৪,৮২২ (৮.৫০)	৯,৭৬৪ (৬.৪০)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪,৭১৩ (১.৩৮)	৩,৭৯১ (১.৪৩)	৩,৮৮৬ (১.৩২)	২,৮৪৩ (১.৩৯)	২,৭৪৩ (১.৩৮)	২,৫০৮ (১.৪৪)	২,১৩৪ (১.৪০)
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	২১,৩২২ (৬.২৬)	১৯,২১৭ (৭.২৬)	১৮,৮৬৮ (৬.৩৯)	১৫,৫৬১ (৭.৬১)	১২,৯০০ (৬.৪৯)	১২,৬৭৩ (৭.২৬)	৯,৪৫৯ (৬.২০)
১০. অন্যান্য	৬,৫৩৬ (১.৯২)	৫,৮২০ (২.২০)	৫,৫২৩ (১.৮৭)	৫,০০৯ (২.৪৫)	৪,৬৭১ (২.৩৫)	৪,২৪৪ (২.৪৩)	৪,৩৯১ (২.৮৮)
উপ-মোট	**৪৬,২৪৬ (১৩.৫৮)**	**৩৯,৯৬৭ (১৫.১১)**	**৪০,৯৭৬ (১৩.৮৯)**	**৩৩,৭৫৮ (১৬.৫২)**	**৩২,৫৪৪ (১৬.৩৮)**	**৩৪,২৪৭ (১৯.৬৩)**	**২৫,৭৪৮ (১৬.৮৭)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	**১৫,০৩৬ (৪.৪১)**	**১৬,৬১৪ (৬.২৮)**	**১৮,৫৪১ (৬.২৮)**	**৫,৮৯৩ (২.৮৮)**	**১০,২৬৬ (৫.১৭)**	**১০,২৮১ (৫.৮৯)**	**৭,৯৬৯ (৫.২২)**
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক পরি. ও মহাসড়ক বিভাগ	১০,৯১০ (৩.২০)	৮,৮১৫ (৩.৩৩)	৭,৯১১ (২.৬৮)	৬,২২৩ (৩.০৪)	৫,৬৩১ (২.৮৪)	৫,৩৬৮ (৩.০৮)	৭,২৭৮ (৪.৭৭)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১১,৯৫০ (৩.৫১)	৭,২৬১ (২.৭৪)	৭,৭১৭ (২.৬২)	৪,৯৬৯ (২.৪৩)	৪,৫৯২ (২.৩১)	৪,৫৫৭ (২.৬১)	১ (০.০০)
১৩. সেতু বিভাগ	৯,২৮৯ (২.৭৩)	৬,২৮৫ (২.৩৮)	৮,৯৫৩ (৩.০৩)	৫,২৯৯ (২.৫৯)	৩,২৯৭ (১.৬৬)	৭৮৫ (০.৪৫)	৪১৮ (০.২৭)
১৪. অন্যান্য	২,৬০৩ (০.৭৬)	২,৩১৬ (০.৮৮)	১,৭৪৮ (০.৫৯)	১,০৩৬ (০.৫১)	১,১১৭ (০.৫৬)	৭৯৭ (০.৪৬)	৫৫৯ (০.৩৭)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬	প্রকৃত ২০১৪-১৫	প্রকৃত ২০১৩-১৪	প্রকৃত ২০১২-১৩	প্রকৃত ২০১১-১২
উপ-মোট	**৩৪,৭৫২ (১০.২০)**	**২৪,৬৭৭ (৯.৩৩)**	**২৬,৩২৯ (৮.৯২)**	**১৭,৫২৭ (৮.৫৮)**	**১৪,৬৩৭ (৭.৩৭)**	**১১,৫০৭ (৬.৬০)**	**৮,২৫৬ (৫.৪১)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৫,২৫৮ (১.৫৪)	৬,০০৯ (২.২৭)	৪,৫৭৬ (১.৫৫)	৩,৬২১ (১.৭৭)	৩,৪১৬ (১.৭২)	৩,৩৬৩ (১.৯৩)	২,৫৭০ (১.৬৮)
গ) সাধারণ সেবা	৮৩,৫০৮ (২৪.৫২)	৫৮,১১০ (২১.৯৬)	৮২,৫৫৯ (২৭.৯৮)	৩৯,১১৯ (১৯.১৪)	৩৯,৯২৯ (২০.১০)	২৭,৩৯৪ (১৫.৭০)	২৭,১১৬ (১৭.৭৬)
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**২১,০৬২ (৬.১৮)**	**১৭,৪১৯ (৬.৫৮)**	**১৩,৬৩০ (৪.৬২)**	**১৩,১৫৮ (৬.৪৪)**	**১২,৩৪৭ (৬.২২)**	**৯,৬৫৫ (৫.৫৩)**	**৮,৭৩৭ (৫.৭২)**
১৬. অন্যান্য	৬২,৪৪৬ (১৮.৩৩)	৪০,৬৯১ (১৫.৩৮)	৬৮,৯২৯ (২৩.৩৬)	২৫,৯৬১ (১২.৭০)	২৭,৫৮২ (১৩.৮৯)	১৭,৭৩৯ (১০.১৭)	১৮,৩৭৯ (১২.০৪)
মোট	**২,৮১,১৬৫ (৮২.৫৫)**	**২,২১,১৪৪ (৮৩.৫৯)**	**২,৪২,১৬৩ (৮২.০৬)**	**১,৫৫,৭৫০ (৭৬.২১)**	**১,৫৩,৫৪৮ (৭৭.৩১)**	**১,২৯,৭৭৭ (৭৪.৩৯)**	**১,১০,৩৪৪ (৭২.২৮)**
ঘ) সুদ পরিশোধ	৩৯,৯৫১ (১১.৭৩)	৩১,৬৬৯ (১১.৯৭)	৩৫,১০৯ (১১.৯০)	৩০,৯৭৩ (১৫.১৫)	৩০,৯৮৭ (১৫.৬০)	২৩,৯১৫ (১৩.৭১)	২০,৩৫১ (১৩.৩৩)
ঙ) পিপিপি, ভর্তুকি ও দায়	৭,৫০৯ (২.২০)	৪,১৫৯ (১.৫৭)	৬,৫০৯ (২.২১)	৪,১৩২ (২.০২)	৪,০০১ (২.০১)	২,৪২৭ (১.৩৯)	৫,২১১ (৩.৪১)
চ) নিট ঋণদান ও অন্যান্য ব্যয়	১১,৯৮১ (৩.৫২)	৭,৫৯৩ (২.৮৭)	১১,৩২১ (৩.৮৪)	১৩,৫২৫ (৬.৬২)	১০,০৮৫ (৫.০৮)	১৮,৩২৯ (১০.৫১)	১৬,৭৫৮ (১০.৯৮)
মোট বাজেট	**৩,৪০,৬০৫**	**২,৬৪,৫৬৫**	**২,৯৫,১০২**	**২,০৪,৩৮০**	**১,৯৮,৬২১**	**১,৭৪,৪৪৮**	**১,৫২,৬৬৪**

বন্ধনিতে মোট বাজেটের শতকরা হার দেখানো হয়েছে; উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৬: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারি বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬
রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	২০	২০	১৬
জাতীয় সংসদ	২৯৫	২৪৩	২০৩
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	১,৩২২	১,৪৪৫	৮০২
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৯৭	৬৫	৫০
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	১,২৯১	১,৪৯৯	১,৪৮৬
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	২,০৭৮	১,৭৬৬	১,৪৯৮
সরকারি কর্ম কমিশন	৪৭	৩৯	৩৪
অর্থ বিভাগ	৮৪,১৩৩	৪৯,৩৪২	৯১,৪৪৬
অর্থ বিভাগ - মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	২৩২	২০৫	১৬২
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	২,৩০১	১,৯৪০	১,৮০০
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	২,৫২৯	১,১৬২	৯২৪
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	১,৯৩৩	১,৮৩৭	১,৮৩৯
পরিকল্পনা বিভাগ	১,৪১১	১,৩৬১	১,০৮৭
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	১৬২	১৩০	১৩৯
পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৫০০	৩০২	৩৯৩
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৫৫২	৪০৬	৩৫৯
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,০৮৭	৮৭৮	৯০২
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,১১৫	২০,৬৮৩	১৮,৩৭৭
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	২৯	২৬	২১
আইন ও বিচার বিভাগ	১,৫২০	১,২২২	১,০৪৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০১৬-১৭	সংশোধিত ২০১৫-১৬	বাজেট ২০১৫-১৬
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১৯,২৮২	১৫,৯৭৭	১২,৪০০
লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	২৩	২৩	২১
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২২,১৬০	১৬,৮৪৫	১৪,৫০২
শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৬,৮৫৫	২০,২৬৬	১৭,১১২
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	২,০৭০	১,১৫১	১,৫৫০
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৭,৫১৬	১৪,৮৪০	১২,৭২৫
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	১,৮৩৫	১,০৭০	১,২১৩
সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৪,২৭৩	৩,৩১৫	৩,২৫৭
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,১৫১	১,৭৬১	১,৬৭৯
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৩০৭	২৮৬	৩০২
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৩,১২৩	৩,৯৩৯	২,৯২১
তথ্য মন্ত্রণালয়	৮৩৯	৭০০	৬৫৮
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৪২১	৩৭৭	৩৬৫
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫২৪	৪৯৪	৪২৮
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	৯২২	৮০৮	৮৩৫
স্থানীয় সরকার বিভাগ	২১,৩২৬	১৯,২২১	১৮,৮৭২
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১,৩৭৭	১,৪৬৯	১,৩৫১
শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৭১৩	১,২৮৯	১,৩৭২
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৬৮৫	৭৫৮	২৮৪
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	১,৯৭৩	১,১২০	২,০৩৭
কৃষি মন্ত্রণালয়	১৩,৬৭৮	১১,১৪২	১২,৭০৩
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	১,৮০২	১,৫৪৭	১,৪৮৯
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	১,০৩৩	৯৮৪	১,০২০
ভূমি মন্ত্রণালয়	১,৪৮৬	১,০৪১	৮৮৫
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৪,৭১৩	৩,৭৯২	৩,৮৮৬
খাদ্য মন্ত্রণালয়	১,৮৪৯	১,৭০২	১,৮৯৯
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	৮,০০৫	৭,৭৭১	৭,৪৪০
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	১০,৯১১	৮,৮১৬	৭,৯১২
রেলপথ মন্ত্রণালয়	১১,৯৭৫	৭,২৮৯	৭,৭৫১
নৌ- পরিবহণ মন্ত্রণালয়	২,০৫৫	২,০২৬	১,৩৭৬
বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	৫৪৯	২৯০	৩৭২
ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২,৫১২	২,১১৮	২,৩৭১
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮৩৯	৭৭৯	৭৭৯
বিদ্যুৎ বিভাগ	১৩,০৬৩	১৫,৪৯৪	১৬,৫০৪
সুপ্রীম কোর্ট	১৫৫	১৩৫	১১২
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩,০১২	২,৫৩১	২,৬৭৯
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৫৬০	৪৭১	৪৩৯
দুর্নীতি দমন কমিশন	৯১	৭৪	৬৩
সেতু বিভাগ	৯,২৮৯	৬,২৮৫	৮,৯৫৩
সর্বমোট:	**৩,৪০,৬০৫**	**২,৬৪,৫৬৫**	**২,৯৫,১০০**

উৎস: অর্থ বিভাগ।

সারণি ৭: আর্থ- সামাজিক খাতে অগ্রগতির চিত্র

বছর	প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল (বছর)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (%)	দরিদ্র জনসংখ্যা (%)	অতিদরিদ্র জনসংখ্যা (%)	সাক্ষরতার হার (%)	শিশু মৃত্যু হার (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)
২০০৬	৬৫.৪	১.৪৯	৩৮.৪	২৪.২	৫২.৩	৪৫.০
২০০৭	৬৬.৬	১.৪৭	৩৬.৮	২২.৬	৫৩.৩	৪৩.০
২০০৮	৬৬.৮	১.৪৫	৩৫.১	২০.৯৮	৫৪.৪	৪১.০
২০০৯	৬৭.২	১.৩৬	৩৩.৪	১৯.৩	৫৫.৫	৩৯.০
২০১০	৬৭.৭	১.৩৬	৩১.৫	১৭.৬	৫৬.৫	৩৬.০
২০১১	৬৯.০	১.৩৭	২৯.৯	১৬.৫	৫৭.৭	৩৫.০
২০১২	৬৯.৪	১.৩৬	২৮.৫	১৫.৪	৫৮.৮	৩৩.০
২০১৩	৭০.৪	১.৩৭	২৭.২	১৪.৬	৫৯.৭*	৩১.০
২০১৪	৭০.৭	১.৩৭	২৬.০	১৩.৮	৬০.৯*	৩০.০
২০১৫	৭০.৭	১.৩৭	২৪.৮	১২.৯	৬২.১*	-
২০১৬	-	১.২৭	২৩.৬	১২.১	৬৩.২*	-

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ * ট্রেন্ড বিবেচনায়।

সারণি ৮: রাজস্ব খাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্ব আয়	এনবিআর	নন- এনবিআর	এনটিআর	মোট ব্যয়	এডিপি
২০০৫- ০৬	৪২,৫৬৬ (৮.৮)	৩২,৪৪৬ (৬.৭)	১,৫২৬ (০.৩)	৮,৫৯৪ (১.৮)	৫৯,৫৩৬ (১২.৩)	১৯,৬৩৩ (৪.১)
২০০৬- ০৭	৪৮,৫৪১ (৮.৮)	৩৬,১৭৭ (৬.৬)	১,৮৫৪ (০.৩)	১০,৫১০ (১.৯)	৬৪,০৫০ (১১.৭)	১৮,০৪২ (৩.৩)
২০০৭- ০৮	৫৯,৪৬৯ (৯.৫)	৪৫,৮১৯ (৭.৩)	২,৩১৩ (০.৪)	১১,৩৩৭ (১.৮)	৯০,৬৯৬ (১৪.৩)	১৮,৫৪৭ (৩.০)
২০০৮- ০৯	৬৪,৫৬৮ (৯.২)	৫০,২১৬ (৭.১)	২,৬৫৩ (০.৪)	১১,৬৯৯ (১.৭)	৮৯,৩১৬ (১২.৭)	১৯,৪৩৮ (২.৮)
২০০৯- ১০	৭৫,৯০৫ (৯.৫)	৫৯,৭৪২ (৭.৫)	২,৭৪৩ (০.৩)	১৩,৪২০ (১.৭)	১,০১,৫২১ (১২.৭)	২৫,৫৫৩ (৩.২)
২০১০- ১১	৯২,৯৯৩ (১০.২)	৭৬,২২৫ (৮.৩)	৩,৩২৩ (০.৪)	১৩,৪৪৫ (১.৫)	১,২৮,২৮৪ (১৪.০)	৩৩,২৮৩ (৩.৬)
২০১১- ১২	১,১৪,৬৭৫ (১০.৯)	৯১৫,৯৫ (৮.৭)	৩,৬৩৩ (০.৩)	১৯,৪৪৭ (১.৮)	১,৫২,৪৫৩ (১৪.৫)	৩৭,৫৩৩ (৩.৬)
২০১২- ১৩	১,২৮,৮৪৯ (১০.৮)	১,০৩,৩৩২ (৮.৬)	৪,১২১ (০.৩)	২১,৩৯৬ (১.৮)	১,৭৫,৬৪৪ (১৪.৭)	৪৯,৪৭৩ (৪.১)
২০১৩- ১৪	১,৪১,০৮৩ (১০.৫)	১,১১,৪২৩ (৮.৩)	৪,৬০৯ (০.৩)	২৫,০৫১ (১.৯)	১,৮৯,০৭৭ (১৪.১)	৫৫,১৩৪ (৪.১)
২০১৪- ১৫	১,৪৫,৯৬৬ (৯.৬)	১,২৩,৯৭৭ (৮.২)	৪,৮২১ (০.৩)	১৭,১৬৮ (১.১)	২,০৪,৩৮৩ (১৩.৫)	৬০,৩৭৭ (৪.০)
২০১৫- ১৬ মূ.	২,০৮,৪৪৩ (১২.১)	১,৭৬,৩৭০ (১০.২)	৫,৮৭৪ (০.৩)	২৬,১৯৯ (১.৫)	২,৯৫,১০০ (১৭.১)	৯৭,০০০ (৫.৬)
২০১৫- ১৬ সং	১,৭৭,৪০০ (১০.৩)	১,৫০,০০০ (৮.৭)	৫,৪০০ (০.৩)	২২,০০০ (১.৩)	২,৬৪,৫৬৫ (১৫.৩)	৯১,০০০ (৫.৩)

উৎস: অর্থ বিভাগ, বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ; মূ: মূল বাজেট; সং: সংশোধিত বাজেট।

সারণি ৯: বহিঃখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

অর্থবছর	রপ্তানি (বি.মা.ড.)	আমদানি (বি.মা.ড.)	প্রবাস আয় (বি.মা.ড.)	রিজার্ভ (বি.মা.ড.)	চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশ)	বিনিময় হার (টাকা/ডলার)
২০০৫-০৬	১০.৫	১৪.৮	৪.৮	৩.৫	১.১	৬৭.২
২০০৬-০৭	১২.২	১৭.২	৬.০	৫.১	১.২	৬৯.১
২০০৭-০৮	১৪.১	২১.৬	৭.৯	৬.১	০.৮	৬৮.৬
২০০৮-০৯	১৫.৬	২২.৫	৯.৭	৭.৫	২.৪	৬৮.৮
২০০৯-১০	১৬.২	২৩.৭	১১.০	১০.৭	৩.২	৬৯.২
২০১০-১১	২২.৯	৩৩.৭	১১.৭	১০.৯	-১.৩	৭১.২
২০১১-১২	২৪.৩	৩৫.৫	১২.৮	১০.৪	-০.৩	৮১.৯
২০১২-১৩	২৭.০	৩৪.১	১৪.৫	১৫.৩	২.০	৭৭.৮
২০১৩-১৪	৩০.২	৪০.৭	১৪.২	২১.৫	১.০	৭৭.৭
২০১৪-১৫	৩১.২	৪০.৬	১৫.৩	২৫.০	০.৪	৭৭.৭
২০১৫-১৬	২৭.৬[ক]	৩১.৩[খ]	১২.৩[ক]	২৮.৬[গ]	১.২[খ]	৭৮.৪[গ]

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; [ক] এপ্রিল পর্যন্ত, [খ] মার্চ পর্যন্ত, [গ] ২৫ মে ২০১৬ পর্যন্ত।

সারণি ১০: আর্থিকখাতের কতিপয় সূচকের অগ্রগতি

অর্থবছর	ব্যাংকের শাখা	আর্থিক খাতের গভীরতা (এম২/ জিডিপি)	ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (প্রবৃদ্ধি,%)	ব্যক্তিখাতে ঋণ বিতরণ (হাজার কোটি টাকা)	কৃষি ঋণ বিতরণ (হাজার কোটি টাকা)	শিল্প ঋণ বিতরণ (হাজার কোটি টাকা)	ঋণের সুদ (ভাড়িত গড়,%)	সুদের হার ব্যবধান (%)
২০০৫-০৬	৬,৪২৫	৩৭.৫	১৯.৩	১৩২.৩	৫.৫	৯.৭	১২.০৬	৫.৩৮
২০০৬-০৭	৬,৫৯৬	৩৮.৫	১৭.১	১৫২.২	৫.৩	১২.৪	১২.৭৮	৫.৯৩
২০০৭-০৮	৬,৭৪৭	৩৯.৬	১৭.৬	১৯০.১	৮.৬	২০.২	১২.২৯	৫.৩৪
২০০৮-০৯	৬,৯৩৬	৪২.১	১৯.২	২১৭.৯	৯.৩	২০.০	১১.৮৭	৪.৮৬
২০০৯-১০	৭,২৪৬	৪৫.৫	২২.৪	২৭০.৮	১১.১	২৫.০	১১.৩১	৫.৩০
২০১০-১১	৭,৭১২	৪৮.১	২১.৩	৩৪০.৭	১২.২	৩২.২	১২.৪২	৫.১৫
২০১১-১২	৮,০৫৯	৪৯.০	১৭.৪	৪০৭.৯	১৩.২	৩৫.৩	১৩.৭৫	৫.৬০
২০১২-১৩	৮,৪২৭	৫০.৩	১৬.৭	৪৫২.২	১৪.৭	৪২.৫	১৩.৬৭	৫.১৩
২০১৩-১৪	৮,৭৯৪	৫২.১	১৬.১	৫০৭.৬	১৬.০	৪২.৩	১৩.১০	৫.৩১
২০১৪-১৫	৯,১৩১	৫২.০	১২.৪	৫৭৪.৬	১৬.০	৫৯.৮	১১.৬৭	৪.৮৭
২০১৫-১৬	৯,৪১০[ক]	৪৯.৩[ক]	১৩.৬[খ]	৬৩৬.৪[ক]	১২.৮[ক]	৩০.৫[গ]	১০.৭৮[ক]	৪.৮৬[ক]

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক; [ক] মার্চ পর্যন্ত, [খ] মার্চ পর্যন্ত বছরভিত্তিতে, [গ] ডিসেম্বর পর্যন্ত।

পরিশিষ্ট- খ

সারণিসমূহের তালিকা

সারণি	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১	আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হ্রাস, বৃদ্ধি ও আরোপ সংক্রান্ত	১০৩
২	(ক) ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কযোগ্য পণ্যের মধ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (RD) অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যের তালিকা (১ জুলাই, ২০১৬ হতে কার্যকর) (খ) ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (RD) আরোপ করা হয়েছে তার তালিকা (যা, ২ জুন, ২০১৬ হতে কার্যকর)	১০৪
৩	কৃষি খাত	১০৫
৪	(ক) রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি/উপকরণে শুল্ক রেয়াত প্রদান (খ) রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য প্রি- ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণে শুল্ক রেয়াত প্রদান	১০৬
৫	নির্মাণ শিল্প খাত	১০৭
৬	রাসায়নিক শিল্প খাত	১০৭
৭	ইলেকট্রিক খাত	১০৭
৮	পরিবহন খাত	১০৮
৯	গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাত	১০৮
১০	তথ্যপ্রযুক্তি খাত	১০৯
১১	ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ	১০৯
১২	ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ	১১৮
১৩	Customs Act, ১৯৬৯ এর সংশোধন	১১৮

আমদানি পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হ্রাস, বৃদ্ধি ও আরোপ সংক্রান্ত

(ক) যে সকল পণ্যের ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক (SD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2106.90.49	Stabilizer for milk imported by other	20	10
2	2106.90.50	Coffee mate in bulk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturers	20	10
3	2710.19.34	গ্রীজ (খনিজ)	10	0
4	2917.32.90	ডাইঅকটাইল অর্থোথেলট (ডি ও পি)	20	10
5	3917.29.91	Fibre glass imported by VAT registered electric fan manufacturers	30	0
6	3919.10.00	Selfadhesive plates, sheets, film, foil, tape, strip and other flat shapes, of plastics, In rolls of a width not exceeding 20 cm	10	0
7	3919.90.30	Scratch off label imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry	10	0
8	3919.90.91	Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers	10	0
9	3921.90.92	PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry	20	0
10	8301.40.10	Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered manufacturers	20	0
11	8415.83.30	Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries	30	0
12	8418.69.94	Mortuary imported VAT registered hospital	30	0
13	8418.69.95	Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries	30	0
14	9405.92.10	LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing industry	45	0

(খ) যে সকল পণ্যের উপর সম্পূরক শুল্ক (SD) বৃদ্ধি/ আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate(%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	২৪০২.৯০.০০	হাতে বা অযান্ত্রিক পদ্ধতিতে তৈরী বিড়ি এবং অন্যান্য	১০০	১৫০
2	হেডিং ২৪.০৩ সকল এইচ.এস.কোড	অন্যান্য প্রস্তুতকৃত তামাক এবং অন্যান্য সমজাতীয় পদার্থ; তামাকে “homogenised” বা “reconstituted” নির্জাস বা সুগন্ধি	১০০	১৫০
3	২৫১৬.৯০.১০	Boulder stone	০	১০
4	২৫১৭.১০.৯০	Broken or curshed stone	২০	৩০
5	৩৩০৭.৯০.০০	Other perfumery	২০	৩০
6	হেডিং ৭২.১৩ সকল এইচ.এস.কোড (৭২১৩.৯১.১০ ব্যতীত)	Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	০	২০
7	হেডিং ৭২.১৪ সকল এইচ.এস.কোড (৭২১৪.১৯.১০ ব্যতীত)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, but including those twisted after rolling.	০	২০

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate(%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	হেডিং ৭২.১৫ সকল এইচ.এস.কোড	Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of freecutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished	০	২০
9	হেডিং ৭২.১৬ সকল এইচ.এস.কোড	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.	০	২০
10	৮৫৩৬.৬১.০০	Lampholders	০	১০
11	৮৫৩৬.৭০.০০	Connectors for optical fibres, optical fibre bundles or cables	০	১০
12	৮৫৩৬.৯০.০০	Other apparatus	০	১০

সারণি- ২

(ক) ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কযোগ্য পণ্যের মধ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (RD) অব্যাহতি প্রাপ্ত পণ্যের তালিকা (১ জুলাই, ২০১৬ হতে কার্যকর):

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	1513.29.00	Palm kernel or babassu oil and fractions thereof (excl. crude)
2	1901.90.91	Malt extract; food preparations imported in bulk by VAT registered food processing industries
3	3919.90.20	Perfomance Tape/Closure/Side Tape
4	4010.31.00	Endless transmission belts of trapezoidal crosssection (Vbelts), Vribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
5	4010.32.00	Endless transmission belts of trapezoidal crosssection (Vbelts), other than Vribbed, of an outside circumference exceeding 60 cm but not exceeding 180 cm
6	4010.33.00	Endless transmission belts of trapezoidel crosssection (Vbelts), Vribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
7	4010.34.00	Endless transmission belts of trapezoidel crosssection (Vbelts), other than Vribbed, of an outside circumference exceeding 180 cm but not exceeding 240 cm
8	4803.00.00	Tissue in jumbo roll
9	4823.90.94	Air laid paper imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers
10	5603.12.10	Textile back sheet/Non oven air through Bonded (ADL)
11	7213.91.20	Wire rod imported by VAT registered bicycle parts/ components manufacturers
12	7318.15.90	Other screws and bolts, whether or not with their nuts or washers
13	7318.16.00	Nuts
14	7610.90.10	Aluminium composite panel
15	8516.79.10	Vaporizer heating machine
16	8523.21.00	Cards incorporating a magnetic stripe
17	9602.00.10	Gelatin capsules (empty)

(খ) ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য যে সকল পণ্যে রেগুলেটরি ডিউটি (RD) আরোপ করা হয়েছে তার তালিকা (যা, ২ জুন, ২০১৬ হতে কার্যকর):

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	RD Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	7202.11.00	Ferromanganese: Containing by weight more than 2% of carbon	15
2	7202.21.00	Ferrosilicon Containing by weight more than 55% of silicon	15
3	7202.30.00	Ferrosilicomanganese	15
4	Heading 72.07 (All H.S.Codes)	Semi-finished products of iron or non-alloy steel.	20
5	Heading 72.13 (All H.S.Codes) (7213.91.10 ব্যতীত)	Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of iron or nonalloy steel.	3
6	Heading 72.14 (All H.S.Codes) (7214.91.10 ব্যতীত)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, but including those twisted after rolling.	3
7	Heading 72.15 (All H.S.Codes)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of freecutting steel, not further worked than cold-formed or coldfinished	3
8	Heading 72.16 (All H.S.Codes)	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.	3
9	Heading 72.24 (All H.S.Codes)	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel.	20
10	7411.10.00	Refined copper tubes	3

সারণি- ৩

কৃষি খাত

(ক) কৃষি খাতের কতিপয় পণ্যের শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rice	CD-10%, RD-10%	CD-25%
2	Rape seeds/Soya cake	CD-5%	CD-10%
3	Stabilizer for milk	SD-20%	SD-10%

(খ) পোল্ট্রি ও গবাদি পশু প্রতিষ্ঠানের খাদ্য উপকরণে শুন্য হারে শুল্ক সুবিধা প্রদান:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2914.23.00	Ionones and methylionones	10	0
2	2925.29.00	L-Arginine	5	0
3	3203.00.00	Colouring matter of vegetable or animal origin (including dyeing extrafcts but excluding animal black), whether or not chemically defined; preparations as specified in note 3 to this chapter based on colouring matter of vegetable or animal origin	5	0
4	3507.10.00	Rennet and concentrates thereof	10	0
5	3823.13.00	Tall oil fatty acides	10	0

(গ) কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার্য যে সকল উপকরণের শুল্ক রেয়াত প্রদান করা হয়েছে:

Heading No.	H.S.Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
40.09	4009.11.00	Tubes, pipes and hoses without fitttings
	4009.42.00	Tubes, pipes and hoses with fitting
40.10	4010.32.00	Endless transmission belts
73.18	7318.15.90	Others screw and bolts
	7318.16.00	Nuts
73.20	7320.20.00	Helical springs
83.01	8301.20.90	Locks of a kind used for motor vehicles
84.08	8408.90.90	Other engine
84.09	8409.99.10	Spare parts of diesel engine
84.82	8482.10.00	Ball bearings
84.87	8487.90.00	Machinery parts
87.08	8708.30.00	Brakes & servo brakes and parts thereof
	8708.40.00	Gear boxes and parts thereof
	8708.93.00	Clutches & parts thereof

সারণি- ৪

(ক) রপ্তানিমুখী শিল্প খাতের জন্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি/উপকরণে শুল্ক রেয়াত প্রদান:

Heading	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
73.08	7308.30.00	Fire Resistant Door
84.24	8424.20.30	Sprinkler system and equipments
85.28	8528.69.00	Video conference device
85.31	8531.20.00	Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes (LED)
94.03	9403.20.30 9403.60.20	Cutting table of a kind used with cutting machine
94.05	9405.40.42	LED lamps, bulbs and tubes without fittings.
	9405.40.90	Emergency light with Exit sign and double heads

(খ) রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য প্রি-ফেব্রিকেটেড বিল্ডিং তৈরির উপকরণে শুল্ক রেয়াত প্রদান:

Heading	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
72.08	7208.26.10	Hot rolled iron or non alloy steel
	7208.27.10	
	7208.51.10	
	7208.52.10	
72.10	7210.61.10	Flat rolled products of iron or non-alloy steel
	7210.61.20	
	7210.61.90	
	7210.70.10	
	7210.70.20	
72.16	7216.32.00	I-sections
	7216.33.00	H-sections
73.18	7318.14.10	Self-tapping screws
	7318.15.90	Bolts
76.07	7607.20.10	Aluminium insulation

সারণি- ৫

নির্মাণ শিল্প খাত

নির্মাণ শিল্প খাতের যে সকল পণ্য/উপকরণের শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Boulder stone	CD-25%, VAT-15%	CD-5%, SD-10%, VAT15%
2	Broken or crushed stone	CD-25%, SD-20%, VAT-15%	CD-5%, SD-30%, VAT-15%
3	Ferro alloy	RD-25%	RD-15%
4	Billet	Specific duty BDT 7000/MT, VAT-0%	Tariff Value $ 400/MT, CD-0%, RD-20%, VAT-15%
5	Bar & Rod	CD-10%, 25%, RD-4%, VAT-15%	Tariff Value $ 400/MT, CD-5%, RD-20%, SD-20%, VAT-15%
6	Angle	CD-10%, 25%, RD-4%, VAT-15%	CD-5%, SD-20%, VAT-15%
7	Fly ash	CD-10%	CD-5%

সারণি- ৬

রাসায়নিক শিল্প খাত

রাসায়নিক শিল্প খাতের যে সকল পণ্য/উপকরণের শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Petroleum Jelly	CD-25%	CD-15%
2	Paraffin Wax	CD-25%	CD-15%
3	Smoked sheet of rubber for VAT registered tyre tube manufacturers	CD-10%	CD-5%
4	Rubber process oil	CD-10%	CD-5%
5	Glossy Starch	CD-25%	CD-15%
6	Gum rosin	CD-25%	CD-15%
7	Talcum Powder	CD-5%	CD-10%
8	ECG and ultrasonogram recording paper	CD-5%	CD-10%
9	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp	CD-1%	CD-10%

সারণি- ৭

ইলেকট্রিক খাত

ইলেকট্রিক খাতের যে সকল পণ্য/উপকরণের শুল্ক-কর হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Urea resin	CD-25%	CD-15%
2	DOP	SD-20%	SD-10%
3	Adhesive tape in rolls exceeding 20 cm imported by VAT registered Manufactures	CD-25%	CD-15%
4	Adhesive tape in rolls not exceeding 20 cm	SD-10%	SD-0%
5	Fibre Glass	SD-30%	SD-0%

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
6	Parts of compressor, HR Steel Sheet, PTC Relay, Motor Protector Ges Compressor Oil	CD-10%, 25%	CD-5%
7	Lamp holder, Connector	SD-0%	SD-10%
8	Busbar trunking system imported by Commercial importer	CD-5%	CD-10%

সারণি- ৮

পরিবহন খাত

(ক) **মোটর সাইকেল খাত:** মোটর সাইকেলের উৎপাদক/প্রগতিশীল উৎপাদকগণকে বছরভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনার আওতায় তাদের কর্তৃক আমদানিয় যন্ত্রাংশের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

(খ) **হিউম্যান হলার:** Human hauler এর উপর বর্তমানে ২৫% আমদানি শুল্ক, ৩০% সম্পূরক শুল্ক বিদ্যমান রয়েছে। পণ্যটির জন্য পৃথক এইচ.এস.কোড সৃষ্টি করে প্রজ্ঞাপনের অধীনে শর্তসাপেক্ষে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **হাইব্রিড মোটর গাড়ি:** বর্তমানে Hybrid Motor Car এর ২৫০০ সি.সি. পর্যন্ত আমদানির ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রযোজ্য। প্রস্তাবিত বাজেটে মোটরকারের পাশাপাশি অন্যান্য হাইব্রিড গাড়ির ক্ষেত্রে এবং হাইব্রিড মাইক্রোবাস এর ক্ষেত্রেও সিসি ভিত্তিক রেয়াতি সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

সারণি- ৯

গ্যাস ও বিদ্যুৎ খাত

(ক) গ্যাস খাতে ব্যবহার্য যে সকল পণ্য/উপকরণে শুল্ক-কর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Stove using Biomass	CD-25%	CD-15%
2	Air tight storage bag with zipper	CD-0%	CD-1% & Include capital machinery SRO
3	Biogas Digester	CD-0%	CD-1% & Include capital machinery SRO
4	LPG cylinder of plastic	CD-25%	CD-10%
5	LPG cylinder of glass fibre	CD-25%	CD-10%

(খ) সোলার বিদ্যুৎ খাতে ব্যবহার্য যে সকল পণ্যে শুল্ক-কর রেয়াত প্রদান করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S.Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	7610.90.90	Aluminium frame for solar module

সারণি- ১০

তথ্যপ্রযুক্তি খাত

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ব্যবহার্য যে সকল উপকরণের শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	Description of goods	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Scratch off Label for VAT registred SIM or Smart card manufacturers	CD-25%	CD-15%
2	Unprinted PVC Sheet, PVC Coated Magstrip	CD-25%	CD-15%

সারণি- ১১

ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণ

(ক) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	2516.90.10	Boulder stone	25	5
4	2517.10.90	Brokenor crushed stone	25	5
5	2530.10.00	Vermiculite, perlite and chlorites, unexpanded	10	5
6	2620.99.10	Fly ash	10	5
7	2701.11.00	Anthracite	5	0
8	2701.12.00	Bituminous coal	5	0
9	2707.50.10	Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube manufacturers	10	5
10	2707.99.10	Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube manufacturers	10	5
11	2710.19.21	Lubricating oil, that is oil such as is not ordinarily used for any other purpose than lubrication, excluding, any mineral oil which has its flashing point below 220^0F by Abel's close test	25	15
12	2712.10.00	Petroleum jelly	25	15
13	2712.20.00	Paraffin wax containing by weight less than 0.75% of oil	25	15
14	3208.90.30	Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers	25	15
15	3209.90.30	Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers	25	15
16	3403.99.10	Compressor oil imported by VAT registered compressor manufacturers	10	5
17	3505.10.00	Dextrin and other modified starches	25	15
18	3505.20.00	Glues	25	15
19	3506.10.00	Stripping chemical	25	15
20	3506.99.00	Stripping chemical	25	15
21	3806.10.90	Gum rosin	25	15
22	3806.90.20	Poly salt	25	15
23	3812.30.10	Organotin compounds	25	15
24	3816.00.00	Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions, other than products of Heading 38.01.	10	5
25	3909.10.00	Urea resins; thiourea resins	25	15

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26	3919.90.10	Self adhesive tape in rolls exceeding 20cm imported by VAT registered manufacturers	25	15
27	3919.90.30	Scratch off label imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry	25	10
28	3920.49.40	PVC sheet imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry	25	15
29	3920.69.91	Polyester paper/Unit binder tape imported by VAT registered energy efficient electric fan manufacturers	25	15
30	3921.90.92	PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry	25	15
31	3926.90.92	LP gas cylinder capactity below 5000 litres	25	10
32	4001.21.10	Smoked sheets imported by VAT registered tyre and tube manufacturers of a rim size exceeding 16"	10	5
33	4823.90.95	Honeycomb imported by VAT registered fire resistant door manufacturers	25	15
34	5301.10.00	Flax, raw or retted	10	5
35	5301.21.00	Broken or scotched	10	5
36	5301.29.90	Hackled or otherwise processed, but not spun	10	5
37	5305.00.00	Coconut, abaca (Manila hemp or Musa textiles Nee), ramie and other vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or processed but not spun; tow, noils and waste of these fibres (including yarn waste and garnetted stock).	10	5
38	5402.44.00	Elastometric	10	5
39	6903.90.90	Other	25	15
40	7211.19.10	HR steel sheet Imported by VAT registered compressor manufacturers	10	5
41	72.13 (7213.91.10 ব্যতীত)	Bars and rods, hotrolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.	25	5
42	72.14 (7214.91.10 ব্যতীত)	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hotrolled, hotdrawn or hotextruded, but including those twisted after rolling.	25	5
43	72.15	Other bars and rods of iron or non-alloy steel. Of freecutting steel, not further worked than cold-formed or coldfinished	10	5
44	72.16	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.	10,25	5
45	7224.10.00	Ingots and other primary forms	10	0
46	7224.90.00	Other	10	0
47	7308.90.10	Door coordinator imported by VAT Registered fire resistant door manufacturers	25	15
48	7318.15.10	Flus type tower bolt imported by VAT registered fire resistant door manufacturers	25	15
49	7320.90.10	Other spring imported by VAT registered LPG filling plant	25	10
50	7321.89.10	Stove using biomass	25	15
51	7410.21.10	Refined copper foil imported by VAT registered printed circuit manufacturers	10	5
52	7607.20.92	Copolymer coated aluminium tape Imported by VAT registered cable manufacturing industries	25	15
53	8202.91.00	Straight saw blades, for working metal	10	5
54	8204.20.00	Interchangeable spanner sockets, with or without handles	10	5

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55	8301.40.10	Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered fire resistant door manufacturers	25	15
56	8302.42.10	Magnatic door holder imported by VAT registered fire resistant door manufacturers	25	15
57	8302.60.10	Automatic door closer imported by VAT registered fire resistant door manufacturers	25	15
58	8414.90.20	Parts of compressor imported by VAT registered compressor manufacturers	10	5
59	8415.83.30	Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries	25	1
60	8418.69.95	Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries	25	1
61	8421.39.91	Equipment imported by VAT registered LPG filling plant	25	10
62	8481.30.11	Check valve Imported by LPG filling plant	25	10
63	8504.90.40	UPS case imported by VAT registered UPS manufacturers	25	15
64	8507.20.10	Sealed: for use in UPS (capacity 85 amp or less)	25	15
65	8517.62.50	WiFi/Wimax lan card and access point; Firewall (securicy hardware)	25	15
66	8536.30.10	Motor protector imported by VAT registered compressor manufacturers	10	5
67	8536.49.10	PTC relay imported by VAT registered compressor manufacturers	10	5
68	8545.11.00	Electrodes of a kind used for furnaces:	10	5
69	8704.22.15	LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU	25	1
70	9403.20.10	Furniture specially designed to receive apparatus of heading 84.71 and 85.17	10	5
71	9403.20.30	Cutting table of kind used with cutting machine	25	10
72	9403.60.20	Cutting table of kind used with cutting machine	25	10
73	9405.92.10	LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing industry	25	0

(খ) যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক (CD) বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0714.90.11	Sago Wrapped/canned upto 2.5 kg	5	10
2	0714.90.19	Other Sago	5	10
3	1006.20.00	Husked (brown) rice	10	25
4	1006.30.10	Fortified rice kernels	10	25
5	1006.30.90	Other	10	25
6	1006.40.00	Broken rice	10	25
7	1102.20.00	Maize (corn) flour	10	25
8	1108.11.00	Wheat starch	10	15
9	1108.12.00	Maize (corn) starch	10	15
10	1108.13.00	Potato starch	10	15
11	1108.20.00	Inulin	5	10
12	1208.10.00	Soya cake of soya beans	5	10
13	1208.90.00	Other	0	5

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	2306.41.00	Of low erucic acid rape or colza	5	10
15	2519.90.00	Other	5	10
16	2526.20.00	Talcum powder crushed or powdered	10	15
17	2836.99.90	Other	5	10
18	2839.90.90	Other	5	10
19	2845.90.00	Other	5	10
20	2904.90.00	Other	5	10
21	2933.99.00	Other	0	5
22	2941.90.90	Other	0	5
23	3707.10.00	Sensitising emulsions	5	15
24	3707.90.00	Other	5	15
25	3812.30.90	Other	5	10
26	3814.00.00	Organic composite solvents and thinners not elsewhere specified or included; prepared paint or varnish removers.	10	15
27	3919.90.91	Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers	25	15
28	4010.39.90	Other	1	5
29	4011.20.90	Other tyre of a kind used on buses or lorries	10	15
30	4013.90.90	Other inner tubes, of rubber.	10	15
31	4802.55.10	ECG and ultrasonogram recording paper	5	10
32	4812.00.00	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp.	1	10
33	4901.99.20	Text books for primary and secondary education	10	25
34	4903.00.00	Children's picture, drawing or colouring books.	5	10
35	4907.00.90	Other	5	10
36	6903.10.90	Other	10	15
37	6903.20.90	Other	10	15
38	7011.10.00	Glass envelops for electric lighting	10	15
39	7304.11.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
40	7304.19.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
41	7304.22.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
42	7304.23.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
43	7304.24.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
44	7304.29.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
45	7305.11.00	Tubes, pipes and hollow profiles Longitudinally submerged arc welded	10	15
46	7305.12.00	Other, longitudinally welded Tubes, pipes and hollow profiles	10	15
47	7305.19.00	Other Tubes, pipes and hollow profiles	10	15
48	7305.20.00	Casing of a kind used in drilling for oil or gas	10	15
49	7306.11.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
50	7306.19.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
51	7306.21.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
52	7306.29.10	Tubes, pipes and hollow profiles Exceeding 8 inch inner dia	10	15
53	7316.00.00	Anchors, grapnels and parts thereof, of iron or steel.	10	25
54	7318.14.10	Imported by prefabricated building industry	10	15
55	7318.21.00	Spring washers and other lock washers	1	10
56	7407.10.00	Refined copper wire	10	25
57	7409.11.00	Refined copper plates in coils	10	25
58	7411.10.00	Refined copper tubes	5	15

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59	7607.19.00	Other aluminium foil	10	15
60	8450.20.10	Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg	1	25
61	8471.60.10	Finger/Biometric scanner	2	5
62	8478.10.00 8478.90.00	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this Chapter.	1	10
63	8479.60.00	Evaporative air coolers	10	25
64	8504.23.90	Transformer having a power handling capacity 10120 MVA	5	10
65	8504.40.20	UPS/IPS (capacity upto 2,000 VA)	5	10
66	8537.10.19	Other busbar trunking system for a voltage not exceeding 1,000 V	5	10
67	8543.70.90	Other	5	10
68	8544.70.00	Optical fibre cables	10	15
69	9018.19.10	Patient monitor	1	5
70	9018.39.90	Other Instruments and appliances used in medical	5	10
71	9028.90.20	Parts of Prepayment KWH meter; programmable multifunction KWH meter; programmable multitariff KWH meter	1	10

(গ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing VAT rate	Proposed VAT rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7201.10.00	Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus	15	0
2	7201.20.00	Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus	15	0
3	7201.50.00	Alloy pig iron; spiegeleisen.	15	0

(ঘ) যে সকল পণ্যের আমদানি পর্যায়ে VAT আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing VAT rate	Proposed VAT rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7207.11.00	Of rectangular (including square) crosssection, the width measuring less than twice the thickness	0	15
2	7207.12.00	Other, of rectangular (other than square) crosssection	0	15
3	7207.19.00	Other	0	15
4	7207.20.00	Containing by weight 0.25% or more of carbon	0	15

(ঙ) মূলধনী যন্ত্রপাতি সুবিধা প্রদান (শুধু ১% আমদানি শুল্ক):

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	3923.29.10	Airtight storage bags with zipper
2	6909.19.10	Ceramic candle for water filter
3	6909.19.90	Other
4	7019.90.11	Biogas digester
5	8415.83.30	Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries
6	8418.69.95	Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries
7	8704.22.15	LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU

(চ) মূলধনী যন্ত্রপাতি সুবিধা প্রত্যাহার:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing S.R.O Rate (%)	Proposed CD Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	4010.39.90	Other	1	5
2	4812.00.00	Filter blocks, slabs and plates, of paper pulp.	1	10
3	7318.21.00	Spring washers and other lock washers	1	10
4	8450.20.10	Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg	1	25
5	8478.10.00 8478.90.00	Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this Chapter.	1	10

(ছ) ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল Table-1 হতে Table-2 তে স্থানান্তর:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Rate (%)	Proposed S.R.O Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7607.19.00	Alu/Alu bottom foil	5	10

(জ) যে সকল পণ্যে সুনির্দিষ্ট আমদানি শুল্ক (Specific CD) আরোপ করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description of goods	Existing Duty	Proposed Duty
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7201.10.00	Non-alloy pig iron containing by weight 0.5% or less of phosphorus	0%	BDT 1000/ per MT
2	7201.20.00	Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5% of phosphorus	0%	BDT 1000/ per MT
3	7201.50.00	Alloy pig iron; spiegeleisen.	0%	BDT 1000/ per MT

(ঝ) বর্তমানে কার্যকর বাংলাদেশ কাস্টমস ট্যারিফ এর চ্যাপ্টার 54 ও 55 ভুক্ত অধিকাংশ হেডিং এর পণ্য kg তে শুল্কায়ন করা হয় আবার কতিপয় হেডিং এর পণ্য m^2 এ শুল্কায়ন করা হয়। এতে শুল্কায়নে জটিলতার সৃষ্টি হয়। তাই এ জটিলতা দূরীকরণের লক্ষ্যে হেডিং 54.07 হতে 54.08 এবং 55.12 হতে 55.16 এর সকল পণ্যের Statistical Unit m^2 (square meter) কে পরিবর্তন করে kg করা হয়েছে।

(ঞ) যে সকল H.S. Code এর বিপরীতে পণ্যের বর্ণনা পরিবর্তন/সংশোধন করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Existing Description	Changed Description
(1)	(2)	(3)	(4)
1	3907.60.10	Polyethylene terephthalate imported by VAT/Excise registered textile yarn manufacturer	Polyethylene terephthalate imported by VAT registered textile yarn manufacturer
2	8507.20.10	Sealed: for use in UPS	Sealed: for use in UPS (capacity 85 amp or less)
3	8517.62.40	Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform; network management system	Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform;

(ট) যে সকল H.S. Code একীভূত (Merge) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Merged H.S. Code	Description of goods
1	8544.60.10 8544.60.90	8544.60.00	Other electric conductors, for a voltage exceeding 1,000 V

(ঠ) যে সকল H.S. Code বিভাজন (Split) করা হয়েছে:

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2106.90.40	2106.90.41	Stabilizer for milk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturing and agroprocessing industries
		2106.90.49	Other Stabilizer for milk
2	2707.50.00	2707.50.10	Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube manufacturers
		2707.50.90	Other
3	2707.99.00	2707.99.10	Rubber process oil imported by VAT registered tyre & tube manufacturers
		2707.99.90	Other
4	3403.99.00	3403.99.10	Compressor oil imported by VAT registered compressor manufacturers
		3403.99.90	Other
5	3917.29.90	3917.29.91	Fibre glass imported by VAT registered electric fan manufacturers
		3917.29.99	Other
6	3919.90.90	3919.90.91	Re-seal tape imported by VAT registered sanitary napkin manufacturers
		3919.90.99	Other
7	3920.69.90	3920.69.91	Polyester paper/Unit binder tape imported by VAT registered energy efficient electric fan manufacturers
		3920.69.99	Other
8	4001.21.00	4001.21.10	Smoked sheets imported by VAT registered tyre and tube manufacturers of a rim size exceeding 16"
		4001.21.90	Other
9	6909.19.00	6909.19.10	Ceramic candle for water filter
		6909.19.90	Other
10	7013.99.00	7013.99.10	Opal Glassware
		7013.99.90	Other
11	7211.19.00	7211.19.10	HR steel sheet Imported by VAT registered compressor manufacturers
		7211.19.90	Other
12	7308.90.00	7308.90.10	Door coordinator imported by VAT Registered fire resistant door manufacturers
		7308.90.90	Other
13	7318.15.00	7318.15.10	Flus type tower bolt imported by VAT registered fire resistant door manufacturers
		7318.15.90	Other
14	7320.90.00	7320.90.10	Other spring imported by VAT registered LPG filling plant
		7320.90.90	Other
15	7321.89.00	7321.89.10	Stove using biomass
		7321.89.90	Other

Sl. No.	Existing H.S. Code	Splited H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)	(4)
16	7410.21.00	7410.21.10	Refined copper foil imported by VAT registered printed circuit manufacturers
		7410.21.90	Other
17	8301.40.00	8301.40.10	Lever lock, Mortice lock imported by VAT registered fire resistant door manufacturers
		8301.40.90	Other
18	8302.42.00	8302.42.10	Magnatic door holder imported by VAT registered fire resistant door manufacturers
		8302.42.90	Other
19	8302.49.90	8302.49.91	Trolley bag/suitcase/travel bag accessories
		8302.49.99	Other
20	8302.60.00	8302.60.10	Automatic door closer imported by VAT registered fire resistant door manufacturers
		8302.60.90	Other
21	8421.39.90	8421.39.91	Equipment imported by VAT registered LPG filling plant
		8421.39.99	Other
22	8450.20.00	8450.20.10	Household type washing machine capacity not exceeding 12 kg
		8450.20.90	Other
23	8471.60.00	8471.60.10	Finger/Biometric scanner
		8471.60.90	Other
24	8481.30.10	8481.30.11	Check valve Imported by LPG filling plant
		8481.30.19	Other
25	8536.30.00	8536.30.10	Motor protector imported by VAT registered compressor manufacturers
		8536.30.90	Other
26	8536.49.00	8536.49.10	PTC relay imported by VAT registered compressor manufacturers
		8536.49.90	Other
27	8702.10.40	8702.10.41	Human hauler
		8702.10.49	Other
28	8703.90.30		Hybrid motor cars and other hybrid vehicles, including station wagons and racing cars in CBU
		8703.90.31	Of a cylinder capacity not exceeding 1500 cc
		8703.90.32	Of a cylinder capacity exceeding 1500 cc but not exceeding 2000 cc
		8703.90.33	Of a cylinder capacity exceeding 2000 cc but not exceeding 2750 cc
		8703.90.34	Of a cylinder capacity exceeding 2750 cc but not exceeding 4000 cc
		8703.90.39	Of a cylinder capacity exceeding 4000 cc
29	8703.90.40	8703.90.41	Hybrid microbus in CBU of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc
		8703.90.49	Hybrid microbus in CBU of a cylinder capacity exceeding 1800 cc but not exceeding 2000 cc
30	9018.19.00	9018.19.10	Patient monitor
		9018.19.90	Other
31	9405.92.00	9405.92.10	LED lamp parts imported by VAT registered LED lamp manufacturing industry
		9405.92.90	Other

(ড) যে সকল H.S. Code নতুন সৃষ্টি করা হয়েছে:

Sl. No.	New H.S. Code	Description of goods
(1)	(2)	(3)
1	2106.90.50	Coffee mate in bulk imported by VAT registered milk foodstuffs manufacturers
2	3208.90.30	Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers
3	3209.90.30	Coating materials imported by VAT registered cookingware manufacturers
4	3806.90.20	Poly salt
5	3919.90.30	Scratch off label imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry
6	3920.49.40	PVC sheet imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry
7	3921.90.92	PVC coated magstrip imported by VAT registered SIM card or Smart card manufacturing industry
8	3926.90.92	LP gas cylinder capactity below 5000 litres
9	4823.90.95	Honeycomb imported by VAT registered fire resistant door manufacturers
10	7019.90.20	LP gas cylinder capacity below 5000 litres
11	7607.20.92	Copolymer coated aluminium tape Imported by VAT registered cable manufacturing industries
12	8414.80.41	Compressore for Industrial type air conditioner
13	8414.80.42	Air conditioner compressore Imported by VAT registered domestic type air conditioner manufacturers
14	8414.80.49	Other
15	8414.90.20	Of compressor imported by VAT registered compressor manufacturers
16	8415.83.30	Stability/Humidity chamber imported by pharmaceutical industries
17	8418.69.94	Mortuary imported VAT registered hospital
18	8418.69.95	Special type laboratory refrigerator imported by pharmaceutical industries
19	8504.90.40	UPS case imported by VAT registered UPS manufacturers
20	8516.79.20	Mosquito/Insect killing bat
21	8517.62.50	Wi-Fi/Wimax LAN card and access point; Firewall (securicy hardware)
22	8543.70.40	Electric/Electronic access control
23	8703.90.50	Electric battery operated motor car
24	8704.22.15	LPG road tanker/Bobtail tanker in CBU
25	9018.39.17	Blood lancet
26	9028.90.20	Parts of prepayment KWH meter; programmable multifunction KWH meter; programmable multitariff KWH meter
27	9403.20.30	Cutting table of kind used with cutting machine
28	9403.60.20	Cutting table of kind used with cutting machine

সারণি- ১২

ট্যারিফ মূল্য ও ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ:

বিভিন্ন উৎস দেশ হতে আমদানিকৃত পণ্যের শুল্কায়নে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে ট্যারিফ মূল্য এবং কতিপয় পণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণপূর্বক এ সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপন বাতিলপূর্বক নতুন প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।

সারণি- ১৩

Customs Act, 1969 এর সংশোধন:

শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সহজীকরণ ও কাস্টমস প্রশাসনে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে Customs Act, 1969 এর Section 2, 6, 9, 18, 115,129, 156, 193A, 196A, 219 & 219A-তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা হয়েছে।